গীত-বিতান

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
[illegible] কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

গীত-বিতান
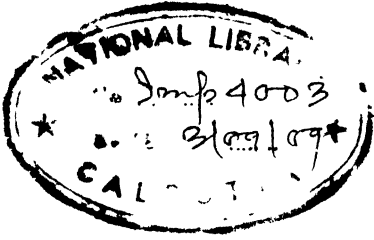
প্রথম সংস্করণ—(২২০০) আশ্বিন, ১৩৩৮।

মূল্য—২॥০ ও ৩৲ টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সে-যে পাশে এসে ব'সেছিলো
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিলো
হতভাগিনী।
এসেছিলো নীরব রাতে,
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।
জেগে দেখি দখিন হাওয়া
পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়
কাছে পেয়ে কাছে না পায়,
কেন গো তা'র মালার পরশ
বুকে লাগে নি॥

হেথা যে-গান গাইতে আসা আমার
হয়নি সে-গান গাওয়া,
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া॥
আমার লাগে নাই সে-সুর, আমার
বাঁধে নাই সে-কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।
আজো ফোটে নাই সে-ফুল, শুধু
ব'হেছে এক হাওয়া॥

আমি দেখি নাই তা'র মুখ, আমি
শুনি নাই তা'র বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে-জন
করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হ'লো আমার
সারাটি দিন ধ'রে,
ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা, তা'রে
ডাক্‌বো কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তা'রে
হয়নি আমার পাওয়া॥

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি'
শুনিয়া লইতে চাহো আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ,
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।

তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহো করিবারে পান॥

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই-যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগর-তীরে॥
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে
সমুদ্রে হ'লো হারা।

হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হ'লো লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে'
এই ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥
এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত
সব অপমান ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি-যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহা-মানবের
সাগর-তীরে॥

দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
এসো ঘন পল্লবপুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বন-মল্লিকাকুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো;
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

যেখানে রূপের প্রভা নয়ন লোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে। (ঠাকুরদাদা)
যেখানে রসিক সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে। (ঠাকুরদাদা)
যেখানে গালাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,

পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি'
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে,
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে—
(ঠাকুরদাদা)

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে;
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌বো কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
আমরা যা খুসি তাই করি
তবু তাঁর খুসিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌বো কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
রাজা সবারে দেন মান
সে-মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌বো কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
আমরা চল্‌বো আপন মতে
শেষে মিল্‌বো তাঁরি পথে,
মোরা মর্‌বো না কেউ বিফলতার বিষম আবর্ত্তে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌বো কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে ॥
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে-দিক পানে ॥
আমি তা'র মুখের কথা
শুন্‌বো ব'লে গেলাম কোথা,
শোনা হ'লো না, শোনা হ'লো না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই-যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥
কে তোরা খুঁজিস্ তা'রে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয়রে ধেয়ে দেখ্‌রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্‌রে আমার দুই নয়ানে ॥

তোরা যে যা বলিস্ ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই ॥
সে-যে চ'ম্‌কে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়,
যায় না তা'রে বাঁধা,
তা'র নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগায় চোখে ধাঁদা,

তবু ছুট্‌বো পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই,
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হ'য়ে ধাই ॥
তোরা পাবার জিনিষ হাটে কিনিস্‌
রাখিস্‌ ঘরে ভ'রে,
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগ্‌লো কেন মোরে।
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে,
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস্‌ বুঝি
মরি তাহার শোকে।
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে
দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হ'য়ে ধাই ॥

আজি কমল-মুকুলদল খুলিল,
দুলিল রে দুলিল
মানস-সরসে রস-পুলকে,
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।
গগন মগন হ'লো গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে,

গুন্ গুন্ গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি' ঘিরি' বন্দে ;—
নিখিল ভুবন মন ভুলিল—
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল।

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যতই দিবস যায় রে যায়
গাইরে সুখে হায় রে হায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যারা সোনার চোরা-বালির 'পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সাম্নে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠ-কাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন দ্বারে আসে মরণ-বুড়ী,
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই,
তাইরে নাইরে নাইরে না।
এ-যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,

ওরে অন্তরে তা'র বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে-যে উৎসব-দিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে-যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে-তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরাফুলের খেলা রে॥
যে-ঢেউ উঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে'?

যে-ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগ্‌ছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্‌ রে তোরা ঝরাফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মাণিক জ্বলে,
চরণে তা'র লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে ক-জন আছে,
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরাফুলের খেলা রে।

বিরহ মধুর হ'লো আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি'
বেদনাতে।
ভরি' দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শন-তৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে
আঁখি-পাতে॥
সুদূরের সুগন্ধ ধারা
বায়ু-ভরে
পরাণে আমার পথহারা
ঘুরে' মরে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্ম্মরে পল্লব-জালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি
সাথে সাথে॥

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হ'লো।
যেমন রাঙা-বরণ তোমার চরণ
তা'র সনে আর ভেদ না র'লো।
রাঙা হ'লো বসন ভূষণ,
রাঙা হ'লো শয়ন স্বপন,
মন হ'লো কেমন দেখ্‌রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল।

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়;
বড়ো উতলা আজ পরাণ আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এম্‌নি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ ক'রে নাথ, ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয়।

আমার সকল নিয়ে ব'সে আছি
সর্ব্বনাশের আশায়।
আমি তা'র লাগি' পথ চেয়ে আছি
পথে যে-জন ভাসায়॥

যে-জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে
ভালোবাসে আড়াল থেকে
আমার মন ম'জেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন্ তাধিন্।
তোমার পিছন্ পিছন্ নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে তাধিন্ তাধিন্॥
তোমার তালে আমার চরণ চলে
শুনতে না পাই কে কী বলে
তাধিন্ তাধিন্—
তোমার গানে আমার প্রাণে-যে কোন্
পাগল ছিল সেই জেগেছে
তাধিন্ তাধিন্॥
আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন
খ'সে গেল ভজন সাধন,
তাধিন্ তাধিন্—
বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে
ভাবনা যত সব ভেগেছে
তাধিন্ তাধিন্॥

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে,
কোন্ নিভৃতে রে, কোন্ গহনে॥
মাতিল আকুল দক্ষিণ-বায়ু
সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে॥

কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গি সনে,
উৎসবরাজ বিরাজ' কোথা,
কে লয়ি' যাবে সে-ভবনে ॥

আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না
ভালোবাসায় ভোলাবো,
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুল্‌বো না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাবো।
ভরাবো না ভূষণভারে,
সাজাবো না ফুলের হারে,
সোহাগ আমার মালা ক'রে
গলায় তোমার দোলাবো।
জান্‌বে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচ্‌বে প্রাণে,
চাঁদের মতন অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাবো।

ভয়েরে মোর আঘাত করো
ভীষণ, হে ভীষণ।
কঠিন ক'রে চরণ-'পরে
প্রণত করো মন।
বেঁধেছে মোরে নিত্য কাজে
প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মাঝে,

নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে
সাজের আভরণ।
এসো হে, ওহে আকস্মিক,
ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক,
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক্
নিমেষে এ জীবন।
তাহার 'পরে প্রকাশ হোক্,
উদার তব সহাস চোখ,
তব অভয় শান্তিময়
স্বরূপ পুরাতন।

আমি তোমার প্রেমে হবো সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হবো দাগী॥
তোমার পথের কাঁটা ক'র্‌বো চয়ন;
যেথা তোমার ধূলার শয়ন
সেথা আঁচল পাত্‌বো আমার
তোমার রাগে অনুরাগী।
আমি শুচি-আসন টেনে টেনে
বেড়াবো না বিধান মেনে,
যে-পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি॥ ৮

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন ক'রে আন্‌বো মুখে তোমায় ভালোবাসি।
গুণ যদি মোর থাক্‌তো, তবে
অনেক আদর মিল্‌তো ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী।

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবন-পারে
আমার চিত্তে এসো নামি'।
এ দেহ মন মিলায়ে যাক্ হইয়া যাক্ হারা,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ঐ চরণে যাক্ থামি'।
নির্ব্বাসনে বাঁধা আছি দুর্ব্বাসনার ডোরে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে,
ওহে আমি বাঁধনকামী।
আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আসুক সে-চরম,
ওগো মরুক্ না এই আমি।

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধ'রেছো দুই হাতে।
কখন্ তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু চরণপাতে?
ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি,
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।
যে-নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো,
তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে' গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চলো সাথে॥

ভোর হ'লো বিভাবরী, পথ হ'লো অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥
ধন্য হ'লি ওরে পান্থ,
রজনী-জাগর-ক্লান্ত,
ধন্য হ'লো মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ॥
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে;
মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হ'লো তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জা ভয় গেল ঝরি', ঘুচিল রে অভিমান॥

তুমি ডাক দিয়েছো কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন-যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না ॥
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ তো টানে না ॥
বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর
কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ-পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো আনে না।
তুমি ডাক দিয়েছো কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না ॥

— —

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।
যে-বাঁশীতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশীটির সুরে সুরে।
যে-পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হ'য়ে যায় হারায়ে,
সে-পথ বেয়ে কাঙাল পরাণ
যেতে চায় কোন্ অচিন্ পুরে।

এ পথ গেছে কোন্ খানে গো কোন্ খানে—
তা কে জানে তা কে জানে ?
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন সাগরের ধারে,
কোন দুরাশার দিক্ পানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্ খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন-যে তা'র বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে—
তা কে জানে তা কে জানে।

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হ'তে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভ'রে ভ'রে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্য-দোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তা'র ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন
ওগো তায় জাগাইনু রে।

পোষ মেনেছে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।
অচল ছিল সচল হ'য়ে
ছুটেছে ঐ জগৎ-জয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তা'র রাশ বাগাইনু রে।

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাঁধা-বাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অম্‌নিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই॥
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন ক'রে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তা'র মাঝেই॥

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কা'র কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগ্‌লো বনে,
এলো সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে॥

কেমনে রহি ঘরে,
মন-যে কেমন করে,
কেমনে কাটে-যে দিন দিন গুণিয়ে
কী মায়া দেয় বুলায়ে,
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে ॥

এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর,
এই আমাদের মজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো নানা কাজে
এই তো নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ
দাদাঠাকুর,
সব মিলনে মেলার মানুষ
দাদাঠাকুর ॥
এই তো হাসির দলে,
এই তো চোখের জলে,
এই তো সকল ক্ষণের মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো ঘরে ঘরে,
এই তো বাহির করে,

এই আমাদের কোণের মানুষ
দাদাঠাকুর,
এই আমাদের মনের মানুষ
দাদাঠাকুর ॥

যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অম্‌নি ছেড়ে র'বে ॥
পথ হ'তে যে ভুলিয়ে আনে পথ-যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে ॥

আমি কারে ডাকি গো
আমার বাঁধন দাও গো টুটে' ॥
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে' ॥
তুমি ডাকো এম্‌নি ডাকে
যেন লজ্জা ভয় না থাকে,
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে' ॥
আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে-যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে।
ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হ'লো লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায়
পরাণ কেঁদে উঠে ॥

বুঝি এলো, বুঝি এলো, ওরে প্রাণ,
এবার ধর্ দেখি তোর গান।
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে' ওঠে,
দিগন্তে ঐ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ
তেমনি ক'রে গাও গো।
যেমন ক'রে চাইছে আকাশ
তেমনি ক'রে চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্ম্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো।

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে॥
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা,
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে' ফেরে॥

হারে রে রে রে রে
আমায় রাখ্‌বে ধ'রে কে রে !
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে ॥

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে,
তা'রে আজ থামায় কে রে ?
সে-যে আকাশ-পানে হাত পেতেছে
তা'রে আজ নামায় কে রে ?
ওরে, আমার মন মেতেছে,
আমায় আজ থামায় কে রে ॥
ওরে ভাই, নাচ্‌ রে ও ভাই নাচ্‌ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌ রে,—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।
তোরে আজ থামায় কে রে ॥

এই মৌমাছিদের ঘর-ছাড়া কে ক'রেছে রে ;
তোরা আমায় ব'লে দে ভাই, ব'লে দে রে।
ফুলের গোপন পরাণ-মাঝে
নীরব সুরে বাঁশী বাজে—
ওদের সেই সুরেতে কেমনে মন হ'রেছে রে ॥

যে-মধুটি লুকিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভ'রেছে রে ॥

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।
ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল ॥

আমরা তা'রেই জানি তা'রেই জানি সাথের সাথী।
তা'রেই করি টানাটানি দিবারাতি ॥
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারি লাগি' বটের ছায়ায় আসন পাতি ॥
তা'রে হালের মাঝি করি'
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যা কালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি ॥

সকল জনম ভ'রে
ও মোর দরদিয়া।
কাঁদি কাঁদাই তোরে,
ও মোর দরদিয়া॥
আছ হৃদয় মাঝে;
সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ওগো এ কি তোমায় সাজে,
ও মোর দরদিয়া॥
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে,
ও মোর দরদিয়া॥
সেথা আসন হয়নি পাতা,
সেথা মালা হয়নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা,
ও মোর দরদিয়া॥

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকাল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমাল বনে আঁধার করে॥
ওগো বঁধু, দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।

আঁচল দিয়ে শুকাবো জল,
মুছাবো পা আকুল কেশে ॥
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেবো প্রেমের বাতি,
পরাণখানি দিব পাতি'
চরণ রেখো তাহার 'পরে ॥
ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লবো তোমায় ক'রে বরণ,
করিব জয় শরম-ত্রাসে,
দাঁড়াবো আজ তোমার পাশে ॥
বাঁধন বাধা যাবে জ্ব'লে,
সুখ দুঃখ দেবো দ'লে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হবো অভয়-ভরে ॥
উতল ধারা বাদল ঝরে—
দুয়ার খুলে' এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক্ লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখে বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে ॥

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো, ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয় হরা।

নাচে আলো নাচে ও ভাই,
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে ও ভাই,
হৃদয়-বীণার মাঝে ;
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস,
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো, ভুবনভরা ॥
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠ্‌লো নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা--ও ভাই,
যায় না মাণিক গোণা,
পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুর-নদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো, ভুবনভরা ॥

যিনি সকল কাজের কাজী, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী ॥

তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চ'লে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান্ ভেরী, মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গী॥

এই জন্ম মরণ খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়,
এই দুঃখ সুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী॥

ওরে, ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে,
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে
সাগর গিরি লঙ্ঘি'॥

আমি-যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে;
আমি আপনাকে ভাই মেল্‌বো-যে বাইরে।
পালে আমার লাগ্‌লো হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে॥
সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশী কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি-যে তাই রে।
পাগ্‌লামি আজ লাগ্‌লো পাখায়
পাখী কি-আর থাক্‌বে শাখায়?
দিকে দিকে সাড়া-যে পাই রে॥

আর নহে আর নয়।
আমি করিনে আর ভয়।
আমার ঘুচ্‌লো বাঁধন ফ'ল্‌লো সাধন,
হ'লো বাঁধন ক্ষয়।
ঐ আকাশে ঐ ডাকে
আমায় আর কে ধ'রে রাখে,
আমি সকল দুয়'র খুলেছি আজ
যাবো সকলময়।
ওরা ব'সে ব'সে মিছে
শুধু মায়াজাল গাঁথিছে,
ওরা কী-যে গোণে ঘরের কোণে,
আমায় ডাকে পিছে।
আমার অস্ত্র হ'লো গড়া,
আমা'র বর্ম্ম হ'লো পরা,
এবার ছুটবে ঘোড়া পবন বেগে
ক'র্‌বে ভুবনজয়।

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চ'লে যায় আমি আনমনে
তারি আশা-চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণমনে আমি-যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসী।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি-যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই
সে-কথা যে যাই পাশরি'।

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী!
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী!
হে সুদূর, আমি প্রবাসী!
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূব! তুমি-যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে-কথা যে যাই পাশরি'।

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়,
কী মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি'।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি-যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে-কথা যে যাই পাশরি'।

৫০

মম অন্তর উদাসে,
পল্লব-মর্ম্মরে কোন্ চঞ্চল বাতাসে।
জ্যোৎস্না-জড়িত নিশা
ঘুমে জাগরণে মিশা,
বিহ্বল আকুল কার অঞ্চল সুবাসে॥
থাকিতে না দেয় ঘরে
কোথায় বাহির করে,
সুন্দর সুদূরে কোন্ নন্দন-আকাশে।
অতীত দিনের পারে
স্মরণ-সাগর ধারে
বেদনা লুকানো কোন্ ক্রন্দন আভাসে॥

কমল বনের মধুপরাজি
এসো হে কমল-ভবনে।
কী সুধাগন্ধ এসেছে আজি
নব বসন্ত-পবনে॥
অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে
শত শতদল ফুটিল।
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে
ছুটিল ভুবনে ভুবনে॥
গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে
বাজিয়া উঠেছে রাগিণী;
গীত-গুঞ্জন কূজন-কাকলি
আকুলি' উঠিছে শ্রবণে।

সাগর গাহিছে কল্লোল-গাথা
বায়ু বাজাইছে শঙ্খ ;
সামগান উঠে বনপল্লবে,
মঙ্গলগীত জীবনে ॥

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হ'তে আপন ॥
তা'র আকাশভরা কোলে
মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তা'রে নিত্যই নূতন ॥
মোদের তরু-মূলের মেলা,
মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি
বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকী-কানন ॥
আমরা যেথায় মরি ঘুরে'
সে-যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা-যে তা'র সুরে ;
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে,
সে-যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে যে সে ক'রেছে এক-মন ॥

প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়
মরি এ কী তোর দুস্তর লজ্জা।
সুন্দর এসে ফিরে যায়
তবে কার লাগি' মিথ্যা এ সজ্জা॥
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ,
দহে অন্তরে নির্ব্বাক বহ্নি।
ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস,
তব মর্ম্মে-যে ক্রন্দন, তন্বী।
মাল্য-যে দংশিছে হায়,
তোর শয্যা-যে কণ্টক-শয্যা।
মিলন-সমুদ্র-বেলায়
চির-বিচ্ছেদ-জর্জ্জর মজ্জা॥

তোমার রঙীন পাতায় লিখ্‌বো প্রাণের
কোন্ বারতা।
রঙের তুলি পাবো কোথা॥
সে-রং তো নেই চোখের জলে,
আছে কেবল হৃদয়-তলে,
প্রকাশ করি কিসের ছলে
মনের কথা।
কইতে গেলে রইবে কি তা'র
সরলতা॥
বন্ধু, তুমি বুঝ্‌বে কি মোর
সহজ বলা।
নাই-যে আমার ছলা কলা।

সুর যা ছিল, বাহির ত্যেজে
অন্তরেতে উঠ্‌লো বেজে,
একলা কেবল জানে সে-যে
মোর দেবতা।
কেমন ক'রে ক'র্‌বো বাহির
মনের কথা॥

আমারে তুমি কিসের ছলে
পাঠাবে দূরে,
আবার আমি চরণতলে
আসিব ঘুরে'॥
সোহাগ ক'রে করিছ হেলা,
টানিবে ব'লে দিতেছ ঠেলা,
হে রাজা, তব কেমন খেলা
রাজ্য জুড়ে'॥

যদি আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে॥
যদি আমার মলিন মনের কালী
ঘুচাও পুণ্য সলিল ঢালি'
তোমার চন্দ্র সূর্য্য নূতন আলোয়
জাগ্‌বে জ্যোতির মহোৎসবে॥
আজো ফোটেনি মোর শোভার কুঁড়ি
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি'।

যদি নিশার তিমির গিয়া টুটে'
আমার হৃদয় জেগে উঠে
তবে মুখর হবে সকল আকাশ
আনন্দময় গানের রবে ॥

আমাদের যাত্রা হ'লো সুরু এখন ওগো কর্ণধার,
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক্ তুফান উঠুক্ ফিরবো না গো আর
তোমারে করি নমস্কার ॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার—
এখন মাভৈঃ বলি' ভাসাই তরী দাও গো করি' পার।
তোমারে করি নমস্কার ॥
এখন রইলো যারা আপন ঘরে চাবো না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার,
যখন তোমার সময় এলো কাছে তখন কে-বা কার
তোমারে করি নমস্কার।
আমার কে-বা আপন কে-বা অপর কোথায় বাহির কোথা বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে, মনের সুখে, নেবো সকল ভার।
তোমারে করি নমস্কার ॥
আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল,
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী-বা তা'র।
তোমারে করি নমস্কার।

আমরা সহায় খুঁজে' দ্বারে দ্বারে ফিরবো না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি, এই জেনেছি সার
তোমারে করি নমস্কার॥

আজি নির্ভয়-নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে।
ঘন সৌরভ-মন্থন-পবনে জাগে, কে জাগে॥
কত নীরব বিহঙ্গ কুলায়ে
মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে—জাগে কে জাগে।
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে, কে জাগে।
এই অপার অম্বর পাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে—জাগে কে জাগে।
মম গভীর অন্তর-বেদনে জাগে, কে জাগে॥

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশীষ মাগে
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ-মঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয়, জয়, জয় হে॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টানী

পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে,
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥

পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ-ধাবিত যাত্রী,
তুমি চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণ-পথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥

ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্চ্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব্ব উদয়গিরিভালে,
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয়, জয় জয়, জয় হে ॥

কী গাবো আমি, কী শুনাবো,
আজি আনন্দধামে।
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে,
তোমার অমৃত নামে॥
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা,
কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাবো হৃদয় প্রাণ
তোমার মধুর প্রেমে॥
তব নাম ল'য়ে চন্দ্র তারা
অসীম শূন্যে ধাইছে,
রবি হ'তে গ্রহে ঝরিছে প্রেম,
গ্রহ হ'তে গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীল শতদল,
তোমার কিরণে সদা ঢল ঢল,
তোমার অমৃত সাগর-মাঝারে
ভাসিছে অবিরামে॥

জাগো নির্ম্মল নেত্রে
রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তর-ক্ষেত্রে
মুক্তির অধিকারে।
জাগো ভক্তির তীর্থে
পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখ চিত্তে
জাগো অম্লানপ্রাণে,

জাগো নন্দন নৃত্যে
সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে
জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে
পূর্ণের বাহুপাশে।
জাগো নির্ভয়ধামে,
জাগো সংগ্রামসাজে,
জাগো ব্রহ্মের নামে,
জাগো কল্যাণকাজে,
জাগো দুর্গমযাত্রী
দুঃখের অভিসারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চির-পথের সঙ্গী আমার চির-জীবন হে ॥
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর,
মুক্তি আমার বন্ধন-ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার জীবন মরণ হে ॥
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হ'তে চিত্তে বিহার,
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে ॥

জাগে নাথ, জ্যোৎস্না রাতে,
জাগো রে অন্তর জাগো।
তাঁহারি পানে চাহো মুগ্ধ প্রাণে
নিমেষহারা আঁখিপাতে॥
নীরব চন্দ্রমা নীরব তারা
নীরব গীত-রসে হ'লো হারা;
জাগে বসুন্ধরা অম্বর জাগে রে
জাগে রে সুন্দর সাথে॥

তিমিরময় নিবিড় নিশা
নাহি রে নাহি দিশা,
একেলা ঘন ঘোর পথে, পান্থ, কোথা যাও॥
বিপদ দুখ নাহি জানো,
বাধা কিছু নাহি মানো,
অন্ধকার হ'তেছো পার, কাহার সাড়া পাও।
দীপ হৃদয়ে জ্বলে,
নিবে না সে বায়ু-বলে,
মহানন্দে নিরন্তর এ কী গান গাও।
সম্মুখে অভয় তব,
পশ্চাতে অভয় রব,
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখ চাও॥

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তুমি কোরোনা কোরোনা রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর ক'রে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ॥
তোমা হ'তে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হ'তে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা,
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা,
তোমারে নমস্কার॥

———

দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাঝে
আনন্দ সভা-ভবনে আজ।
বিপুল মহিমায় গগনে মহাসনে
বিরাজ করে বিশ্বরাজ।
সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধরমালা
তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্দ্রে গাহিছে শুন গান।
এই বিশ্বমহোৎসব দেখি' মগন হ'লো সুখে কবি-চিত্ত
ভুলি' গেল সব কাজ॥

———

প্রথম আদি তব শক্তি
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে।
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে॥
তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরয চন্দ্র তারা
প্রাণ-তরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদি কবি, কবিগুরু তুমি হে
মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে॥

জাগো জাগো রে জাগো, সঙ্গীত,
চিত্ত-অম্বর করো তরঙ্গিত,
নিবিড় নন্দিত প্রেম-কম্পিত
হৃদয়-কুঞ্জবিতানে॥
মুক্তবন্ধন সপ্তস্বর তব
করুক বিশ্ববিহার।
সূর্য্যশশিনক্ষত্রলোকে
করুক হর্ষ প্রচার।
তানে তানে প্রাণে প্রাণে
গাঁথো নন্দনহার।
পূর্ণ করো রে গগন-অঙ্গন
তাঁর বন্দনগানে॥

মহারাজ, এ কী সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে।
চরণতলে কোটি শশি-সূর্য্য মরে লাজে ॥
গর্ব্ব সব টুটিয়া
মূর্চ্ছি' পড়ে লুটিয়া
সকল মম দেহমন, বীণাসম বাজে।
এ কী পুলক বেদনা বহিছে মধুবায়ে।
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে।
পলক নাহি নয়নে,
হেরি না কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে ॥

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল অন্তর,
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া কোরো ঈশ্বর।
ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে,
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া ক'রে লও তুলে'।
আমি জলের মাঝারে বাস করি তবু তৃষ্ণায় শুকায়ে মরি—
প্রভু দয়া কোরো হে, দয়া ক'রে দাও হৃদয় সুধায় ভরি ॥'

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি,
জয় তোমার করুণা,
জয় তব ভীষণ সব কলুষ-নাশন রুদ্রতা,
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা ॥

জয় পূর্ণ-জাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমির-নিবিড় নিশীথিনী ভয়-দায়িনী,
জয় প্রেম-মধুময় মিলন তব,
জয় অসহ বিচ্ছেদ-বেদনা ॥

সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি,
ওরে ভয়-চঞ্চল-প্রাণ, জীবনে মরণে সবে
র'য়েছি তাঁহারি দ্বারে।
অভয়-শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশিদিশি দিবানিশি সুখে শোকে
লোক-লোকান্তরে ॥

নয়ান ভাসিল জলে—
শূন্য হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘনপ্রসাদ-পবনে,
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে।
তাপহরণ তৃষিতশরণ জয় তাঁর দয়া গাও রে।
জাগো রে আনন্দে চিত-চাতক জাগো,
গুরু গুরু গরজনে মেঘ বরষে বরষে রে ॥

কার মিলন চাও বিরহী,
তাঁহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে
কুটিল জটিল গহনে, শান্তিহীন ওরে মন।
দেখো দেখো রে চিত্তকমলে চরণপদ্ম রাজে, হায়।
অমৃত-জ্যোতি কিবা সুন্দর ওরে মন॥

অমৃতের সাগরে আমি যাবো যাবো রে
তৃষ্ণা জ্বলিছে মোর প্রাণে।
কোথা পথ বলো হে বলো ব্যথার ব্যথী হে
কোথা হ'তে কলধ্বনি আসিছে কানে॥

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হ'লো
সেই মোহানার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
এপারে ঐপারে।
নিতল নীল নীরব মাঝে
বাজ্‌লো গভীর বাণী;
নিকষেতে উঠ্‌লো ফুটে
সোনার রেখাখানি।

মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি দেখি দেখ্‌তে না পাই,
স্বপন-সাথে জড়িয়ে জাগা,
কাঁদি আকুল ধারে ॥

আজ প্রথম ফুলের পাবো প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুন্‌তে পাবো প্রথম আলোর বাণী
তাই বাইরে ছুটেছি।
এই হ'লো মোদের পাওয়া,
তাই ধ'রেছি গান-গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে
সোনার রেণু লুটেছি ॥

আজ পারুল দিদির বনে
মোরা চ'ল্‌বো নিমন্ত্রণে,
আজ চাঁপা ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে
মোরা সবাই জুটেছি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটেছি ॥

ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া ?
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে ?
তুমি মূরতি ধরিয়া চকিতে নামো না ?
ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি',
তৃণ উঠুক্ শিহরি' শিহরি'
নামো তালপল্লব-বীজনে
নামো জলে ছায়াছবি-সৃজনে ;
এসো সৌরভ ভরি' আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে !
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না !
ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা,
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা,
ভরি' নিশীথ-তিমির-থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত ক'রেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।

ঐ ব'সেছো শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে ;
আহা শ্বেত-চন্দন-তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে ?
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তা'র দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা ?
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা ॥

আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে,
বসন্ত ।
কা'রা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুসি রই আপন মনে,
বাতাস বহে
সুমন্দ ॥
সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রবো একা
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাবো দেখা ;
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,

ততখন রহি' রহি'
ভেসে আসে
সুগন্ধ।
আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।

কোলাহল তো বারণ হ'লো
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবল মাত্র গানে গানে॥
রাজার পথে লোক ছুটেছে,
বেচা-কেনার হাঁক উঠেছে;
আমার ছুটি অবেলাতেই
দিন-দুপুরের মধ্যখানে,
কাজের মাঝে ডাক প'ড়েছে
কেন যে তা কেইবা জানে॥
মোর কাননে অকালে ফুল
উঠুক্ তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনে মৌমাছিরা
বেড়াক্ মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে
গেছে তো দিন অনেক কেটে,
অলস-বেলার খেলার সাথী
এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা-কাজের ডাক প'ড়েছে
কেন যে তা কেইবা জানে?

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।
তীরে ব'সে যায়-যে বেলা
মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত-যে গেল স'রে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি॥

জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে
ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্ম্মরিয়ে ঝরে পাতা
বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস্?
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি'॥

যেদিন ফুট্‌লো কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তা'রে আনি নাই
সে-যে রইলো সঙ্গোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়,
স্বপন দেখে চ'ম্‌কে উঠে' চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে॥

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তা'র উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয়-উপবনে॥

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর-যে
মেলে না তোর আঁখি,
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে
জানিস্‌নে তুই তা কি।
ওরে অলস, জানিস্‌নে তুই তা কি?
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস্‌ না গো॥

কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো
দিস্‌নে তা'রে ফাঁকি।
জাগো এবার জাগো
বেলা কাটাস্‌ না গো॥

প্রখর রবির তাপে
না হয় শুষ্ক গগন কাঁপে,

না হয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে
দিক্ চারিদিক্ ঢাকি'।
পিপাসাতে দিক্ চারিদিক্ ঢাকি'।

মনের মাঝে চাহি'
দেখ্ রে আনন্দ কি নাহি ?
পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরী
বাজ্‌বে তোরে ডাকি'।
মধুর সুরে বাজ্‌বে তোরে ডাকি'।
জাগো এবার জাগো
বেলা কাটাস্ না গো॥

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তা'রে রাখ্‌তে নারি টানি'।

আমার রইলো না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচ্‌লো গো সাজসজ্জা,
তুমি দেখ্‌লে আমারে
এমন প্রলয়-মাঝে আনি',
আমায় এমন মরণ হানি'॥

হঠাৎ আকাশ উজলি'
কা'রে খুঁজে কে ঐ চলে।

চমক লাগায় বিজুলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ গগন জুড়ে'
আমার যাক্ সকলি উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক আমার প্রাণের বাণী,
কোনো বাঁধন নাহি মানি'॥

তুমি একটু কেবল ব'স্‌তে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ ক'র্‌বো পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে' বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে॥

বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এলো আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাবো নীরব অবসরে॥

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হ'লো রে
আমার পথ হ'লো সুন্দর।
কী নিয়ে বা যাবো সেথা
ওগো তোরা ভাবিস্‌নে তা,
শূন্য হাতেই চ'ল্‌বো, বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর॥

মালা প'রে যাবো মিলন-বেশে
আমার পথিক-সজ্জা নয়।
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে
মনে রাখিনে সেই ভয়।
যাত্রা যখন হবে সারা
উঠবে জ্ব'লে সন্ধ্যাতারা,
পূরবীতে করুণ বাঁশরী
দ্বারে বাজ্‌বে মধুর স্বর॥

কে গো অন্তরতর সে?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে॥

সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধা-সরসে।
কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম ল'য়ে
নিতি নিতি রস বরষে॥

আমারে তুমি অশেষ ক'রেছো
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভ'রেছো
জীবন নব নব।
কত-যে গিরি কত-যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি' ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কবো॥

তোমারি ঐ অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে
উথলি' উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি'
দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী,
হ'লো না সারা কত না যুগ ধরি',
কেবলি আমি লবো॥

হার-মানা হার পরাবো তোমার গলে।
দূরে রবো কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে ॥

শতদল-দল খুলে' যাবে থরে থরে
লুকানো র'বে না মধু চিরদিন তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি',
কিছুই সেদিন কিছুই র'বে না বাকি
পরম মরণ লভিব চরণতলে ॥

এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহিরে মোর নাহিরে।
যে-পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপন হ'তে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য্য ছুটে
সে-পথতলে পড়িব লুটে,
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে।
এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে ॥

তোমার ছায়া পড়ে-যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।

জলের ঢেউ তরল তানে
সে-ছায়া ল'য়ে মাতিল গানে ;
ঘিরিয়া তা'রে ফিরিব তরী বাহি' রে ॥

যে-বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে।
তাকায়ে রবো দ্বারের পানে,
সে-তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াবো গান গাহি' বে !
এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে ॥

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই,
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি
রাখি না আর ঘরের দাবী,
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই,
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই ॥

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তা'র বেশী।
প্রভাত হ'য়ে এসেছে রাতি,
নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
প'ড়েছে ডাক চ'লেছি আমি তাই,
সবারে আমি প্রণাম ক'রে যাই ॥

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
সুরটি মেলাতে।
আকাশে ঐ অরুণ রাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলো-ছায়ার
মায়ার খেলাতে॥

নীলিমা এই নিলীন হ’লো
আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হ’তে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ঐ
মেঘের ভেলাতে॥

———

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো—আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো—আরো দাও স্থান।
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পূরে’
তুমি আরো আরো—আরো দাও তান॥

আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে।
সুধা-ধারে আপনারে
তুমি আরো আরো—আরো করো দান॥

তোমারি নাম ব'ল্‌বো নানা ছলে।
ব'ল্‌বো একা ব'সে, আপন
মনের ছায়াতলে।
ব'ল্‌বো বিনা ভাষায়,
ব'ল্‌বো বিনা আশায়,
ব'ল্‌বো মুখের হাসি দিয়ে,
ব'ল্‌বো চোখের জলে॥

বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাক্‌বো তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
ব'ল্‌তে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে॥

অসীম ধন তো আছে তোমার
তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে
কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমার রতনমণি
আমায় ক'র্‌লে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাকো
র'য়েছি দ্বার এঁটে॥

আমায় তুমি ক'র্‌বে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে,
বিশ্বভুবন মাত্‌লো-যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে,
নাম্‌বে ধূলা-পথে,
যুগ-যুগান্ত আমার সাথে
চ'ল্‌বে হেঁটে হেঁটে॥

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
প'র্‌তে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়্‌তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ-যে রোধ করে,
সুর তো নাহি সরে,
ঐ দিকে-যে মন প'ড়ে রয়
মন লাগে না কাজে।

তাই তো ব'সে আছি।
এ-হার তোমায় পরাই যদি
তবে আমি বাঁচি।
ফুলমালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে,
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ
মণিমালার লাজে॥ ,,

ভোরের বেলায় কখন্ এসে
পরশ ক'রে গেছো হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে॥

মনে হ'লো আকাশ যেন
কইলো কথা কানে কানে।
মনে হ'লো সকল দেহ
পূর্ণ হ'লো গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুট্‌লো পূজার ফুলের মতো,
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে॥

প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে।
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।
দুঃখকে আজ কঠিন ব'লে
জড়িয়ে ধ'রতে বুকের তলে
উধাও হ'য়ে হৃদয় ছুটেছে।
প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে॥

হেথায় কারো ঠাঁই হবে না
মনে ছিল এই ভাবনা,
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন ক'রে আপনাকে-যে
রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধূলায় লুটেছে।
প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে॥

জীবন যখন ছিল ফুলের মত
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত॥
বসন্তে সে হ'তো যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু-চারটে তা'র পাতা,
তবুও যে তা'র বাকি রইতো কত॥

আজ বুঝি তা'র ফল ধ'রেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তা'র সময় হ'লো এবে
পূর্ণ ক'রে আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত॥

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে-সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে-সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশীতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে,—
সেই সুরে মোরে বাজাও।

সাজাও আমারে সাজাও।
যে-সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে-ছন্দে
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে-সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও॥

জানি গো দিন যাবে
এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ-বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজ্‌বে বেণু,
নদীর কূলে চ'র্‌বে ধেনু,
আঙিনাতে খেল্‌বে শিশু,
পাখীরা গান গাবে।

তবুও দিন যাবে
এ দিন যাবে ॥

তোমার কাছে আমার
এ মিনতি।
যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিলো কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী ?
কেন নিশার নীরবতা
শুনিয়েছিলো তারার কথা,
পরাণে ঢেউ তুলেছিলো
কেন দিনের জ্যোতি ?
তোমার কাছে আমার এই মিনতি ॥

সাঙ্গ যবে হবে
ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে
থাম্‌তে পারি শমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
ভ'র্‌তে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা ॥

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা।
কতবার-যে নিব্‌লো বাতি
গ'র্জ্জে এলো ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা॥

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজ্‌লো বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা॥

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভ'রে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে?

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে ?
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল হেন,
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে।

নিত্য তোমার যে-ফুল ফোটে ফুল-বনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না ?
নিত্য-সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না ?

বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে-যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না ?

আকাশে ধায় রবি-তারা-ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেম্নি ক'রে সুধাসাগরসন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না ?

পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেম্নি ক'রে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না ?

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখো থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহ-বীণার তার
বাজাক্ আনন্দে তোমার
নামেরি ঝঙ্কার।
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক্
নামের তারা তব
জাগরণের ভালে আঁকুক্
অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক্ শিখা,
সকল ভালোবাসায় তোমার
নামটি রহুক্ লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক্ ফ'লে,
রাখ্‌বো কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবন-পদ্মে সঙ্গোপনে
র'বে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।

———

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চ'লে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে-বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে
তুমি আমার কাছে এসেছো।
কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয় মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি
তুমি স্নেহের হাসি হেসেছো॥

ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে' কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে
তুমি আমায় ভালোবেসেছো।
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছো॥

লুকিয়ে আসো আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু।
লও-যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ॥
দুঃখ-রথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু,

তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ ॥
শত্রু আমারে করো গো জয়
তুমিই আমার বন্ধু,
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ ॥
বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে'
তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে
তুমি আমার আনন্দ ॥

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথা থাকে?
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে?

যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে?
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারী
তখন পরাণ আমার কোন্ কোণে-যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে?

আমার　　সকল কাঁটা ধন্য ক'রে
　　　　　　ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার　　সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে
　　　　　　গোলাপ হ'য়ে উঠবে।
আমার　　অনেকদিনের আকাশ-চাওয়া
　　　　আস্‌বে ছুটে' দখিন্‌-হাওয়া
　　　　হৃদয় আমার আকুল ক'রে
　　　　　　সুগন্ধ ধন লুটবে।

আমার　　লজ্জা যাবে যখন পাবো
　　　　　　দেবার মতো ধন।
যখন　　রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
　　　　　　প্রাণের আরাধন।
আমার　　বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
　　　　পরশ তা'রে ক'র্‌বে এসে,
　　　　ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
　　　　　　চরণে তা'র লুটবে ॥

গাবো তোমার সুরে
　　দাও সে-বীণাযন্ত্র।
শুন্‌বো তোমার বাণী
　　দাও সে-অমর মন্ত্র ॥
ক'র্‌বো তোমার সেবা
　　দাও সে-পরম শক্তি,
চাইবো তোমার মুখে
　　দাও সে-অচল ভক্তি ॥

সইবো তোমার আঘাত
দাও সে-বিপুল ধৈর্য্য।
বইবো তোমার ধ্বজা
দাও সে-অটল স্থৈর্য্য ॥
নেবো সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
ক'র্‌বো আমায় নিঃস্ব
দাও সে-প্রেমের দান ॥
যাবো তোমার সাথে
দাও সে দখিন হস্ত,
ল'ড়্‌বো তোমার রণে
দাও সে-তোমার অস্ত্র।
জাগ্‌বো তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান।
ছাড়্‌বো সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ ॥ ৫

প্রভু, তোমার বীণা যেম্‌নি বাজে
আঁধার মাঝে
অম্‌নি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেম্‌নি ধারা ॥
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কী গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে !

তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠ্‌বে ভাসি'
চিত্ত-গগন-পারে ॥
তখন তোমারি সৌন্দর্য্যছবি
ওগো কবি,
আমায় প'ড়্‌বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ের র'বে না সীমা
ঐ মহিমা
আর যাবে না ঢাকা ॥
তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
প'ড়্‌বে আসি'
নবজীবন 'পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হবো
চির-দিনের তরে ॥

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ ল'য়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্ব্ব দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা ॥

চ'ল্‌ছে ভেসে মিলন আশা-তরী
অনাদিস্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি'
বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির-স্বয়ম্বরা ॥

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হ'লো উতলা।
বুকের 'পরে দোলে রে তা'র
পরাণ-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা ॥

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনম-ভরা
ব্যথা-অতলা।

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে।
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে।
তাকায় সকল লোকে
তখন দেখ্‌তে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাসো আপন আসনে॥

কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
যা শোনাবার আছে
গাবো ঐ চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হ'তে শোনে বা কেউ না শোনে॥

যদি জান্‌তেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম॥
কে-যে আমায় কাঁদায়, আমি
কী জানি তা'র নাম।
কোথায়-যে হাত বাড়াই মিছে,
ফিরি আমি কাহার পিছে,
সব যেন মোর বিকিয়েছে
পাইনি তাহার দাম॥

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধ'রে।
ভুবন ভ'রে আছে যেন
পাইনে জীবন ভ'রে।

সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তা'রে ক্ষণে ক্ষণে,
গভীর সুরে "চাইনে, চাইনে,
বাজে অবিশ্রাম ॥

বেসুর বাজে রে
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন মাঝে রে।
মেলে না সুর এই প্রভাতে
আনন্দিত আলোর সাথে,
সবারে সে আড়াল করে,
মরি লাজে রে ॥

থামা রে ঝঙ্কার।
নীরব হ'য়ে দেখ্ রে চেয়ে
দেখ্ রে চারিধার।
তোরি হৃদয় ফুটে আছে
মধুর হ'য়ে ফুলের গাছে,
নদীর ধারা ছুটেছে ঐ
তোরি কাজে রে ॥

তুমি জানো ওগো অন্তর্যামী,
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধ্‌লো নাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা,

তবু আমার মনে আছে আশা
তোমার পায়ে ঠেক্‌বে তা'রা স্বামী ॥

টেনেছিলো কতই কান্না-হাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হ'লো ফাঁসি।
শুধায় সবাই হতভাগ্য ব'লে
"মাথা কোথায় রাখ্‌বি সন্ধ্যা হ'লে ?"
জানি জানি নাম্‌বে তোমার কোলে
আপনি যেথায় প'ড়্‌বে মাথা নামি' ॥

—— ——

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলা-শেষের তান।
পথে চলি, শুধায় পথিক,
"কী নিলি তোর দান ?"
দেখাবো-যে সবার কাছে
এমন আমার কী-বা আছে ?
সঙ্গে আমার আছে শুধু
এই ক-খানি গান ॥

ঘরে আমার রাখ্‌তে-যে হয়
বহুলোকের মন।
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়,
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য ক'রে
ক'র্‌বো মূল্যবান্‌।

————

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
পʼড়েছে কার পায়ের চিহ্ন ?
তারি গলার মালা হʼতে
পাপ্‌ড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন।
এলো যখন সাড়াটি নাই,
গেল চʼলে জানালো তাই,
এমন কʼরে আমারে হায়
কে-বা কাঁদায় সে-জন ভিন্ন ॥

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো,
পথটি ছিল কুসুম-কীর্ণ।
বসন্ত-যে রঙীন্ বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।
সেদিন খবর মিল্‌লো না-যে,
রইনু বʼসে ঘরের মাঝে,
আজ্‌কে পথে বাহির হবো
বহিʼ আমার জীবন জীর্ণ।

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে,
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তাʼরে।
বাহুপাশের কাঙাল সে-যে,
চʼলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার
অভিসারে;

আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তা'রে ॥

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়,
বাজি সুরে
সেই গানের টানে পারো না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে-গান মম
ঝড়ের রাতের পাখী সম,
বাহির হ'য়ে এসো তুমি
অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তা'রে ॥

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।
তা'র বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুন দিনের সকালে।

গানটি তোমার চ'লে এলো আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন ক'রে দিলে জুড়ে',
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুন দিনের সকালে ॥

এত আলো জ্বালিয়েছো এই গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন ক'রে
ফেলো আমার মুখের 'পরে
আপনি থাকো আলোর পিছনে॥

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কী উৎসবের লগনে—
সব আলো তা'র কেমন ক'রে
পড়ে তোমার মুখের 'পরে
আপনি পড়ি আলোর পিছনে॥

যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙ্‌লো ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব-যে হ'য়ে গেল কালো,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশপানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে॥

অন্ধকারে রইনু প'ড়ে
স্বপন মানি'।
ঝড়-যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি?

সকাল বেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি,
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারি
বুকের 'পরে ॥

———

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক্ ঝ'রে পড়ুক্ ঝ'রে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক্ প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক্ প্রাণে,
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে, দুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক্ ঝ'রে পড়ুক্ ঝ'রে ॥

যে-শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক্ জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক্ ঝ'রে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে ভুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক্ ঝ'রে পড়ুক্ ঝ'রে ॥

———

তোমার কাছে শান্তি চাবো না
থাক্ না আমার দুঃখ ভাবনা ॥
অশান্তির এই দোলার 'পরে
ব'সো ব'সো লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা ॥

নেবে নিবুক্ প্রদীপ বাতাসে—
ঝড়ের কেতন উড়ুক্ আকাশে,
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা ॥

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাইনে তোমারে ॥
বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হ'য়ে মোর
হৃদয়-মাঝারে ॥

তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা-যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায়
সকাল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি
বাজাবে গো আপনি আসি',
আনন্দময় নীরব রাতের
নিবিড় আঁধারে ॥

আমায় ভুল্‌তে দিতে নাইকো তোমার ভয়।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার
প্রেমের তো নাই ক্ষয়॥
দূরে গিয়ে বাড়াই-যে ঘুর,
সে-দূর শুধু আমারি দূর—
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়॥

আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপ্‌ড়ি নাহি খোলে,
তোমার বসন্তবায় নাই কিগো তাই ব'লে?
এই খেলাতে আমার সনে
হার মানো-যে ক্ষণে ক্ষণে,
হারের মাঝে আছে তোমার জয়॥

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।
আমি ধূলায় ব'সে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম ব'লে
যেমন খুসি এলেম চ'লে,
ভয় করিনি তোমায় আমি
অন্ধকারে॥

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস্‌ নি-যে
ফিরে যা রে।"

ফেরার পন্থা বন্ধ ক'রে
আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে॥

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভ'রে ওঠে,
দুয়ার খুলে' চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি॥

সকাল সাঁঝে সুর-যে বাজে
ভুবনজোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার
তরী আসে আমার ঘাটে।
শুনবো কী আর বুঝবো কী-বা,
এই তো দেখি রাত্রি দিবা,
ঘরেই তোমার আনাগোনা,
পথে কি আর তোমায় খুঁজি?

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
আমার বাড়ি।
কেউবা আসে এ পারে, কেউ
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।
পথিকেরা বাঁশি ভ'রে
যে-সুর আনে সঙ্গে ক'রে
তাই-যে আমার দিবানিশি
সকল পরাণ লয় রে কাড়ি' ॥

কার কথা-যে জানায় তা'রা
জানিনে তা।
হেথা হ'তে কী নিয়ে বা
যায় রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি
তাই শুনে-যে উদাস হিয়া
চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি' ॥

জীবন আমার চ'ল্‌ছে যেমন
তেম্‌নি ভাবে,
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে
চ'লে যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে
দেখা হবে সবার সাথে
তাদের আমি চাবো, তা'রা
আমায় চাবে ॥

জীবন আমার পলে পলে
এম্‌নি ভাবে
দুঃখ সুখের রঙে রঙে
রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে
খেলে যে-জন সবার সাথে
তা'রে আমি চাবো, সে-ও
আমায় চাবে॥

হাওয়া লাগে গানের পালে,
মাঝি আমার ব'সো হালে।
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে
জীবন-তরী ঢেউয়ে নাচে
এই বাতাসের তালে তালে॥
মাঝি, এবার ব'সো হালে॥

দিন গিয়েছে এলো রাতি,
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথী।
কাটো বাঁধন দাও গো ছাড়ি',
তারার আলোয় দেবো পাড়ি,
সুর জেগেছে যাবার কালে॥
মাঝি, এবার ব'সো হালে॥

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল-যে ফোটে,
তেম্‌নি ক'রেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে ॥

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হ'য়ে।
আলো অন্ধকারের তীরে,
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে ॥

আরো চাই যে, আরো চাই গো—
আরো-যে চাই।
ভাণ্ডারী-যে সুধা আমায়
বিতরে নাই।
সকাল বেলার আলোয়-ভরা
এই-যে আকাশ-বসুন্ধরা
এরে আমার জীবন-মাঝে
কুড়ানো চাই—
সকল ধন-যে বা'ইরে আমার
ভিতরে নাই।
ভাণ্ডারী-যে সুধা আমায়
বিতরে নাই ॥

প্রাণের বীণায় আরো আঘাত
আরো-যে চাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে-যে
শিহরে নাই।
দিন-রজনীর বাঁশি পূরে'
যে-গান বাজে অসীম সুরে,
তা'রে আমার প্রাণের তারে
বাজানো চাই।
আপন গান-যে দূরে তাহার
নিয়ড়ে নাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে-যে
শিহরে নাই॥

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে।
যত তোমায় ডাকি, আমার
আপন হৃদয় জাগে।
শুধু তোমায় চাওয়া
সে-ও আমার পাওয়া,
তাই তো পরাণ পরাণপণে
হাত বাড়িয়ে মাগে॥

হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস্ পিছে।
লাগ্‌লে সেবায় অশক্তি তোর
আপনি হবে মিছে।

পথ দেখাবার তরে
যাবো কাহার ঘরে,
যেম্‌নি আমি চলি, তোমার
প্রদীপ চলে আগে ॥

তুমি-যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখ্‌ছো মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেল্‌বো যবে
তোমার ওই চেয়ে-দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে ॥

ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সে-দিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা ;
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচ্‌লে পরে ॥

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝ্‌তে নারি কখন্ তুমি দাও-যে ফাঁকি।
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হ'তে পাইনে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি' তোমায় ঢাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি ॥

দেখ্‌বো ব'লে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।
কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়,
পাত্‌বো আসন আপন মনের একটি কোণায়,
সরল প্রাণে নীরব হ'য়ে তোমায় ডাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি॥

হে অন্তরের ধন,
তুমি-যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন।
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী,
কোথায়-যে বাহিরে আমি
ঘুরি সকল ক্ষণ॥

হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশি নানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হ'লো বসন্তের এই
দখিন সমীরণ॥

তুমি-যে এসেছো মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।
নহিলে ফুলে কিসের রং লেগেছে,
গগনে কোন্‌ গান জেগেছে
কোন্‌ পরিমল পবনে?

দিয়ে দুঃখ-সুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে ॥

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ঐ চরণেতে,
আপনাকে-যে দেবো তবু
বাড়্‌বে দেনা ॥

আমারে-যে নাম্‌তে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চ'ল্‌বে বেড়ে দিনে রাতে,
আপ্‌না নিয়ে ক'র্‌বো যতই
বেচা কেনা ॥

বলো তো এই বারের মতো
প্রভু, তোমার আঙিনাতে
তুলি আমার ফসল যত।
কিছু বা ফল গেছে ঝ'রে
কিছু বা ফল আছে ধ'রে
বছর হ'য়ে এলো গত।
রোদের দিনে ছায়ায় ব'সে
বাজায় বাঁশি রাখাল যত॥

হুকুম তুমি করো যদি
চৈত্র হাওয়ায় পাল তুলে দিই,
ঐ যে মেতে ওঠে নদী।
পার ক'রে নিই ভরা তরী,
মাঠের যা কাজ সারা করি'
ঘরের কাজে হই গো রত।
এবার আমার মাথার বোঝা
পায়ে তোমার করি নত॥

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাবো না গো যাবো না-যে,
থাক্‌বো প'ড়ে ঘরের মাঝে
এই নিরালায় রবো আপন কোণে।
যাবো না এই মাতাল সমীরণে॥

আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছ্‌তে হবে মোরে।

আমারে-যে জাগ্‌তে হবে,
কী জানি সে আস্‌বে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাবো না এই মাতাল সমীরণে॥

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই-যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু॥

কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলা-ঘরে,
পাখীর মুখে এই-যে খবর পেনু॥

সকাল সাঁজে
ধায় যে ওরা নানা কাজে।
আমি কেবল ব'সে আছি
আপন মনে কাঁটা বাছি
পথের মাঝে;
সকাল সাঁজে॥

এ পথ বেয়ে
সে আসে তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে,
কতই ধূলা লাগে গায়ে,
মরি লাজে ;
সকাল সাঁজে ॥

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল
সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে ?

আঁধারের তারা যত অবাক্ হ'য়ে
রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া
বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠ্‌লো ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কী গুণ আছে
কে জানে ॥

আমায় বাঁধ্‌বে যদি কাজের ডোরে,
কেন পাগল করো এমন ক'রে ?
বাতাস আনে কেন জানি
কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরাণখানি দেয়-যে ভ'রে।
পাগল করে এমন ক'রে॥

সোনার আলো কেমনে হে
রক্তে নাচে সকল দেহে।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয়-যে হ'রে।
পাগল করে এমন ক'রে॥

———

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুক্‌নো ধুলো যত ?
কে জানিত আস্‌বে তুমি গো
অনাহূতের মতো ?
তুমি পার হ'য়ে এসেছো মরু,
নাই-যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়,
এমন ভাগ্যহত !

তখন আলসেতে ব'সেছিলেম আমি
আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই-যে তোমায় কত ব্যথা
বাজ্‌বে পায়ে পায়ে।

তবু ঐ বেদনা আমার বুকে
বেজেছিলো গোপন দুখে,
দাগ দিয়েছে মর্ম্মে আমার
গভীর হৃদয়-ক্ষত ॥

—— —

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখ্‌তে আমি পাইনি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি
হৃদয়-পানেই চাইনি।
আমার সকল ভালোবাসায়
সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে,
তোমার কাছে যাইনি ॥

তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে
ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম,
কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি' গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ-সুখের গানে
সুর দিয়েছো তুমি, আমি
তোমার গান তো গাইনি ॥

——

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু-যে
বাঁশিতে সে-গান খুঁজে'।
প্রেমেরে বিদায় ক'রে দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পূজে'?
বনে তোর লাগাস্ আগুন
তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তোর ভস্ম 'পরে মরিস্ যুঝে॥

ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
কী লাগি' ফিরিস্ পথে দিবারাতি,
যে-আলো, শত ধারায় আঁখি-তারায় পড়ে ঝ'রে
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে॥

কেন তোমরা আমায় ডাকো, আমার
মন না মানে।
পাইনে সময় গানে গানে।
পথ আমারে শুধায় লোকে,
পথ কি আমার পড়ে চোখে?
চলি-যে কোন্ দিকের পানে,
গানে গানে॥

দাও না ছুটি, ধরো ত্রুটি, নিইনে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ-যে কুসুম-ফোটার বেলা,
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে॥

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন প'ড়্‌বে ফেটে।
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তা'রে আমার ব'লে ছলে বলে
কে বলো আর রাখ্‌বে এঁটে॥

আমারে নিখিল ভুবন দেখ্‌ছে চেয়ে
রাত্রি-দিবা।
আমি কি জানিনে তা'র অর্থ কিবা?
তা'রা-যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে ব'সে গো,
তা'রেই প্রকাশ করি, আপনি মরি,
তবে আমার দুঃখ মেটে॥

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তা'রে ঐ নয়নের
আলোক হানি'।
সে-যে দিনের বেলায় ক'র্‌বে খেলা হাওয়ায় দুলে,'
রাতের অন্ধকারে নেবে তা'রে বক্ষে তুলে';
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুট্‌বে বাণী॥

আমার বীণাখানি প'ড়্‌ছে আজি
সবার চোখে।

হেরো তারগুলি তা'র দেখ্‌ছে গুণে'
সকল লোকে !
ওগো কখন্ সে-যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তা'র উঠ্‌বে বেজে করুণ রবে ;
যখন তুমি তা'রে বুকের 'পরে
লবে টানি' ॥

তোমার আনন্দ ঐ এলো দ্বারে
এলো এলো এলো গো । (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধূলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো ।
পথে সেচন করো গন্ধবারি
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ঐ এলো দ্বারে
এলো এলো এলো গো ।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তা'র
ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো ॥

তোমার সকল ধন-যে ধন্য হ'লো হ'লো গো ।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
ঘরের দুয়ার খোলো গো ।
হেরো রাঙা হ'লো সকল গগন
চিত্ত হ'লো পুলক-মগন,
তোমার নিত্য আলো এলো দ্বারে
এলো এলো এলো গো ।
তোমার পরাণ-প্রদীপ তুলে ধরো
ঐ আলোতে জ্বেলো গো ॥

তা'র অন্ত নাই গো, যে-আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তা'র অণু-পরমাণু পেলো কত আলোর সঙ্গ
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
তা'রে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।
তা'রে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তা'র স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রস-ধারায় কতই হ'লো মগ্ন,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
কত শুক্‌তারা-যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত-যে ঢেলেছে তা'র অকারণের হর্ষ,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় ক'রেছে তা'য় ধন্য,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে-যে কত প্রদীপ জ্বাল্‌লো,
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি,
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে॥

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠ্‌বে ফুটে' ফুটে'।

এখন সে যে আমার বীণা, হ'তেছে তার বাঁধা,
বাজ্‌বে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে ॥

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও-যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেবো তখন তা'রা আমার হবে।
সব দিতে হবে।

এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হ'লো অঙ্গ মম,
ধন্য হ'লো অন্তর,
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌লো ফুটি',
হৃদ্‌গগনে পবন হ'লো
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর ॥

এই তোমারি পরশ-রাগে
চিত্ত হ'লো রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রইলো প্রাণে সঞ্চিত।

তোমার মাঝে এমনি ক'রে
নবীন করি' লও-যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর,
জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর ॥

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য্যতারা দলে দলে ;
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু
চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুল্‌ছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় ক'রেছে ফুলে ফলে ॥

সকালবেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে,
আঁধার হ'লে সাঁঝের সুরে
ফিরিয়ে আনো আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হ'লে ?

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষ ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে॥

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

———

এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে
হাসিতে আকাশ ভরিলে॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি' রাখে যাহা কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে॥

ভেবেছিলো চির-কাঙাল সে এই ভুবনে ;
　　কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে
দিন-শেষে এলো তোমার আলয়ে,
আধেক আসনে তা'রে ডেকে ল'য়ে
　　নিজ মালা দিয়ে বরিলে ॥

সন্ধ্যা হ'লো গো—
　　ওমা, সন্ধ্যা হ'লো বুকে ধরো !
অতল কালো স্নেহের মাঝে
　　ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো ॥
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো,
সব-যে কোথায় হারিয়েছে গো,
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
　　আঁধার-মাঝে হোক্ না জড়ো ॥

আর আমারে বাইরে তোমার
　　কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক্ আমার
　　জীবন-সাঁজের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'
কেবল তুমি, কেবল তুমি !
আমার ব'লে যা আছে, মা,
　　তোমার ক'রে সকল হরো ॥

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ?
সে-সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা ভ'রে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধ'রে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে
পাখীরা পাখায় তা'রে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে-যে ঐ দুঃখশিখায় উঠ্‌লো জ্ব'লে
সে-যে ঐ অশ্রুধারায় প'ড়্‌লো গ'লে।
সে-যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হ'তে
বহিল মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।
সে-যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে॥

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছো,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছো,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল-আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার।

এই স্তব্ধ তারার মৌন-মন্ত্র ভাষণে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই কর্ম্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কাব।

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌লো
বক্ষেব দবজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌লো।

মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায়,
অর্পিনু হাতে তাঁর,
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।

বহুদিন বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিট্‌লো সে পবশের
তিয়াষা।

এতদিনে জান্‌লেম
যে-কাঁদন কাঁদ্‌লেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য॥

বাধা দিলে বাধ্‌বে লড়াই,
ম'র্‌তে হবে।
পথ জুড়ে কি ক'র্‌বি বড়াই?
স'র্‌তে হবে।

লুঠ-করা ধন ক'রে জড়ো
কে হ'তে চাস্ সবার বড়ো,
এক নিমেষে পথের ধূলায়
প'ড়্‌তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
ন'ড়্‌তে হবে।

নীচে ব'সে আছিস্ কে রে
কাঁদিস্ কেন?
লজ্জা-ডোরে আপ্‌নাকে রে
বাঁধিস্ কেন?

ধনী-যে তুই দুঃখ-ধনে
সেই কথাটি রাখিস্ মনে,

ধূলার 'পরে স্বর্গ তোমায়
গ'ড়্‌তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
ল'ড়্‌তে হবে॥

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি
সেথায় চরণ পড়ে
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই তো আমার সকল পরাণ
কাঁপ্‌ছে ব্যথার ভরে গো
কাঁপ্‌ছে থরথরে।

ব্যথা-পথের পথিক তুমি,
চরণ চলে ব্যথা চুমি',
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধ'রে।

নয়নজলের বন্যা দেখে
ভয় করিনে আর,
আমি ভয় করিনে আর।
মরণ-টানে টেনে আমায়
করিয়ে দেবে পার,
আমি ত'রবো পারাবার।

ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে
বইছে আজি তোমার পানে,
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি'
ঠেক্‌বো চরণ-'পরে,
আমি বাঁচ্‌বো চরণ ধ'রে ॥

আলো-যে
যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পূব-গগনে
সোনার রেখা ;

এবারে ঘুচ্‌লো কি ভয় ?
এবারে হবে কি জয় ?
আকাশে হ'লো কি ক্ষয়
কালীর লেখা ?

কারে ঐ
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায় একা ?

ওরে তুই সকল ভুলে'
চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে',—
নীরবে চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা ॥

ও নিঠুর, আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে?
তুমি মর্ম্মে আমায়
মার্‌বে হিয়ার কাছে?

আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি
আঁচল দিয়ে মুখ-যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে॥

মারকে তোমার
ভয় ক'রেছি ব'লে
তাই তো এমন
হৃদয় ওঠে জ্ব'লে।

যেদিন সে-ভয় ঘুচে যাবে
সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে,
মরণকে প্রাণ বরণ ক'রে বাঁচে॥

সুখে আমায় রাখ্‌বে কেন,
রাখো তোমার কোলে;
যাক্ না গো সুখ জ্ব'লে।

যাক্ না পায়ের তলার মাটি
তুমি তখন ধ'র্‌বে আঁটি',
তুলে নিয়ে দুলাবে ঐ
বাহু-দোলার দোলে।

যেখানে ঘর বাঁধ্‌বো আমি
আসে আসুক্‌ বান—
তুমি যদি ভাসাও মোরে
চাইনে পরিত্রাণ।

হার মেনেছি, মিটেছে ভয়,
তোমার জয় তো আমারি জয়,
ধরা দেবো, তোমায় আমি
ধ'র্‌বো-যে তাই হ'লে॥

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে
ক'রেছে নিষ্ঠুর।

তুমি ব'সে থাক্‌তে দেবে না-যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরাণ-মাঝে এমন কঠিন সুর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি' দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।

তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর॥

আঘাত ক'রে নিলে জিনে',
কাড়িলে মন দিনে দিনে।

সুখের বাধা ভেঙে ফেলে'
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে'।

তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।

বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমায় ছাড়্‌লে না-যে,
যখন আমার সব বিকালো
তখন আমায় নিলে কিনে'॥

ঘুম কেন নেই তোরি চোখে?
কে রে এমন জাগায় তোকে?

চেয়ে আছিস্‌ আপন মনে
ঐ-যে দূরে গগন-কোণে,
রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন
রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে।

রক্ত-শতদলের-সাজি
সাজিয়ে কেন রাখিস্‌ আজি?

কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে' দিলি দ্বারে,
জোড়-হাতে তুই ডাকিস্ কারে ?
প্রলয়-যে তোর ঘরে ঢোকে ॥

আমি-যে আর সইতে পারিনে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে।

হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারিনে।

আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্ম্মরে।

কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে-যে আর রইতে পারিনে।

পথ চেয়ে-যে কেটে গেল
কত দিনে রাতে।
আজ ধূলার আসন ধন্য ক'রে
ব'স্‌বে কি মোর সাথে ?

র'চ্‌বে তোমার মুখের ছায়া
চোখের জলে মধুর মায়া,
নীরব হ'য়ে তোমার পানে
চাইবো গো জোড় হাতে।

এরা সবাই কী বলে-যে
লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল
কী মাধুরীর ভার।

বাহুর ঘেরে তুমি মোরে
রাখ্‌বে না কি আড়াল ক'রে,
তোমার আঁখি চাইবে না কি
আমার বেদনাতে॥

আবার শ্রাবণ হ'য়ে এলে ফিরে,
মেঘ আঁচলে নিলে ঘিরে।

সূর্য্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয়-যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।

সকল আকাশ, সকল ধরা,
বর্ষণেরি বাণী-ভরা।

ঝরঝর ধারায় মাতি'
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে ॥

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক্ না হারা।

জীবন জুড়ে' লাগুক্ পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক্ হরষ,
তোমার রূপে মরুক্ ডুবে'
আমার দুটি আঁখিতারা।

হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আন্‌লে আবার।

ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি',
গলার হারে দোলাও তা'রে
গাঁথা তোমার ক'রে সারা॥

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হ'য়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।

তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণ-মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়ু
প'ড়ে থাকে তরুর তলে।

হৃদয়-মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তা'র চোখের চাওয়া
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে ॥

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে ?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে ?

শরৎ-আলোর আঁচল টুটে'
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছো এলোচুলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?

কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
পাকা ধানের তরাস লাগে
শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে।

জানি গো আজ হাহা-রবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে?

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে-যে বিষম ব্যথা;
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা।

এতদিন যা সঙ্গোপনে
ছিল তোমার মনে মনে
আজকে আমার তারে তারে
শুনাও সে বারতা।

আর বিলম্ব ক'রো না গো
ঐ-যে নেবে বাতি।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী
র'য়েছে কান পাতি'।

বাঁধলে যে-সুর তারায় তারায়
অন্ত-বিহীন অগ্নি-ধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা।

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন
পুণ্য করো
দহন-দানে।
আমার এই
দেহখানি
তুলে ধরো,
তোমার ঐ
দেবালয়ের
প্রদীপ করো,
নিশিদিন
আলোক-শিখা
জ্বলুক্ গানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে॥
আঁধারের
গায়ে গায়ে
পরশ তব
সারা রাত
ফোটাক্ তারা
নব নব।
নয়নের
দৃষ্টি হ'তে
ঘুচ্‌বে কালো,

যেখানে
পড়্‌বে সেথায়
দেখ্‌বে আলো,
ব্যথা মোর
উঠবে জ্ব'লে
ঊর্দ্ধ পানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে ॥

হৃদয় আমার প্রকাশ হ'লো
অনন্ত আকাশে।
বেদন-বাঁশী উঠ্‌লো বেজে
বাতাসে বাতাসে।
এই-যে আলোর আকুলতা
আমারি এ আপন কথা,
উদাস হ'য়ে প্রাণে আমার
আবার ফিরে আসে ॥
বাইরে তুমি নানা বেশে
ফেরো নানান্ ছলে;
জানিনে তো আমার মালা
দিয়েছি কার গলে।
আজ কী দেখি পরাণ-মাঝে,
তোমার গলায় সব মালা-যে,

সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে
গভীর সর্ব্বনাশে।
সেই কথা আজ প্রকাশ হ'লো
অনন্ত আকাশে ॥

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই ক'রে নেবে জিতে'
পরাণটি তোমার।
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার ॥
মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌ছে জীবন-মাঝে,
ও-যে আস্‌ছে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফির্‌বে না রে,
যা আছে সব একেবারে
ক'র্‌বে অধিকার।
ও-যে ভেঙেছে তোর দ্বার ॥

পথ দিয়ে কে যায় গো চ'লে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়॥
পূর্ণিমাতে সাগর হ'তে
ছুটে এলো বান,
আমার লাগ্‌লো প্রাণে টান।
আপন মনে মেলে' আঁখি
আর কেন বা প'ড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়?
আমার ঘরে থাকাই দায়॥

———

এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা।

এরি গোপন হৃদয়-'পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।

বিরহী তোর সেইখানে-যে
একলা ব'সে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।

দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিল্‌বে তবে
সুধায় সুধায় ভরা ॥

যে থাকে থাক্‌ না দ্বারে,
যে যাবি যা না পারে।

যদি ঐ ভোরের পাখী
তোরি নাম যায় রে ডাকি',
একা তুই চ'লে যা রে।

কুঁড়ি চায়, আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে।

ফোটা ফুল চায় না নিশা,
প্রাণে তা'র আলোর তৃষা,
কাঁদে সে অন্ধকারে ॥

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুক্‌রো ক'রে কাছি
ডুব্‌তে রাজি আছি
আমি ডুবতে রাজি আছি।

সকাল আমার গেল মিছে,
বিকেল-যে যায় তারি পিছে ;
রেখো না আর, বেঁধো না আর
কূলের কাছাকাছি ॥
মাঝির লাগি' আছি জাগি'
সকল রাত্রিবেলা,
ঢেউগুলো-যে আমায় নিয়ে
করে কেবল খেলা।
ঝড়কে আমি ক'র্‌বো মিতে,
ড'র্‌বো না তা'র ভ্রূকুটিতে ;
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি
তুফান পেলে বাঁচি ॥

শুধু তোমার বাণী নয় গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন ক'রে মেটাবো-যে
খুঁজে না পাই দিশা।
এ আঁধার-যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

হৃদয় আমার চায়-যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তা'র
যা-কিছু সঞ্চয়।

হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে,
ধ'র্‌বো তা'রে, ভ'র্‌বো তা'রে,
রাখ্‌বো তা'রে সাথে,—
একলা পথের চলা আমার
ক'র্‌বো রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো॥

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।

শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে,
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি'।

মাণিক-গাঁথা ঐ-যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।

কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়্‌না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলি-বনের বুক-যে ওঠে আন্দোলি'॥

ও আমার মন যখন জাগ্‌লি না রে
তোর মনের মানুষ এলো দ্বারে।
তা'র চ'লে যাবার শব্দ শুনে'
ভাঙ্‌লো রে ঘুম—
ও তোর ভাঙ্‌লো রে ঘুম অন্ধকারে।

মাটির 'পরে আঁচল পাতি'
একলা কাটে নিশীথ রাতি,
তা'র বাঁশী বাজে আঁধার-মাঝে
দেখি না-যে চক্ষে তা'রে।

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তা'রে পায় কি আঁখি?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে
ঘরের বাহির কর্‌লি যারে?

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।

মোর দুঃখ-যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে-যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মোর ত্যাগে-যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে-যে তোমার পরিচয়।

মোর ধৈর্য্য তোমার রাজ-পথ
সে-যে লঙ্ঘিবে বন পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়॥

এবার আমায় ডাক্‌লে দূরে
সাগর-পারের গোপন পুরে।

বোঝা আমার নামিয়েছি-যে,
সঙ্গে আমায় নাও গো নিজে,
স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ সুধা
পান করাবে তৃষ্ণাতুরে।

আমার সন্ধ্যা-ফুলের মধু
এবার-যে ভোগ ক'র্‌বে বঁধু।

তারার আলোর প্রদীপখানি
প্রাণে আমার জ্বাল্‌বে আনি',
আমার যত কথা ছিল
ভেসে যাবে তোমার সুরে॥

নাই বা ডাকো, রইবো তোমার দ্বারে;
মুখ ফিরালে ফির্‌বো না এইবারে।

ব'স্‌বো তোমার পথের ধূলার 'পরে
এড়িয়ে আমায় চ'ল্‌বে কেমন ক'রে ?
তোমার তরে যে-জন গাঁথে মালা
গানের কুসুম জুগিয়ে দেবো তা'রে।

রইবো তোমার ফসল-ক্ষেতের কাছে
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে।

জেগে রবো গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে।
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বালো
ব'সে রবো সেথায় অন্ধকারে ॥

না বাঁচাবে আমায় যদি
মার্‌বে কেন তবে ?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে ?
অগ্নি-বাণে তূণ-যে ভরা,
চরণ-ভরে কাঁপে ধরা,
জীবনদাতা মেতেছো-যে
মরণ-মহোৎসবে।

বক্ষ আমার এমন ক'রে
বিদীর্ণ-যে করো
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতরো ?

এই-যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ঐ মুকুটমণি,—
মরণ-দুখে জাগাবো মোর
জীবন-বল্লভে ॥

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার
ঝড়কে পেলেম সাথী।
আকাশ-কোণে সর্ব্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠ্‌ছে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে
ক'র্‌ছে মাতামাতি।

যে-পথ দিয়ে যেতেছিলেম
ভুলিয়ে দিল তা'রে,
আবার কোথা চ'ল্‌তে হবে
গভীর অন্ধকারে।
বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্ত্তা ক'বে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি ॥

মালা হ'তে খ'সে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধ'র্‌তে দাও গো ধ'র্‌তে দাও,
ঐ মাধুরী-সরোবরের নাই-যে কোথাও তল
হোথায় আমায় ডুব্‌তে দাও গো ম'র্‌তে দাও।
দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু, তোমার আপন হাতের টীকা
ললাটে মোর প'র্‌তে দাও গো প'র্‌তে দাও।
বহুক্ তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুক্‌নো পাতা মলিন কুসুম ঝ'র্‌তে দাও।
পথ জুড়ে' যা প'ড়ে আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের স'র্‌তে দাও গো স'র্‌তে দাও।
তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন,
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভ'রে, ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জীবন আমার ভ'র্‌তে দাও॥

যেতে যেতে চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়,
সবাই মিলে পথে চলা
হ'লো আমার দায়।
দুয়ার ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে,
দেয় না সাড়া হাজার ডাকে;
বাঁধন এদের সাধন-ধন,
ছিঁড়্‌তে-যে ভয় পায়।

আবেশ-ভরে ধূলায় প'ড়ে
কতই করে ছল,

যখন বেলা যাবে চ'লে
ফেল্‌বে আঁখি-জল।
নাই ভরসা, নাই-যে সাহস,
চিত্ত অবশ, চরণ অলস,
লতার মতো জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়॥

———

সেই তো আমি চাই,
সাধনা-যে শেষ হবে মোর
সে-ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।

এম্‌নি ক'রে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা।
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দু-হাত মেলি;
নিত্য দেওয়া ফুরায় না-যে
নিত্য নেওয়া তাই॥

———

শেষ নাহি-যে
শেষ কথা কে ব'ল্‌বে ?
আঘাত হ'য়ে দেখা দিল,
আগুন হ'য়ে জ্ব'ল্‌বে।
সাঙ্গ হ'লে মেঘের পালা
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হ'লে
নদী হ'য়ে গ'ল্‌বে।

ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চ'লে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে'
আপনি নূতন উঠ্‌বে ফুটে',
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে
মরণে ফল ফ'ল্‌বে॥

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচ্‌বে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন ক'রে মার্‌তে হবে।

জ্ব'ল্‌তে দে তোর আগুনটারে,
ভয় কিছু না করিস্‌ তা'রে,
ছাই হ'য়ে সে নিভ্‌বে যখন
জ্ব'ল্‌বে না আর কভু তবে।

এড়িয়ে তাঁরে পালাস্‌ না রে
ধরা দিতে হোস্‌ না কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল
দীর্ঘ করিস্‌ দুঃখটা তোর।
ম'র্‌তে ম'র্‌তে মরণটারে
শেষ ক'রে দে একেবারে,
তা'র পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি ল'বে॥

না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন—
সেখানে-যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।
ভেবেছিলি দিনের শেষে
তপ্ত পথের প্রান্তে এসে
সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে
সারাদিনের সকল কাঁদন।

না রে না রে হবে না তোর হবে না তা—
সন্ধ্যা-তারার হাসির নীচে
হবে না তোর শয়ন পাতা।

পথিক বঁধু পাগল ক'রে
পথে বাহির ক'র্‌বে তোরে,
হৃদয়-যে তোর ফেটে গিয়ে
ফুট্‌বে তবে তাঁর আরাধন ॥

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝ'র্‌বে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধ'র্‌বে ?
এই-যে আলো সূর্য্যে গ্রহে তারায়
ঝ'রে পড়ে শত লক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভ'র্‌বে।

তোমার ফুলে যে-রং ঘুমের মতো লাগলো
আমার মনে লেগে তবে সে-যে জাগ্‌লো।
যে-প্রেম কাঁপায় বিশ্ব-বীণায় পুলকে
সঙ্গীতে সে উঠ্‌বে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হ'র্‌বে ॥

না গো এই-যে ধূলা, আমার না এ।
তোমার ধূলার ধরার 'পরে
উড়িয়ে যাবো সন্ধ্যাবায়ে।
দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি'
র'চ্‌লে দেহ পূজার থালি,

শেষ আরতি সান্ন করে
ভেঙে যাবো তোমার পায়ে।

ফুল যা ছিল পূজার তরে
যেতে পথে ডালি হ'তে
অনেক-যে তা'র গেছে প'ড়ে।
কত প্রদীপ এই থালাতে
সাজিয়েছিলে আপন হাতে,
কত-যে তা'র নিব্‌লো হাওয়ায়
পৌঁছলো না চরণ-ছায়ে॥

এই কথাটা ধ'রে রাখিস্‌
মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে-পথ গেছে পারের পানে
সে-পথে তোর যেতেই হবে।
অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি'
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুসি হ'য়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ-যে তোরে খেতেই হবে।

পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি
ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে
দ'লে তোমায় যেতেই হবে।

সুখের আশা আঁক্‌ড়ে ল'য়ে
মরিস্‌নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে ॥

লক্ষ্মী যখন আস্‌বে তখন
কোথায় তা'রে দিবি রে ঠাঁই ?
দেখ্‌ রে চেয়ে আপন পানে
পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই ।
ফির্‌ছে কেঁদে প্রভাত-বাতাস,
আলোক-যে তোর ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে
শুধায় আজি নীরবে তাই ।

কত গোপন আশা নিয়ে
কোন্‌ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হ'তে
অমল কুঁড়ি উঠ্‌লো ভেসে ।
হ'লো না তা'র ফুটে ওঠা,
কখন্‌ ভেঙে প'ড়্‌লো বোঁটা,
মর্ত্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায়
সেই মাধুরী কোথা রে পাই ॥

ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে
আপনি জ্বালো
এই তো আলো—
এই তো আলো।
এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ,
এই তো পূজার পুষ্প-বিকাশ,
এই তো বিমল, এই তো মধুর,
এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো।

আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে
আপনি জ্বালো
এই তো আলো—
এই তো আলো।
এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি,
এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো॥

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা র'য়েছো নীরব শয়ন-'পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী,—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ।
জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি',
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

মিলাবো নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাবো এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ।
হৃদয়-পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

———

সহজ হ'বি, সহজ হ'বি,
ওরে মন, সহজ হ'বি,
কাছের জিনিষ দূরে রাখে
তা'র থেকে তুই দূরে র'বি ।
কেন রে তোর দু-হাত পাতা,
দান তো না চাই, চাই-যে দাতা,

সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল ল'বি।

সহজ হ'বি সহজ হ'বি
ওরে মন, সহজ হ'বি—
আপন বচন-রচন হ'তে
বাহির হ'য়ে আয় রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে
চেয়ে আছে প্রভাত-রবি॥

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে
ক'র্‌বে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায়?
আসুক্ নাকো গহন রাতি,
হোক্ না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
ক'র্‌বে তরী পার।

পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস্
মেঘে আকাশ ডোবা ;
আনন্দে তুই পূবের দিকে
দেখ্ না তারার শোভা।

সাথী যারা আছে তা'রা
তোমার আপন ব'লে
ভাবো কি তাই রক্ষা পাবে
তোমারি ঐ কোলে ?
উঠ্‌বে রে ঝড়, দুল্‌বে রে বুক,
জাগ্‌বে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
ক'র্‌বে তরী পার ॥

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন ক'রে ?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
গানের ঘোরে।
তেম্‌নি ক'রে আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগ্‌লো বুঝি
জীবন-'পরে।

বাজে ব'লেই বাজাও তুমি ;
সেই গরবে
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে
সকল স'বে।
বিষম তোমার বহ্নি-ঘাতে
বারেবারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথায় ভ'রে ॥

আলো-যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এলো মোর অঙ্গনে, কে জানে গো।
হৃদয় আমার উদাস ক'রে
কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
বাতাস আমায় আনন্দ-বাণ হানে গো।

দিগন্তের ঐ নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ-যে
বাহির হ'লো কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো ॥

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
ঐ গো বাজে
হৃদয়-মাঝে।
তোমার ঘরে নিশি ভোরে
আগল যদি গেল স'রে
আমার ঘরে রইবো তবে
কিসের লাজে?

অনেক বলা ব'লেছি, সে
মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চ'লেছি, সে
মিথ্যা চলা।
আজ যেন সব পথের শেষে
তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে,
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে
আপন কাজে?

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই-যে হিয়া থরথর
কাঁপে আজি এমনতরো
এই বেদনা ক্ষমা করো
ক্ষমা করো প্রভু।

এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু,
পিছন পানে তাকাই যদি কভু।
দিনের তাপে রৌদ্র-জ্বালায়
শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো
ক্ষমা করো প্রভু॥

আমার আর হবে না দেরি—
আমি শুনেছি ঐ বাজে তোমার ভেরী।
তুমি কি, নাথ, দাঁড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে?
মনে হয়-যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হ'তে
তোমায় যেন হেরি,
আমার আর হবে না দেরি।

আমার কাজ হ'য়েছে সারা,
এখন প্রাণে বাঁশী বাজায় সন্ধ্যাতারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্বাদের মালা নেবো কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি';—
আর হবে না দেরি॥

মেঘ ব'লেছে যাবো যাবো,
রাত ব'লেছে যাই ;
সাগর বলে, কূল মিলেছে
আমি তো আর নাই ।
দুঃখ বলে, রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে ;
আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই ।
ভুবন বলে, তোমার তরে
আছে বরণমালা ।
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা ।
প্রেম বলে-যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি' আছি জেগে ;
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই ॥

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হ'তে যেন জাগি
গানের সুরে ।
যেম্‌নি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে'
গানের সুরে ।

সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশী হ'তে ওঠে
গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি'
আকাশের আনন্দ-বাণী,
হৃদয়-মাঝে বেড়ায় ঘুরে'
গানের সুরে॥

আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাইরে দাঁড়া;
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।
এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক্ নেচে,
সকল পরাণ দিক্ না নাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।
বোস্ না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন ল'য়ে
অরুণ আলোর স্বর্ণ-রেণু-
মাখা হ'য়ে।
যেখানেতে অগাধ ছুটি
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া;
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া॥

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে।
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে।

রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচ্‌বে-যে,
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচ্‌বে-যে।
কাঁপ্‌বে তোমার আলো-বীণার তারে সে,
দুল্‌বে তোমার তারা-মণির হারে সে,
বাসনা তা'র ছ'ড়িয়ে গিয়ে লয় হবে॥

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিন্‌লো না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে-যে
ধরে তোমার চরণকে।
সবার নীচে ধূলার 'পরে
ফেলো যারে মৃত্যু-শরে
সে-যে তোমার কোলে পড়ে
ভয় কি বা তা'র পড়ন্‌কে?

আরামে যার আঘাত ঢাকা,
কলঙ্ক যার সুগন্ধ,

নয়ন মেলে' দেখ্‌লো না সে
রুদ্র মুখের আনন্দ।

ম'জ্‌লো না সে চোখের জলে,
পৌঁছলো না চরণ-তলে,
তিলে তিলে পলে পলে
ম'লো যে-জন পালঙ্কে॥

কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে',—
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পাল্‌টি তুলে'।
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে—
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠ্‌ছে দুলে'
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে'।

এবার, বীণা, তোমায় আমায়
আমরা একা।
অন্ধকারে নাইবা কারে
গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হ'তে যে-ফুল তোলে
সে-ফুল এ নয়।

বাতায়নের পাতা হ'তে যে-ফুল দোলে
সে-ফুল এ নয়।
দিশা-হারা আকাশ-ভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে' ॥

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছো,
কেমনে দিই ফাঁকি ?
আধেক ধরা প'ড়েছি গো,
আধেক আছে বাকি।
কেন জানি আপ্না ভুলে'
বারেক হৃদয় যায়-যে খুলে',
বারেক তা'রে ঢাকি,—
আধেক ধরা প'ড়েছি-যে
আধেক আছে বাকি।

বাহির আমার শুক্তি যেন
কঠিন আবরণ,—
অন্তরে মোর তোমার লাগি'
একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে
রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি ?
আধেক ধরা প'ড়েছি-যে
আধেক আছে বাকি ॥

সারা জীবন দিল আলো
　　　সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
　　　তোমার আশীর্ব্বাদ।
মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝ'রে,
সকল দেহে প্রভাত বায়ু
　　　ঘুচায় অবসাদ,—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
　　　তোমার আশীর্ব্বাদ।

তৃণ-যে এই ধূলার 'পরে
　　　পাতে আঁচলখানি,
এই-যে আকাশ চির-নীরব
　　　অমৃতময় বাণী,—
ফুল-যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই-যে ভুবন দিকে দিকে
　　　পূরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
　　　তোমার আশীর্ব্বাদ॥

আবার যদি ইচ্ছা করো
　　　আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো
　　　এই সাগরের তীরে।

আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন-নীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি;
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিম্বা
আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে॥

/ অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে?
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠ্‌বে জীবন ভ'রে।
জানি জানি আমার চেনা
কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্ন-হারা পথে আমায়
টান্‌বে অচিন্‌-ডোরে।

ছিল আমার মা অচেনা
নিল আমায় কোলে।

সকল প্রেমই অচেনা গো
তাই তো হৃদয় দোলে।
অচেনা এই ভুবন-মাঝে
কত সুরেই হৃদয় বাজে,
অচেনা এই জীবন আমার,
বেড়াই তারি ঘোরে॥

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে' দিল দ্বার?
আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা
সফল হ'লো কার?
কাহার অভিষেকের তরে
সোনার ঘটে আলোক ভ'রে,
উষা কাহার আশিষ বহি'
হ'লো আঁধার পার?

বনে বনে ফুল ফুটেছে,
দোলে নবীন পাতা,
কার হৃদয়ের মাঝে হ'লো
তাদের মালা গাঁথা?
বহু যুগের উপহারে
বরণ করি' নিল কারে?
কার জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার?

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রা-পথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে-জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তা'রে ডাকে অকূল নীরে
যার পরাণে লাগ্‌লো তোমার হাওয়া।
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে' সমুখ পানে যে চাহে
তা'র চাওয়া-যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না প'ড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি' মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে-যে তোমার পানে যাওয়া,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া॥

পথের সাথী, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো নমস্কার।

ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
ওগো দিন-শেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহো নমস্কার।

ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।

জীবন-রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার॥

অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো,
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে-ভালো
সেই তো তোমার ভালো।

পথের ধূলায় বক্ষ পেতে র'য়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।

সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি' বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।

বিশ্ব জনের পায়ের তলে ধূলিময় যে-ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি,
সেই তো আমার তুমি॥

ভেঙেছো দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক্ জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক্ জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক্ ক্ষয়।
তোমারি হউক্ জয়।

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দ্দয়,
তোমারি হউক্ জয়।
এসো নির্ম্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক্ জয়।
প্রভাতসূর্য্য, এসেছো রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণ-বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক্ জয়॥

যখন তোমায় আঘাত করি
তখন চিনি।
শত্রু হ'য়ে দাঁড়াই যখন
লও-যে জিনি'।
এ প্রাণ যত নিজের তরে
তোমারি ধন হরণ করে,
ততই শুধু তোমার কাছে
হয় সে ঋণী।

উজিয়ে যেতে চাই যতবার
গর্ব্বসুখে,
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ
পাই-যে বুকে।
আলো যখন আলস-ভরে
নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার
নিশীথিনী॥

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে!
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে।

আকাশ আমায় ভ'র্‌লো আলোয়,
আকাশ আমি ভ'র্‌বো গানে।
সুরের আবীর হান্‌বো হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জলাস্‌,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হ'লো রঙীন তানে।

দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না-যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।

ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস্ !
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে ।

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধ-ভরে তন্দ্রাহারা ।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা ।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হ'য়ে
আপন-হারা !
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তা'র,
বোঝে নিশার নীরব তারা ।

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্ম্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তা'র মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে॥

মোদের যেমন খেলা তেম্‌নি-যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই?
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

খেল্‌তে খেল্‌তে ফুটেছে ফুল,
খেল্‌তে খেল্‌তে ফল-যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্ব'লে-যে হয় ছাই।

আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,—মোদের
পাক্‌বে না চুল।
আমাদের ঝ'র্‌বে না ফুল গো,—মোদের
ঝ'র্‌বে না ফুল।
আমরা ঠেক্‌বো না তো কোনো শেষে,
ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে!
আমাদের ঘুচ্‌বে না ভুল গো,—মোদের
ঘুচ্‌বে না ভুল।

আমরা নয়ন মুদে ক'র্‌বো না ধ্যান
ক'র্‌বো না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজ্‌বো না জ্ঞান
খুঁজ্‌বো না জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর পানে শিখর হ'তে রে,
আমাদের মিল্‌বে না কূল গো,—মোদের
মিল্‌বে না কূল!

আমাদের ভয় কাহারে ?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের ক'রতে পারে ?
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,
নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক্, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়্‌বে না রে।
আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে-যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে,—
আমাদের ভয় কাহারে ?

আমরা খুঁজি খেলার সাথী।
ভোর না হ'তে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারারাতি।
আমরা ডাকি পাখীর গলায়,
আমরা নাচি বকুল তলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি॥
মরণকে তো মানিনে রে
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ-করা ধন নিই-যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়্‌বো না গো তোমায় মোরা,
চ'লেছো কোন্ আঁধার পানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি॥

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চ'ল্‌বো সাগর-পার গো !
বিদায় বেলায় এ কী হাসি,
ধ'রলি আগমনীর বাঁশি !
যাবার সুরে আসার সুরে
ক'র্‌লি একাকার গো !
সবাই আপন পানে
আমায় আবার কেন টানে ?
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তা'রে এমন নূতন করা ?
মাঘ মরিল ফাগুন হ'য়ে
খেয়ে ফুলের মার গো !
ছাড় গো আমায় ছাড়্ গো—
আমি চ'ল্‌বো সাগর-পার গো !
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস্‌নে ভাই, আর গো !

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাব্‌ছো বুঝি ?

ও সব কেড়ে নেবো, উড়িয়ে দেবো
দখিন হাওয়ার 'পর ॥
তোমায় বাঁধ্‌বো নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে ?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই-যে অগোচর গো।

আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে ?
ছুট্‌লো বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ ক্ষ্যাপামির নেশায়-পাওয়া ?
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্য্য-তারাকে ॥
কোন্ ক্ষ্যাপামির তালে নাচে
পাগল সাগর-নীর ?
সেই তালে-যে পা ফেলে' যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্ রে সোজা, ফেল্ রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা-খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে ॥

চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে॥
পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিকজনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

ভালোমানুষ নইরে মোরা
ভালোমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথা কই॥

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইলো শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখিনে ভাই, ফলের আশা,
আমাদের আর নাই-যে গতি
ভেসেই চলা বই॥

ওর ভাব দেখে-যে পায় হাসি। হায় হায় রে!
মরণ আয়োজনের মাঝে
ব'সে আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী! হায় হায় রে!
এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক্ না চিনে',
সবাই মিলে' সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী! হায় হায় রে!
এবার ওকে মজিয়ে দে রে
হিসাব ভুলের বিষম ফেরে!
কেড়ে নে ওর থলি থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগ্‌লাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি'। হায় হায় রে!

আর নাই-যে দেরি, নাই-যে দেরি।
সাম্‌নে সবার প'ড়লো ধরা
তুমি-যে ভাই, আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি'
পাগ্‌লা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি'!
আর নাই-যে দেরি, নাই-যে দেরি।
শুন্‌ছো না কি জলে স্থলে
যাদুকরের বাজ্‌লো ভেরী।
দেখ্‌ছো না কি এই আলোকে
খেল্‌ছে হাসি রবির চোখে,
শাদা তোমার শ্যামল হবে
ফির্‌বো মোরা তাই-যে হেরি॥

মোরা চ'ল্‌বো না।
মুকুল ঝরে ঝরুক্, মোরা ফ'ল্‌বো না!
সূর্য্য-তারা আগুন ভুগে'
জ'লে মরুক্ যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই না জ্বালা
জ'ল্‌বো না!
বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
ব'ল্‌বো না!

কোথা হ'তে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা তো এই প্রাণের টলায়
ট'ল্‌বো না॥

ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে।
জানিনে পথ, নাই-যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ ক'রেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে॥
ধীরে, বন্ধু, ধীরে ধীরে।
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চ'ল্‌বো আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইসারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ ক'রেছি
আজ এই বসন্ত সমীরে॥

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফির্‌বো না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।

কেগো তুমি ?—আমি বকুল ;
কেগো তুমি ?—আমি পারুল ;
তোমরা কে বা ?—আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে ॥
এবার যখন ঝ'র্‌বো মোরা
ধরার বুকে
ঝ'র্‌বো তখন হাসিমুখে !
অফুরানের আঁচল ভ'রে
ম'র্‌বো মোরা প্রাণের সুখে।
তুমি কে গো ?—আমি শিমুল ;
তুমি কে গো ?— কামিনী ফুল ;
তোমরা কে বা ?—আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে ॥

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিল্‌বো আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,
বুকের মাতন টুট্‌বে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥
বাঁশিতে গান উঠ্‌বে পূরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশ-বীণার সোনার সুরে।

আমার মনের সকল কোণে
ভ'রবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারি নীর
উঠ্‌বে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥৮

এবার তো যৌবনের কাছে
মেনেছো, হার মেনেছো ?
মেনেছি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছো ?
জেনেছি।
আবরণকে বরণ ক'রে
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে !
আপনাকে আজ বাহির ক'রে এনেছো ?
এনেছি ॥
এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেছো, হার মেনেছো ?
মেনেছি।
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছো ?
জেনেছি।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধূলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছো ?
হেনেছি ॥

এতদিন-যে ব'সেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুনে',
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি ক'র্‌লে বিশ্বজয়—
এ কী গো বিস্ময়!
অবাক্ আমি তরুণ গলার
গান শুনে'॥
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্
আগুন ঢাকা রয়—
এ কী গো বিস্ময়!
অস্ত্র তোমার গোপন রাখো
কোন্ তূণে!

তুই ফেলে এসেছিস্ কারে? (মন, মন রে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলিনারে! (মন, মন রে আমার)
যে-পথ দিয়ে চ'লে এলি
সে-পথ এখন ভুলে' গেলি,
কেমন ক'রে ফির্‌বি তাহার দ্বারে? (মন, মন রে আমার)
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে-যে প্রাণ পাতার মর্ম্মরেতে।

মনে হয় রে পাবো খুঁজি'
ফুলের ভাষা যদি বুঝি,
যে-পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে ॥ (মন, মন রে আমার)

আমি যাবো না গো অম্‌নি চ'লে।
মালা তোমার দেবো গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুন শেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাবো ব'লে ॥
কিছু হ'লো, অনেক বাকি,
ক্ষমা আমায় ক'র্‌বে না কি ?
গান এসেছে সুর আসে নাই
হ'লো না-যে শোনানো তাই,
সে-সুর আমার রইলো ঢাকা
নয়নজলে নয়নজলে ॥

সবাই যাবে সব দিতেছে
তা'র কাছে সব দিয়ে ফেলি।
ক'বার আগে চাবার আগে
আপনি আমায় দেবো মেলি'।
নেবার বেলা হ'লেম ঋণী,
ভিড় ক'রেছি, ভয় করিনি,

এখনো ভয় ক'র্‌বো নারে,
দেবার খেলা এবার খেলি ॥
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে।
সন্ধ্যা তা'রে প্রণাম ক'রে
সব সোনা তা'র দেয় রে শুধে'।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে,
আপ্‌নাকে ভাই, ফুরিয়ে-দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি ?

বসন্তে ফুল গাঁথ্‌লো আমার
জয়ের মালা।
বইলো প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছে রে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আন্‌লো আমার
বরণ ডালা ॥
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তা'র
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচ্‌লো পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগ্‌লো নেশা,
আরাম বলে, "এলো আমার
যাবার পালা!"

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখ্‌বো, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে॥
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক্ না এখন প্রাণের মেলা,—
তারের বীণা ভাঙ্‌লো, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে॥

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়!

ছাড়ো ঘুম মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্‌,
আশার অরুণালোক
হোক্‌ অভ্যুদয় রে ॥

তোমায় নতুন ক'রেই পাবো ব'লে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ—
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে ব'লে তুমি
হও-যে অদর্শন,
ও মোর ভালোবাসার ধন।
ও গো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও-যে নিমগন,
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥
আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন—
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।
তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ ক'রে দাও আপনাকে-যে,
ঐ হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন—
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥

আয় রে তবে, মাত্‌ রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছন-পানের বাঁধন হ'তে
চল্‌ ছুটে' আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণেব বসন্তে ॥
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে?
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥

আনন্দ-গান উঠুক্ তবে বাজি'
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক্ ভাসিতে।
যাবার হাওয়া ঐ-যে উঠেছে,—ওগো
ঐ-যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম-যে ছুটেছে।
হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে,
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্ না ভাসিতে।
কোনো কালে হয়নি যারে দেখা—ওগো
তারি বিরহে
এমন ক'রে ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে ?
বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে ;
পাগল, তোমার স্বষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে ॥

তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় ক'রে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে
তাই তো আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানস-সাগর-জলে কমল টলমল।
তাই তো আমি জানি
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা আলোক জ্বলজ্বল।

রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে
প্রাণমনে ধরি' রাখো নিবিড় আনন্দ-বন্ধনে।
আলো জ্বালো হৃদয়-দীপে
অতি নিভৃত অন্তর মাঝে,
আকুলিয়া দাও প্রাণ গন্ধ চন্দনে॥

হে নিখিল ভার-ধারণ বিশ্ববিধাতা,
হে বল-দাতা মহাকালরথ-সারথি।
তব নাম-জপমালা গাঁথে রবি শশি তারা,
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবারাতি॥

প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে
অলস রে ওরে জাগো জাগো।
শোনো রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে—
অলস রে ওরে জাগো জাগো॥

ঘোর দুঃখে জাগিনু ঘনঘোরা যামিনী
একেলা হায় রে, তোমার আশা হারায়ে।
ভোর হ'লো নিশা, জাগে দশদিশা,
আছি দ্বারে দাঁড়ায়ে
উদয়-পথপানে দুই বাহু বাড়ায়ে॥

ডাকে বার বার ডাকে,
শোনো রে দুয়ারে দুয়ারে আঁধারে আলোকে।
কত সুখ দুঃখ শোকে কত মরণে জীবন লোকে,
ডাকে বজ্র ভয়ঙ্কর রবে,
সুধা সঙ্গীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে ॥

তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে
জীর্ণ ভবনে শূন্য জীবনে ;
হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে।
গহন আঁধার কবে পুলকে পূর্ণ হবে,
ওহে আনন্দময়, তোমার বীণা রবে,
পশিবে পরাণে তব সুগন্ধ বসন্ত পবনে ॥

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে
ব'লেছে গান গাহিবারে।
ফুলে ফুলে তারায় তারায়
ব'লেছে সে কোন্ ইসারায়
দিবসরাতির মাঝ কিনারায়
ধূসর আলোয় অন্ধকারে।
গাইনে কেন কী কবো তা
কেন আমার আকুলতা।
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা
সুর-যে হারাই অকূল পারে।

যেতে যেতে গভীর স্রোতে
ডাক দিয়েছো তরী হ'তে।
ডাক দিয়েছো ঝড় তুফানে,
বোবা মেঘের বজ্র গানে,
ডাক দিয়েছো মরণ পানে
শ্রাবণ রাতের উতল ধারে।
যাইনে কেন জানো না কি
তোমার পানে মেলে আঁখি,
কূলের ঘাটে ব'সে থাকি
পথ কোথা পাই পারাবারে॥

কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইবো গানের ডালা;
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ-ঢালা?
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে বাঁধ টুটেছে মনে,
ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চির-ব্যথার বনে,
কাঁপে আমার দিবা নিশার সকল আঁধার আলা।
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ-ঢালা?
রাতের বাসা হয়নি বাঁধা, দিনের কাজে ত্রুটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাইনে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে,
অশান্তি-যে আঘাত করে তাইতো বীণা বাজে।
নিত্য র'বে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ-ঢালা?

ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে প্রভাতকালে
দীপের মতো গানের স্রোতে কে ভাসালে ?
যেন রে তুই হঠাৎ বেঁকে
শুক্‌নো ডাঙায় যাস্‌নে ঠেকে,
জড়াস্‌নে শৈবালের জালে।
তীর-যে হেথায় স্থির র'য়েছে,
ঘরের প্রদীপ সে জ্বালালো,
অচল রহে তাহার আলো।
গানের প্রদীপ তুই-যে,—গানে
চ'ল্‌বি ছুটে' অকূল পানে
চপল ঢেউয়ের আকুল তালে॥

কাল. রাতের বেলা গান এলো মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে।
যে-কথাটি ব'ল্‌বো তোমায় ব'লে
কাট্‌লো জীবন নীরব চোখের জলে,
সেই কথাটি সুরের হোমানলে
উঠলো জ্ব'লে একটি আঁধার ক্ষণে।
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥
ভেবেছিলেম আজ্‌কে সকাল হ'লে
সেই কথাটি তোমায় যাবো ব'লে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে
পাখীর গানে আকাশ গেল পূরে ;
সেই কথাটি লাগ্‌লো না সেই সুরে
যত প্রয়াস করি পরাণ পণে—
যখন তুমি আছ আমার সনে॥

গানের সুরের আসন খানি
পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে
ব'স্‌বে বারে বারে।
ঐ-যে তোমার ভোরের পাখী
নিত্য করে ডাকাডাকি,
অরুণ আলোর খেয়ায় যখন
এসো ঘাটের পারে,
মোর প্রভাতীর গানখানিতে
দাঁড়াও আমার দ্বারে॥
আজ সকালে মেঘের ছায়া
লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভ'রেছে ঐ গগনের
নীল নয়নের কোণে।
আজ্‌কে এলে নতুন বেশে
তালের বনে মাঠের শেষে,
অম্‌নি চ'লে যেয়োনাকো
গোপন সঞ্চারে।
দাঁড়িয়ো আমার মেঘ্‌লা গানের
বাদল অন্ধকারে।

এম্‌নি ক'রেই যায় যদি দিন যাক্‌ না।
মন উড়েছে উড়ুক্‌ না রে
মেলে দিয়ে গানের পাখ্‌না॥
আজ্‌কে আমার প্রাণ-ফোয়ারার সুর ছুটেছে
দেহের বাঁধ টুটেছে;

মাথার 'পরে খুলে গেছে
আকাশের ঐ সুনীল ঢাকনা॥
ধরণী আজ মেলেছে তা'র হৃদয়খানি,
সে যেন রে কেবল বাণী।
কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় না বাধা
সে কোন্ সুরে সাধা;
বিশ্ব বলে মনের কথা,
কাজ প'ড়ে আজ থাকে থাক্না।

আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা,
এসো হে গোপনে,
আমার স্বপনলোকে দিশাহারা।
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন
দাও ঢেকে মোর পরাণ মন,
আমি চাইনে তপন চাইনে তারা॥
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে
নিয়ো গো, নিয়ো গো,
আমার ঘুম নিয়ো গো হরণ ক'রে।
আমার একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে,
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া।

এই তো ভালো লেগেছিলো আলোর নাচন পাতায় পাতায়,
শালের বনে ক্ষ্যাপা হাওয়া এই তো আমার মনকে মাতায়।

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে
হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোটো মেয়ে ধূলায় ব'সে খেলার ডালি একলা সাজায়,—
সাম্‌নে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায় ॥
আমার এ যে বাঁশের বাঁশী মাঠের সুরে আমার সাধন,
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা
পান ক'রেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দু-চোখ পূরে,
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে ॥
দূরে যাবার খেয়াল হ'লে সবাই মোরে ঘিরে থামায়,
গাঁয়ের আকাশ সজ্‌নে-ফুলের হাত্‌ছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায়নি ভাই, কাছের সুধা,
নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা ;
এই-যে এ-সব ছোটো খাটো পাইনি এদের কূল-কিনারা,
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজো আমার হয়নি সারা ॥
লাগ্‌লো ভালো মন ভোলালো এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই ;
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাইতো এড়াই।
ম'জেছে মন মজ্‌লো আঁখি,
মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি ;
ওদের আছে অনেক আশা ওরা করুক্ অনেক জড়ো,
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই চাইনে হ'তে আরো বড়ো ॥

যখন পড়্‌বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
বাইবো না মোর খেয়া তরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেবো বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেবো লেনা-দেনা,

বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে ;
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্‌লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্‌লে ॥

যখন জ'ম্‌বে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়—
কাঁটা-লতা উঠ্‌বে ঘরের দ্বারগুলায়,
ফুলের বাগান, ঘন ঘাসের
প'র্‌বে সজ্জা বন-বাসের,
শ্যাওলা এসে ঘির্‌বে দিঘির ধার্‌গুলায়,
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্‌লে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্‌লে ॥

তখন এম্‌নি ক'রেই বাজ্‌বে বাঁশি এই নাটে,
কাট্‌বে গো দিন যেমন আজো দিন কাটে।
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী
এম্‌নি সেদিন উঠ্‌বে ভরি',
চ'র্‌বে গোরু, খেল্‌বে রাখাল ঐ মাঠে।
আমায় তখন নাইবা মনে রাখ্‌লে
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাকলে ॥

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি !
সকল খেলায় ক'র্‌বে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাক্‌বে মোরে,
বাঁধ্‌বে নতুন বাহুর ডোরে,
আসবো যাবো চিরদিনের সেই-আমি !
আমায় তখন নাইবা মনে রাখলে !
তারার পানে চেয়ে চেয়ে
নাইবা আমায় ডাক্‌লে ॥

তোমার হ'লো সুরু, আমার হ'লো সারা,
তোমায় আমায় মিলে এম্নি বহে ধারা।
তোমার জ্ব'লে বাতি,
তোমার ঘরে সাথী,—
আমার তরে রাতি,
আমার তরে তারা।
তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল,
তোমার ব'সে থাকা, আমার চলাচল।
তোমার হাতে রয়,
আমার হাতে ক্ষয়,
তোমার মনে ভয়,
আমার ভয় হারা॥

———

আমার একটি কথা বাঁশি জানে,
বাঁশিই জানে।
ভ'রে রৈলো বুকের তলা
কারো কাছে হয়নি বলা,
কেবল ব'লে গেলেম বাঁশির
কানে কানে॥
আমার চোখে ঘুম ছিল না
গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম, চেয়ে-থাকা
তারার সাথে।
এম্নি গেল সারারাতি,
পাইনি আমার জাগার সাথী,
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম
গানে গানে॥

কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এলো
আশ্বিনেরি আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা
পাগল হাওয়ার গান সে গায়।
মাঠে মাঠে পুলক লাগে
ছায়ানটের নৃত্য রাগে,
শরৎ রবির সোনার আলো
উদাস হ'য়ে মিলিয়ে যায়॥
কী কথা সে ব'ল্‌তে এলো
ভরা ক্ষেতের কানে কানে।
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন
উঠেছে আজ নবীন ধানে।
মেঘে অধীর আকাশ কেন,
ডানা-মেলা গরুড় যেন,
পথ-ভোলা এই পথিক এসে
পথের বেদন আন্‌লো ধরায়।

পোহালো পোহালো বিভাবরী ;
পূর্ব্ব তোরণে শুনি বাঁশরী।
নাচে তরঙ্গ, তরী অতি চঞ্চল,
কম্পিত অংশুক-কেতন-অঞ্চল,
পল্লবে পল্লবে পাগল জাগল
লালস আলস পাসরি'।
উদয়-অচলতল সাজিল নন্দন,
গগনে গগনে বনে জাগিল বন্দন,
কনককিরণঘন শোভন স্যন্দন
নামিছে শারদ সুন্দরী।

দশদিক-অঙ্গনে দিগঙ্গনাদল
ধ্বনিল শূন্য ভরি' শঙ্খ সুমঙ্গল,
চলো রে চলো চলো তরুণযাত্রীদল
তুলি' নব মালতী মঞ্জরী ॥

ও দেখা দিয়ে যে চ'লে গেল,
ও চুপি চুপি কী ব'লে গেল।
ও যেতে যেতে গো কাননেতে গো
কত-যে ফুল দ'লে গেল।
মনে মনে কী ভাবে কে জানে,
মেতে আছে ও যেন কী গানে,
নয়ন হানে আকাশ পানে
চাঁদের হিয়া গ'লে গেল।
ও পায়ে পায়ে-যে বাজায়ে চলে
বীণার ধ্বনি তৃণের দলে।
কে জানে কারে ভালো কি বাসে,
বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে,
জানিনে ও কি ফিরিয়া আসে,
জানিনে ও কি ছ'লে গেল ?

ব্যাকুল বকুলের ফুলে
ভ্রমর মরে পথ ভুলে'।
আকাশে কী গোপন বাণী
বাতাস করে কানাকানি,

বনের অঞ্চল খানি
　　পুলকে উঠে দুলে দুলে।
বেদনা সুমধুর হ'য়ে
ভুবনে গেল আজি ব'য়ে।
বাঁশিতে মায়া-তান পূরি'
কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি'
　　বিরহ-সাগরের কূলে।

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর।
　দোদুল তমালেরি বনছায়া
　তোমারি নীল বাসে নিল কায়া,
　　বাদল নিশীথেরি ঝরঝর
　　তোমার আঁখি 'পরে ভরভর।
যে-কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
　নীরব হিয়া তব দিল ভরি'
　কী মায়া স্বপনে-যে, মরি মরি,
　　আঁধার কাননের মরমর
　　বাদল নিশীথের ঝরঝর॥ ||

ওহে　　সুন্দর মরি মরি
তোমায়　　কী দিয়ে বরণ করি ?
তব　　ফাল্গুন যেন আসে
আজি　　মোর পরাণের পাশে

দেয় সুধারস ধারে-ধারে
মম অঞ্চল ভরি' ভরি' ॥
মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলক পূজাঞ্জলি ;
মম হৃদয়ের পথতলে
যেন চঞ্চল আসে চলি'।
মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরী-দীপ-শিখা
নীল-অম্বরে রাখে ধরি'।

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে
কে তা'রে বাঁধ্‌লো অকারণে।
গতি-রাগের সে ছিল গান, আলো ছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চ'ম্‌কে দিত বনে।
কে তা'রে বাঁধ্‌লো অকারণে ॥
মেঘ্‌লা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেতো পায়ে
তমাল ছায়ে ছায়ে।
ফাল্গুনে সে পিয়াল-তলায় কে জানিত কোথায় পলায়
দখিন হাওয়ার চঞ্চলতার সনে।
কে তা'রে বাঁধ্‌লো অকারণে ॥

না হয় তোমার যা হ'য়েছে তাই হ'লো ;
আরো কিছু নাই হ'লো, নাই হ'লো, নাই হ'লো।
কেউ যা কভু দেয় না ফাঁকি
সেইটুকু তোর থাক্ না বাকি ;
পথেই না হয় ঠাঁই হ'লো,
আরো কিছু নাই হ'লো, নাই হ'লো, নাই হ'লো !
চল্ রে সোজা বীণার তারে ঘা দিয়ে
ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি তোমার না দিয়ে।
হারিয়ে চলিস্ পিছনেরে,
সাম্‌নে যা পাস্ কুড়িয়ে নে রে—
খেদ কিরে তোর যাই হ'লো—
আরো কিছু নাই হ'লো, নাই হ'লো, নাই হ'লো॥

দুয়ার মোর পথপাশে
সদাই তা'রে খুলে রাখি।
কখন্ তা'র রথ আসে
ব্যাকুল হ'য়ে জাগে আঁখি।
শ্রাবণে শুনি দূর মেঘে
লাগায় গুরু গরগর,
ফাগুনে শুনি বায়ু বেগে
জাগায় মৃদু মরমর ;
আমার বুকে উঠে জেগে
চমক তা'র থাকি' থাকি'।
কখন্ তা'র রথ আসে
ব্যাকুল হ'য়ে জাগে আঁখি।

সবাই দেখি যায় চ'লে
  পিছন পানে নাহি চেয়ে।
উতলরোলে কল্লোলে
  পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ মেঘ যায় ভেসে
  উধাও হ'য়ে কত দূরে,
যেথায় সব পথ মেশে
  গোপন কোন্ সুর-পুরে।
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে
  উদাস মোর মন পাখী॥

আমারে বাঁধ্‌বি তোরা সেই বাঁধন কি
  তোদের আছে?
আমি-যে বন্দী হ'তে সন্ধি করি
  সবার কাছে।
সন্ধ্যা-আকাশ বিনা ডোরে
  বাঁধ্‌লো মোরে গো;
নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধারা
  আমায় যাচে।
যে-কুসুম আপনি ফোটে আপনি ঝরে
  রয় না ঘরে গো
তা'রা-যে সঙ্গী আমার বন্ধু আমার
  চায় না পাছে॥
আমারে ধ'র্‌বি ব'লে মিথ্যে সাধা।
আমি-যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা।

আপনি যাহার প্রাণ ভুলিল
মন ভুলিল গো,
সে-মানুষ আগুন ভরা, প'ড়্‌লে ধরা
সে কি বাঁচে ?
সে-যে ভাই, হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথী
দিবারাতি গো।
কেবলি এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার
রক্ত নাচে।

—

ঐ সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
বাজ্‌লো ভেরী, বাজ্‌লো ভেরী।
কখন্ আমার খুল্‌বে দুয়ার
নাইকো দেরি, নাইকো দেরি।
তোমার তো নয় ঘরের মেলা
কোণের খেলা গো,
তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে
জগৎ জুড়ে ফেরাফেরি।
মরণ তোমার পারের তরী,
কাঁদন তোমার পালের হাওয়া,
তোমার বীণা বাজায় প্রাণে
বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া।
ভাঙ্‌লো যাহা প'ড়্‌লো ধূলায়
যাক্ না চুলায় গো।
ভর্‌লো যা তাই দেখ্‌নারে ভাই,
বাতাস ঘেরি' আকাশ ঘেরি'॥

—

৬৮

জাগরণে যায় বিভাবরী ;
আঁখি হ'তে ঘুম নিল হরি'
মরি মরি !
যার লাগি' ফিরি একা একা,
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি
তারি বাশি বাজে হিয়া ভরি'
মরি মরি ॥
বাণী নাহি, তবু কানে কানে
কী-যে শুনি তাহা কেবা জানে।
এই হিয়া ভরা বেদনাতে,
বারি-ছলছল আঁখি-পাতে
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি'
মরি মরি ॥

"আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা,
আমায় চেনো কি ?"
"চিনি তোমায় চিনি নবীন পান্থ,
বনে বনে ওড়ে তোমার
রঙীন বসন-প্রান্ত।
ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী,
তোমার পথে আমরা ভেসেছি ॥"

"পথভোলা এক পথিক এসেছি।
ঘর-ছাড়া এই পাগলটাকে
এমন ক'রে কে গো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি'
যখন্ বাজিয়ে বীণা বনের পথে
বেড়াই সঞ্চরি' ?"
"আমি তোমায় ডাক দিয়েছি, ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরী।
তোমায় চোখে দেখার আগে
তোমার স্বপন চোখে লাগে,
বেদন জাগে গো,—
না চিনিতেই ভালো বেসেছি॥"
"পথভোলা এক পথিক এসেছি।
যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা
তপ্ত ধূলার পথে
যাবো ঝরা ফুলের রথে—
তখন সঙ্গ কে ল'বি ?"
"লবো আমি মাধবী।"
"যখন্ বিদায়-বাঁশির সুরে সুরে
শুক্‌নো পাতা যাবে উড়ে',
সঙ্গে কে র'বি ?"
"আমি রবো, উদাস হবো ওগো উদাসী,
আমি তরুণ করবী।"
"বসন্তের এই ললিত রাগে
বিদায়-ব্যথা লুকিয়ে জাগে ;
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি।
আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি॥"

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক,
দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপনসম দেখা দিলে
বনেরি কিনারে।
ফাগুনে-যে বান ডেকেছে
মাটির পাথারে
তোমার সবুজ পালে লাগ্‌লো হাওয়া
এলে জোয়ারে॥
কোন্ দেশে-যে বাসা তোমার
কে জানে ঠিকানা।
কোন্ গানের সুরের পারে, তাহার
পথের নাই নিশানা।
তোমার সেই দেশেরি তরে
আমার মন-যে কেমন করে,
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস
আমার প্রাণে বিহারে।

কবে তুমি আস্‌বে ব'লে রইবো না ব'সে
আমি চ'ল্‌বো বাহিরে।
শুক্‌নো ফুলের পাতাগুলি প'ড়্‌ছেছে খ'সে
আর সময় নাহি রে।
ওরে বাতাস দিল দোল, দিল দোল,
এবার ঘাটের বাঁধন খোল্, ও তুই খোল্!
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে
তরী বাহি রে!

আজ শুক্লা একাদশী,
হেরো নিদ্রাহারা শশী,
ঐ স্বপ্ন-পারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি'।
তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই,
তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই;
সবার সাথে চ'ল্‌বি রাতে
সাম্‌নে চাহি রে ॥

ছিল যে পরাণের অন্ধকারে
এলো সে ভুবনের আলোক-পারে।
স্বপন বাঁধা টুটি'
বাহিরে এলো ছুটি',
অবাক আঁখি দুটি
হেরিল তা'রে।
মালাটি গেঁথেছিনু অশ্রুধারে,
তা'রে-যে বেঁধেছিনু সে মায়া-হারে।
নীরব বেদনায়
পূজিনু যারে হায়,
নিখিল তারি গায়
বন্দনা রে ॥

যে-কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে
সে-কাঁদনে সেও কাঁদিল,
যে-বাঁধনে মোরে বাঁধিছে
সে-বাঁধনে তা'রে বাঁধিল।

পথে পথে তা'রে খুঁজিনু,
মনে মনে তা'রে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে
আমারেও সে-যে সাধিল।
এসেছিলো মন হরিতে
মহা-পারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে,
আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনারি মাধুরী
আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে, কি ধরা দিবে সে,
কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল।

তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি'
রাতের তারা, দিনের রবি,
আঁধার আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী
হৃদয় মাঝে বিছাও আনি'
তোমার ভুবন-বীণার সকল সুরে
হৃদয় পরাণ দাওনা পূরে।
দুঃখ সুখের সকল হরষ,
ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
হৃদয় মাঝে দিক্ না আনি'।

অশ্রুনদীর সুদূর পারে
ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে।
নিজের হাতে নিজে বাঁধা, ঘরে আধা, বাইরে আধা,
এবার ভাসাই সন্ধ্যা হাওয়ায় আপনারে॥
কাট্‌লো বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে'।
কথার সে-ভার নামা রে মন, নীরব হ'য়ে শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্ বীণার তারে॥

তুমি একলা ঘরে ব'সে ব'সে কী সুর বাজালে
প্রভু, আমার জীবনে।
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু, গভীর গোপনে।
দিনের আলোর আড়াল টানি'
কোথায় ছিলে নাহি জানি,
অস্ত-রবির তোরণ হ'তে চরণ বাড়ালে
আমার রাতের স্বপনে॥
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী
সে-যে তোমার বাঁশরী।
আমি শুনি তোমার আকাশ-পারের তারার রাগিণী
আমার সকল পাশরি।
কানে আসে আশার বাণী
খোলা পাবো দুয়ারখানি
রাতের শেষে শিশির-ধোয়া প্রথম সকালে
তোমার করুণ কিরণে॥

কোন্ সুদূর হ'তে আমার মনোমাঝে
বাণীর ধারা বহে। (আমার প্রাণে প্রাণে)
কখন্ শুনি কখন্ শুনি না-যে
কখন্ কী-যে কহে। (আমার কানে কানে)
আমার ঘুমে আমার কোলাহলে,
আমার আঁখি-জলে (তাহারি সুর)
তাহারি সুর জীবন গুহাতলে
গোপন গানে রহে॥ (আমার কানে কানে)
কোন্ ঘন গহন বিজন তীরে তীরে
তাহার ভাঙা গড়া, (ছায়ার তলে তলে)
আমি জানি না কোন্ দক্ষিণ সমীরে
তাহার ওঠা পড়া ; (ঢেউয়ের ছলছলে)
এই ধরণীরে গগন-পারের ছাঁদে
সে-যে তারার সাথে বাঁধে,
সুখের সাথে দুখ মিলায়ে কাঁদে,—
"এ নহে এই নহে।" (কাঁদে কানে কানে)॥

আয় আয়রে পাগল ভুল্‌বি রে চল্ আপনাকে !
তোর একটুখানির আপনাকে।
তুই ফিরিস্‌নে আর এই চাকাটার ঘুরপাকে।
কোন্ হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ উঠে
তোর ঘরের আগল যায় টুটে',
ওরে সুযোগ ধ'রিস্ বেরিয়ে প'ড়িস্ সেই ফাঁকে,
তোর দুয়ার-ভাঙার সেই ফাঁকে॥
নানান্ গোলে তুফান তোলে চারদিকে,
বুঝিস্‌নে মন ফির্‌বে কখন্ কার দিকে।

তোর আপন বুকের মাঝখানে
কী-যে বাজায় কে-যে সেই জানে,
ওরে পথের খবর মিল্‌বে রে তোর সেই ডাকে।
তোর আপন বুকের সেই ডাকে ॥

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া।
দিনের পরে দিন চ'লে যায় যেন তা'রা পথের স্রোতেই ভাসা,
বাহির হ'তেই তাদের যাওয়া-আসা ;
কখন্ আসে একটি সকাল সে যেন মোর ঘরেই বাঁধে বাসা,
সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া ॥
হারিয়ে-যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে
রইলো গাঁথা মোর জীবনের হারে ;
সেই-যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা
সেই নিয়ে আজ সাজাই আমার থালা।
এক পলকের পুলক যত, এক নিমেষের প্রদীপখানি জ্বালা,
একতারাতে আধখানা গান গাওয়া ॥

আজি বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আস্‌বে যদি শূন্য হাতে
আমি তাইতে কি ভয় মানি ?
জানি জানি বন্ধু জানি
তোমার আছে তো হাতখানি।
চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোমতে
এখন সময় হ'লো তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি'।

জানি, জানি বন্ধু জানি
তোমার আছে তো হাতখানি।
আঁধার থাকুক্ দিকে দিকে আকাশ অন্ধ করা,
তোমার পরশ থাকুক্ আমার হৃদয় ভরা।
জীবন দোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে
এখন জীবন মরণ দু-দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি'।
জানি, জানি বন্ধু জানি
তোমার আছেতো হাতখানি॥

সবার সাথে চ'ল্‌তেছিলো অজানা এই পথের অন্ধকারে
কোন্ সকালের হঠাৎ আলোয় পাশে আমার দেখ্‌তে পেলেম তা'রে।
এক নিমেষেই রাত্রি হ'লো ভোর, চিরদিনের ধন যেন সে মোর,
পরিচয়ের অন্ত যেন কোনোখানেই নাইকো একেবারে;
চেনা কুসুম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে,
অজানা এই পথের অন্ধকারে॥
জানি আমি দিনের শেষে সন্ধ্যা-তিমির নাম্‌বে পথের মাঝে,
আবার কখন্ প'ড়বে আড়াল, দেখা-শোনার বাঁধন র'বে না যে।
তখন আমি পাবো মনে মনে পরিচয়ের পরশ ক্ষণে ক্ষণে,
জানবো চিরদিনের পথে আঁধার আলোয় চ'ল্‌ছি সারে সারে;
হৃদয়মাঝে দেখ্‌বে খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে।
অজানা এই পথের অন্ধকারে॥

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে, দিবস গেলে ক'র্‌বো নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন।
কখন্ বেলা-শেষের ছায়ায় পাখীরা যায় আপন কুলায় মাঝে,
সন্ধ্যা-পূজার ঘণ্টা কখন্ বাজে।

তখন আপন শেষ শিখাটি জাল্‌বে এ জীবন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে।
যখন পূজার হোমানলে উঠ্‌বে জ্ব'লে একে একে তা'রা
আকাশ-পানে ছুট্‌বে বাঁধন-হারা,
অস্ত রবির ছবির সাথে মিল্‌বে আয়োজন,
ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥

কেন রে এই তুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়?
জয় অজানার জয়!
এই দিকে তোর ভরসা যত ঐ দিকে তোর ভয়?
জয় অজানার জয়!
জানা-শোনার বাসা বেঁধে
কাট্‌লো তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।
জয় অজানার জয়!
মরণকে তুই পর ক'রেছিস্, ভাই,
জীবন-যে তোর ক্ষুদ্র হ'লো তাই।
তু-দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে
তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়?
জয় অজানার জয়!

তরীতে পা দিইনি আমি
পারের পানে যাইনি গো।
ঘাটেই ব'সে কাটাই বেলা
আর কিছুতো চাইনি গো।
তোরা যাবি রাজার পুরে
অনেক দূরে,
তোদের রথের চাকার সুরে
আমার সাড়া পাইনি গো॥
আমার এ-যে গভীর জলে
খেয়া বাওয়া,
হয়তো কখন্ নিস্তুত রাতে
উঠ্‌বে হাওয়া।
আস্‌বে মাঝি ওপার হ'তে
উজান স্রোতে,
সেই আশাতেই চেয়ে আছি
তরী আমার বাইনি গো॥

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে (বন্ধু আমার)
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন-যে আমার কাটে না রে।
বুঝি গো রাত পোহালো, বুঝি ঐ রবির আলো
আভাসে দেখা দিল গগন পারে—
সমুখে ঐ হেরি পথ, তোমার কি রথ
পৌঁছবে না মোর দুয়ারে ?
আকাশের যত তারা, চেয়ে রয় নিমেষহারা,
ব'সে রয় রাত-প্রভাতের পথের ধারে।

তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে
ডুব্‌বে আলোক-পারাবারে।
প্রভাতের পথিক সবে এলো কি কলরবে—
গেল কি গান গেয়ে ঐ সারে সারে।
বুঝিবা ফুল ফুটেছে
সুর উঠেছে
অরুণ-বীণার তারে তারে॥

একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে
ব'সেছো ফুল সাজে সে-কথা যে গেছো ভুলে'।
সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলে নি,
তারি-যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,
তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে।
আজি কি সবি ফাঁকি? সে কথা কি গেছো ভুলে?
গেঁথেছো যে-রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে।
গাঁথিতে যে-আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা
তাহারি পরশন হরষণ-সুধা ঢালা
ফাগুন আজো যেরে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে।
আজি কি সবি ফাঁকি? সে কথা কি গেছো ভুলে?

আমার পাত্রখানা যায় যদি যাক্ ভেঙে চুরে
আছে অঞ্জলি মোর, প্রসাদ দিয়ে দাও না পূরে॥
সহজ সুখের সুধা তাহার মূল্য তো নাই,
ছড়াছড়ি যায় সে-যে ঐ যেখানে চাই,

বড়ো আপন কাছের জিনিস রইলো দূরে,
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পূরে ॥
বারে বারে চাইবো না আর মিথ্যা টানে
ভাঙন-ধরা আঁধার করা পিছন পানে।
বাসা-বাঁধার বাঁধন-খানা যাক্ না টুটে',
অবাধ পথের শূন্যে আমি চ'ল্‌বো ছুটে'।
শূন্য-ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও না পূরে ॥

আজ আলোকের এই ঝর্‌না-ধারায়
ধুইয়ে দাও।
আপ্‌নাকে মোর লুকিয়ে-রাখা
ধুলায়-ঢাকা
ধুইয়ে দাও।
যে-জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে
ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে
তা'র কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি
ছুঁইয়ে দাও!
বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া
আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার
নুইয়ে দাও॥
আজ নিখিলের আনন্দ-ধারায়
ধুইয়ে দাও

মনের কোণের মলিনতা
সব দীনতা
ধুইয়ে দাও।
আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে
অমৃত গান
তা'র নাইকো বাণী নাইকো ছন্দ
নাইকো তান।
তা'রে আনন্দের এই জাগরণী
ছুঁইয়ে দাও!
বিশ্ব-হৃদয় হ'তে ধাওয়া
প্রাণে পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার
নুইয়ে দাও।

মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে,
বর-পুত্র-সঙ্ঘ বিরাজো হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
ঘন তিমির রাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ করো, লহো জ্যোতি-দীক্ষা,
যাত্রিদল সব সাজ হে,
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে!
বলো জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম
জয় তপস্বী রাজ হে!
জয় হে!
এসো বজ্র মহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এসো হে, ধন্য করো এ দেশ হে!

সকল যোগী সকল ত্যাগী এসো দুঃসহ দুঃখভাগী,
এসো দুর্জ্জয় শক্তি-সম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে!
এসো জ্ঞানী, এসো কর্ম্মী, নাশো ভারত লাজ হে!
এসো মঙ্গল, এসো গৌরব,
এসো অক্ষয় পুণ্য-সৌরভ,
এসো তেজঃসূর্য্য উজ্জ্বল কীর্ত্তি-অম্বর মাঝ হে!
বীরধর্ম্মে পুণ্যকর্ম্মে বিশ্ব-হৃদয়ে রাজ' হে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে!
জয় জয় নরোত্তম পুরুষ-সত্তম
জয় তপস্বী রাজ হে।
জয় হে!

———

দেশ দেশ নন্দিত করি' মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি'।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্ম্মভার, মিলি' সবার সাথে।
প্রেরণ করো, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে!
বিঘ্নবিপদ দুঃখ-দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই?

নিশ্চল নির্ব্বীর্য্য বাহু কর্ম্মকীর্ত্তিহীনে,
ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥
নূতন-যুগ-সূর্য্য উঠিল ছুটিল তিমির রাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি' মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
গত-গৌরব হৃত আসন নত-মস্তক লাজে,
গ্লানি তা'র মোচন করো, নব-সমাজ মাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥
জনগণ-পথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি' দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি'।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই ?
দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তা'র, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাস-রুদ্ধ চিত্ত তা'র, নাহি নাহি ভাষা।
কোটি-মৌন-কণ্ঠ-পূর্ণ বাণী করো দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জ্জিল ভয় অর্জ্জিল জয় সার্থক হ'লো কাজে।
দিন আগত ঐ,
ভারত তবু কই,
আত্ম-অবিশ্বাস তা'র নাশো কঠিন-ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হানো অশনি পাতে।
ছায়া-ভয় চকিত-মূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে ॥

নিশিদিন মোর পরাণে প্রিয়তম মম
কত না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে।
ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি প্রেমে প্রাণে গানে হায়
থাকি' আড়ালে।

মন, জাগো মঙ্গল লোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতি-বিভাসিত চোখে।
হেরো গগন ভরি' জাগে সুন্দর, জাগে তরঙ্গে জীবন-সাগর,
নির্ম্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে
জাগো অভয় অশোকে॥

রহি' রহি' আনন্দ তরঙ্গ জাগে,
রহি' রহি' প্রভু, তব পরশ-মাধুরী
হৃদয়-মাঝে আসি' লাগে।
রহি' রহি' শুনি তব চরণপাত হে
মম পথের আগে আগে।
রহি' রহি' মম মন-গগন ভাতিল
তব প্রসাদ রবি-রাগে।

মাটির প্রদীপখানি
আছে মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি
আলো দেখ্‌বে ব'লে।

সেই আলোটি নিমেষ-হত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জ্বলে
শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায়
ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নাম্‌লো সন্ধ্যা-তারার বাণী
আকাশ হ'তে আশীষ আনি'
অমর-শিখা আকুল হ'লো
মর্ত্ত-শিখায় উঠ্‌তে জ্ব'লে।

পথিক হে, ঐ-যে চলে, ঐ-যে চলে
সঙ্গী তোমার দলে দলে।
অন্যমনে থাকি কোণে,
চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে
পায়ের ধ্বনি আকাশতলে ॥
পথিক হে, পথিক হে, যেতে যেতে পথের থেকে
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে।
যুগে যুগে বারে বারে
এসেছিলে আমার দ্বারে,
হঠাৎ-যে তাই জানিতে পাই
তোমার চলা হৃদয়তলে ॥

অকারণে অকালে মোর প'ড়্‌লো যখন ডাক
তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি'।
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্ব্বাক্
ধরায় তখন তিমির-গহন রাতি।
ঘরের লোকে কেঁদে কইলো মোরে
"আঁধারে পথ চিন্‌বে কেমন ক'রে ?"
আমি কইনু "চ'ল্‌বো আমি নিজের আলো ধ'রে,
হাতে আমার এই-যে আছে বাতি॥"
বাতি যতই উচ্চ শিখায় জ্বলে আপন তেজে
চোখে ততই লাগে আলোর বাধা,
ছায়ায় মিশে চারিদিকে মায়া ছড়ায় সে-যে
আধেক-দেখা করে আমায় আঁধা।
গর্ব্বভরে যতই চলি বেগে
আকাশ তত ঢাকে ধূলার মেঘে,
শিখা আমার কেঁপে ওঠে অধীর হাওয়া লেগে
পায়ে পায়ে সৃজন করে বাধা॥
হঠাৎ শিরে লাগ্‌লো আঘাত বনের শাখাজালে,
হঠাৎ হাতে নিব্‌লো আমার বাতি।
চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্ কালে
চেয়ে দেখি তিমির-গহন রাতি।
কেঁদে বলি, মাথা ক'রে নীচু
"শক্তি আমার রইলো না আর কিছু,"
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন পিছু পিছু
এসেছে মোর চিরপথের সাথী॥ ৯

আকাশ জুড়ে শুনিনু ঐ বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে।

সে-নামখানি নেমে এলো ভুঁয়ে
কখন্ আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে,
আপন আমার আপনি মরে লাজে ॥
মন মিলে যায় আজ ঐ নীরব রাতে
তারায় ভরা ঐ গগনের সাথে।
অমনি ক'রে আমার এ হৃদয়
তোমার নামে হোক্ না নামময়!
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয়
গভীর হ'য়ে থাক্ জীবনের কাজে ॥

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!) ॥
কান্নাহাসির বাঁধন তা'রা সইলো না
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি) ॥
আমার প্রাণের গানের ভাষা
শিখ্‌বে তা'রা ছিল আশা,
উড়ে গেল, সকল কথা কইলো না।
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)
স্বপন দেখি যেন তা'রা কার আশে
ফেরে আমার ভাঙা খাঁচার চার পাশে!
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)
এত বেদন হয় কি ফাঁকি?
ওরা কি সব ছায়ার পাখী?
আকাশ-পারে কিছুই কি গো বইলো না?
(সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি!)।

সে-যে বাহির হ'লো আমি জানি (জানি)
বক্ষে আমার বাজে তাহার পথের বাণী।
কোথায় কবে এসেছে সে
সাগরতীরে বনের শেষে,
আকাশ করে সেই কথারই কানাকানি॥
হায়রে আমি ঘর বেঁধেছি এতই দূরে,
না জানি তা'র আস্‌তে হবে কত ঘুরে'।
হিয়া আমার পেতে রেখে
সারাটি পথ দিলেম ঢেকে,
আমার ব্যথায় পড়ুক্‌ তাহার চরণখানি॥

তোমায় কিছু দেবো ব'লে চায়-যে আমার মন
নাইবা তোমার থাক্‌লো প্রয়োজন।
যখন তোমার পেলাম দেখা
অন্ধকারে একা একা
ফির্‌তেছিলে বিজন গভীর বন—
ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে
নাইবা তোমার থাক্‌লো প্রয়োজন॥
দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি,
গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি।
অপমানের পথের মাঝে
তোমার বীণা নিত্য বাজে,
আপন সুরে আপ্‌নি নিমগন।
ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে
নাইবা তোমার থাক্‌লো প্রয়োজন॥

দলে দলে আসে লোকে রচে তোমার স্তব,
নানা ভাষায় নানান্ কলরব।
ভিক্ষা লাগি' তোমার দ্বারে
আঘাত করে বারে বারে,
কত-যে শাপ কত-যে ক্রন্দন।
ইচ্ছা ছিল বিনাপণে আপনাকে দিই পায়ে,
নাইবা তোমার থাক্‌লো প্রয়োজন॥

আমি আছি তোমার সভার
দুয়ার দেশে,
সময় হ'লেই বিদায় নেবো
কেঁদে হেসে।
মালায় গেঁথে যে-ফুলগুলি
দিয়েছিলে মাথায় তুলি',
পাপ্‌ড়ি তাহার প'ড়্‌বে ঝ'রে
দিনের শেষে॥
উচ্চ আসন না যদি রয়
নাম্‌বো নীচে,
ছোটো ছোটো গানগুলি এই
ছ'ড়িয়ে পিছে।
কিছু তো তা'র রইবে বাকি
তোমার পথের ধূলা ঢাকি',
সবগুলি কি সন্ধ্যা হাওয়ায়
যাবে ভেসে॥

আমি তোমায় যত
শুনিয়েছিলেম গান,
তা'র বদলে আমি
চাইনে কোনো দান।
ভুল্‌বে সে-গান যদি
না হয় যেয়ো ভুলে
উঠ্‌বে যখন তারা
সন্ধ্যাসাগর কূলে ;
তোমার সভায় যবে
ক'র্‌বো অবসান
এই ক-দিনের শুধু
এই ক-টি মোর তান।
তোমার গান-যে কত
শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি
ভুল্‌বে কেমন ক'রে ?
সেই কথাটি কবি,
প'ড়্‌বে তোমার মনে
বর্ষা-মুখর রাতে
ফাগুন-সমীরণে ;
এইটুকু মোর শুধু
রইলো অভিমান,
ভুল্‌তে সে কি পারো
ভুলিয়েছো মোর প্রাণ ?

ফাগুন হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে
গোলাপ জবা পারুল পলাশ পারিজাতের বুকের 'পরে।

সেইখানে মোর পরাণখানি
যখন পারি ব'হে আনি,
নিলাজ-রাঙা পাগল-রঙে রঙিয়ে নিতে থরে থরে ॥
বাহির হ'লেম ব্যাকুল হাওয়ার উতল পথের চিহ্ন ধ'রে,
ওগো তুমি রঙের পাগল, ধ'র্‌বো তোমায় কেমন ক'রে ?
কোন্ আড়ালে লুকিয়ে র'বে,
তোমায় যদি না পাই তবে
রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে ?

তোমারি ঝর্‌না-তলার নির্জ্জনে
মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে !
রবি ঐ অস্তে নামে শৈলতলে,
বলাকা কোন্ গগনে উড়ে চলে ;
আমি এই করুণ ধারার কলকলে
নীরবে কান পেতে রই আন্‌মনে ;
তোমারি ঝর্‌না-তলার নির্জ্জনে ।
দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোঁজ ক'রে,
মেটে বা নাই মেটে তা ভাব্‌বো না আর তা'র তরে ।
সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে
এসেছি সকল চাওয়ার বাহির দেশে,
নেবো আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে
তোমারি ঝর্‌না-তলার নির্জ্জনে ॥

স্থর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই
কেবল কাজে,
বুকে বাজে তোমার চোখের
ভর্ৎসনা-যে।
উধাও আকাশ উদার ধরা,
সুনীল শ্যামল সুধায় ভরা,
মিলায় দূরে, পরশ তাদের
মেলে না-যে,
বুকে বাজে তোমার চোখের
ভর্ৎসনা-যে॥
বিশ্ব-যে সেই স্থরের পথের
হাওয়ায় হাওয়ায়
চিত্ত আমার ব্যাকুল করে
আসা-যাওয়ায়।
তোমায় বসাই এ হেন ঠাঁই,
ভুবনে মোর আর কোথা নাই,
মিলন হবার আসন হারাই
আপন মাঝে;
বুকে বাজে তোমার চোখের
ভর্ৎসনা-যে॥

গানের ভিতর দিয়ে যখন
দেখি ভুবনখানি,
তখন তা'রে চিনি, আমি
তখন তা'রে জানি।

তখন তারি আলোর ভাষায়
আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধূলায় ধূলায়
জাগে পরম বাণী ॥
তখন সে-যে বাহির ছেড়ে
অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে
তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায়
আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে
সবার কানাকানি !

তোমার দ্বারে কেন আসি
ভুলেই-যে যাই—
কতই কী চাই,
দিনের শেষে ঘরে এসে
লজ্জা-যে পাই।
সে-সব চাওয়া সুখে দুখে
ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে,
গভীর বুকে
যে-চাওয়াটি গোপন তাহার
কথা-যে নাই ॥
বাসনা সব বাঁধন যেন
কুঁড়ির গায়ে,
ফেটে যাবে ঝ'রে যাবে
দখিন বায়ে।

একটি চাওয়া ভিতর হ'তে
ফুট্‌বে তোমার ভোর-আলোতে—
প্রাণের স্রোতে,
অন্তরে সেই গভীর আশা
ব'য়ে বেড়াই ॥

যে-আমি ঐ ভেসে চলে
কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরি পানে দেখ্‌ছি আমি চেয়ে ;
ধূলার সাথে, জলের সাথে,
ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চ'ল্‌ছে ও-যে ধেয়ে।
ও-যে সদাই বাইরে আছে,
দুঃখে সুখে নিত্য নাচে,
ঢেউ দিয়ে যায় দোলে-যে ঢেউ খেয়ে,
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে,
একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে,
ওরি পানে দেখ্‌ছি আমি চেয়ে ॥
যে-আমি যায় কেঁদে হেসে
তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠ্‌তেছি গান গেয়ে—
ও-যে সচল ছবির মতো
আমি নীরব কবির মতো,
ওরি পানে দেখ্‌ছি আমি চেয়ে।

এই-যে আমি ঐ আমি নই,
আপন মাঝে আপনি যে রই,
যাইনে ভেসে মরণধারা বেয়ে—
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,
শান্ত আমি, দীপ্ত আমি।
ওরি পানে দেখ্‌ছি আমি চেয়ে।

যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তা'রা কথার বেড়া গাঁথে কেবল
দলের পরে দলে।
একের কথা আরে
বুঝ্‌তে নাহি পারে,
বোঝায় যত, কথার বোঝা
ততই বেড়ে চলে॥
যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর,
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে
নিকট হ'তে দূর।
বোঝে কি নাই বোঝে
থাকে না তা'র খোঁজে,
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে
তোমার চরণতলে॥

জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার র'য়েছো দাঁড়ায়ে।
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,

গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু-বাহু বাড়ায়ে ॥
নীরব নিশি তব চরণনিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে !
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হ'তে আসিল নাবিয়া !
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে
গানের বেদনায় যাই-যে হারায়ে ॥

নমি নমি চরণে
নমি কলুষহরণে।
সুধা-রস-নির্ঝর হে,
(নমি নমি চরণে)।
নমি চির-নির্ভর হে
মোহ-গহন-তরণে।
নমি চিরমঙ্গল হে
নমি চিরসম্বল হে।
উদিল তপন গেল রাত্রি,
(নমি নমি চরণে)
জাগিল অমৃতপথযাত্রী
নমি চির পথসঙ্গী,
নমি নিখিলশরণে।
নমি সুখে দুঃখে ভয়ে
নমি জয় পরাজয়ে।

অসীম বিশ্বতলে
(নমি নমি চরণে)
নমি চিত-কমলদলে
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে,
নমি জীবনে মরণে ॥

আমি তা'রেই খুঁজে বেড়াই যে রয়
মনে আমার মনে।
সে আছে ব'লে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে।
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা
অসীম শাদায় কালোয়!
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায়
দখিন সমীরণে!
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে
আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায়!
সে মোর চির-দিনের ব'লে—
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে ॥

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই,
তখন যাহা পাই
সে-যে আমি হারাই বারে বারে।
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে,
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি, আপন মাঝে গোপন রতন ভার,
হারায় না সে আর।
প্রভাত আসে তাঁহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে,
সে আলো তাঁর লুটায় ধরণীতে।
তিনি যখন সন্ধ্যা কাছে দাঁড়ান্ ঊর্দ্ধকরে
তখন স্তরে স্তরে
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন,
মুকুটে তাঁর পরেন সে-রতন।

এ শুধু অলস মায়া ; এ শুধু মেঘের খেলা ;
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জ্জন,
এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা ;
নিমেষের হাসি কান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবি-করে সারাবেলা
আপনারি ছায়া ল'য়ে খেলা করে ফুলগুলি,
এও সেই ছায়া খেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি'
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারাদিন আনমনে।
কারে যেন দেবো ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি,
সন্ধ্যায় বনের ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে ?
ভুলে ভুলে গান গাই—কে শোনে, কে নাই শোনে,
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে।

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে'।
তবু একবার চাও মুখ পানে
নয়ন তুলে'।
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সে-দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে'।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙাও না
এসেছি ভুলে॥
ব্যথা দিয়ে কবে কথা ক'য়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি
লাজে বাধো বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয় উছ্বাস
নয়ন-কূলে।
তুমি-যে ভুলেছো ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে'॥
কাননের ফুল এরা তো ভোলে নি,
আমরা ভুলি?
সেই তো ফুটিছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হ'তে এনেছে ধরিয়া
অরুণ কিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে?

কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না-যে, তাই
এসেছি ভুলে'।
এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি ?
দখিন বাতাসে কেহ নাই পাশে
সাথের সাথী !
চারিদিক হ'তে বাঁশি শোনা যায়
সুখে আছে যারা তা'রা গান গায় ;
আকুল বাতাসে মদির সুবাসে,
বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ,
আসিলে ভুলে' ?

ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখী
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দু-খানি আঁখির পাতে কী রেখেছো ঢাকি'
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী,
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস ;
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি'
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।

সময় আমার নাই-যে বাকি,
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে না কি ?

বারে বারে কা'রা করে আনাগোনা,
কোলাহলে সুরটুকু আর যায় না শোনা,
ক্ষণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাঁকি
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে নাকি ?
পণ ক'রেছি তোমার হাতে আপনারে
শেষ ক'রে আজ চুকিয়ে দেবো একেবারে।
মিটিয়ে দেবো সকল খোঁজা, সকল বোঝা,
ভোর বেলাকার একলা পথে চ'ল্‌বো সোজা,
তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেবো সজাগ আঁখি ;
শেষের প্রহর পূর্ণ ক'রে দেবে নাকি ?

পাখী আমার নীড়ের পাখী অধীর হ'লো কেন জানি।
আকাশ-কোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর কানাকানি ॥
ডাক উঠেছে মেঘে মেঘে,
অলস পাখা উঠ্‌লো জেগে,
লাগ্‌লো তা'রে উদাসী ঐ নীল গগনের পরশখানি ॥
আমার নীড়ের পাখী এবার উধাও হ'লো আকাশ মাঝে।
যায় নি কারো সন্ধানে সে যায়-নি যে সে কোনো কাজে ॥
গানের ভরা উঠ্‌লো ভ'বে,
চায় দিতে তাই উজাড় ক'রে
নীরব গানের সাগরমাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী ॥

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।
তাইতো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে ;

নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে ॥
ওগো আমার নিত্য নতুন, দাঁড়াও হেসে,
চ'ল্‌বো তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিব্‌লো যখন পথের আলো
সাগর-তীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
শূন্যে আমার উঠ্‌লো তারা সারে সারে ॥

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি'
কোন্ নব চঞ্চল-ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি
নিখিলের হৃদয়-স্পন্দে ॥
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত,
উড়ে বসনাঞ্চল-প্রান্ত,
আলোকের নৃত্যে বনান্ত
মুখরিত অধীর আনন্দে ॥
ঐ অম্বর-প্রাঙ্গণ মাঝে
নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে
করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদ-পরশন-আশা
তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা ;
সমীরণ বন্ধন-হারা
উন্মন কোন্ গন্ধে ॥

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে।
বনের ছায়ায় জল ছলছল সুরে,
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
খনে খনে ঐ গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্ বাজে॥
কোন্ দূরের মানুষ যেন এলো আজ কাছে,
তিমির আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তা'র বিরহ ব্যথার মালা,
গোপন মিলন অমৃতগন্ধ ঢালা;
মনে হয় তা'র চরণের ধ্বনি জানি,
হার মানি তা'র অজানা জনের সাজে॥

এবার রঙিয়ে গেল হৃদয়-গগন সাঁঝের রঙে।
আমার সকল বাণী হ'লো মগন সাঁঝের রঙে।
মনে লাগে দিনের পরে
পথিক এবার আস্‌বে ঘরে;
আমার পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সাঁঝের রঙে॥
অস্তাচলের সাগর-কূলের এই বাতাসে
ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আমার তন্দ্রা আসে।
সন্ধ্যাযূথীর গন্ধ-ভারে,
পান্থ যখন আস্‌বে দ্বারে;
আমার আপনি হবে নিদ্রা-ভগন সাঁঝের রঙে॥

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ্‌-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
আমার একতারাটির একটি তারে
গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে
হার মেনেছি এই খেলাতে।
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
ঐ বাঁশি-যে বাজে দূরে।
তোমার গানের লীলার সেই কিনারে
যোগ দিতে কি সবাই পারে,
বিশ্ব-হৃদয়-পারাবারে
রাগ-রাগিণীর জাল ফেলাতে,
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥

আমি জ্বাল্‌বো না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি',
আমি শুন্‌বো ব'সে আঁধার-ভরা গভীর বাণী।
আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক্ নিশীথ রাতে,
আমার লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক্ না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি ॥
আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ঐ আঁধার বীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথ-খোঁজা এই হ'লো সারা,
এখন দিক্-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা
কিসের আশায় ব'সে আছে অভয় মানি' ॥

ঐ বুঝি কালবৈশাখী
সন্ধ্যা-আকাশ দেয় ঢাকি'!
ভয় কী রে তোর ভয় কারে
দ্বার খুলে' দিস্ চার্‌ধারে,
শোন্ দেখি ঘোর হুঙ্কারে
নাম তোরি ঐ যায় ডাকি' ॥
তোর সুরে আর তোর গানে
দিস্ সাড়া তুই ওর পানে।
যা নড়ে তায় দিক্ নেড়ে,
যা যাবে তা যাক্ ছেড়ে,
যা ভাঙা তাই ভাঙ্‌বে রে
যা র'বে তাই থাক্ বাকি।

দুঃখ-যে তোর নয় রে চিরন্তন,
পার আছে রে এই সাগরের
বিপুল ক্রন্দন।
এই জীবনের ব্যথা যত
এইখানে সব হবে গত,
চির-প্রাণের আলয় মাঝে
বিপুল সান্ত্বন ॥
মরণ-যে তোর নয় রে চিরন্তন,
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি
প'ড়্‌বে রে বন্ধন।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে
পূজার কুসুম ঝ'রে পড়ে,
যাবার বেলায় ভ'র্‌বে থালায়
মালা ও চন্দন।

আজ সবার রঙে রঙ্ মিশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়,
তোমার রঙীন্ উত্তরীয়
পরো পরো পরো তবে।
মেঘ রঙে রঙে বোনা,
আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ-যে বাজ্‌লো পাখীর রবে॥
আজ রঙ্-সাগরে তুফান ওঠে মেতে।
যখন তারি হাওয়া লাগে
তখন রঙের মাতন জাগে
কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।
সেই রাতের স্বপন-ভাঙা
আমার হৃদয় হোক্ না রাঙা।
তোমার রঙেরি গৌরবে॥

এই বুঝি মোর ভোরের তারা এলো সাঁঝের তারার বেশে?
অবাক-চোখে ঐ চেয়ে রয় চিরদিনের হাসি হেসে।
সকাল বেলা পাইনি দেখা পাড়ি দিল কখন্ একা,
নাম্‌লো আলোক-সাগর পারে অন্ধকারের ঘাটে এসে॥
সকাল বেলা আমার হৃদয় ভরিয়ে ছিল পথের গানে,
সন্ধ্যাবেলা বাজায় বীণা কোন্ সুরে-যে কেইবা জানে।
পরিচয়ের রসের ধারা কিছুতে আর হয় না হারা;
বারে বারে নতুন ক'রে চিত্ত আমার ভুলাবে সে॥

চোখ-যে ওদের ছুটে চলে গো
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো।
দেখ্‌বে ব'লে ক'রেছে পণ,
দেখ্‌বে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো ॥
আমায় তোরা ডাকিস্‌ না রে,—
আমি যাবো খেয়ার ঘাটে অরূপ রসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাবো অকূল
সুধা-সাগর তলে গো ॥

বাহিরে ভুল হান্‌বে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙ্‌বে কি ?
বিষাদ-বিষে জ্ব'লে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙ্‌বে কি ?
রৌদ্রদাহ হ'লে সারা
নাম্‌বে কি ওর বর্ষাধারা ?
লাজের রাঙা মিট্‌লে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙ্‌বে কি ?
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হ'য়ে
টান্‌বে না কি ব্যথার টানে ?

অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগ্‌বে বেগে
নয়ন-জলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মান্‌বে কি ?

আকাশ হ'তে খ'স্‌লো তারা
আঁধার রাতে পথহারা।
প্রভাত তা'রে খুঁজ্‌তে যাবে ধরার ধূলায় খুঁজে পাবে
তৃণে তৃণে শিশিরধারা।
দুখের পথে গেল চ'লে,
নিব্‌লো আলো, ম'র্‌লো জ্ব'লে।
রবির আলো নেমে এসে
মিলিয়ে নেবে ভালোবেসে
দুঃখ তখন হবে সারা॥

আগুনে হ'লো আগুনময়!
জয় আগুনের জয়!
মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে,
এই বেলা সব যাক্ না পুড়ে',
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক্ রে পরিচয়!
আগুন এবার চ'ল্‌লো রে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর কোন্‌খানে-যে লুকিয়ে আছে প্রাণে।
আড়াল তোমার যাক্ না ঘুচে',
লজ্জা তোমার যাক্ রে মুছে',
চিরদিনের মতো তোমার ছাই হ'য়ে যাক্ ভয়॥

বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে রঙ্গ।
ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপামী, তা'র
উদ্দাম তরঙ্গ।
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক্ এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ॥
সাধের মুকুল কতই প'ড়্লো ঝ'রে,
তারা ধূলা হ'লো, ধূলা দিল ভ'রে!
প্রখর তাপে জর জর
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হোক্ ভঙ্গ॥

এখনো গেল না আঁধার,
এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণ-ব্রত
জীবনে হ'লো না সাধা!
কবে-যে দুঃখ জ্বালা
হবে রে বিজয় মালা,
ঝলিবে অরুণ রাগে
নিশীথ রাতের কাঁদা!
এখনো নিজেরি ছায়া
রচিছে কত-যে মায়া।

এখনো কেন-যে মিছে
চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজুলি আলো
চোখেতে লাগালো ধাঁদা ॥

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
যেন গো অস্ত আকাশে।
জীবন-শেষের শেষ জাগরণ সম
ঝলসিছে মহা বেদনা—
নিমেষে দাহিছে যাহা কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপানি,
চরম শোভায় রচিত।॥

ঐ ঝঙ্কার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে
বাজ্‌লো ভেরী, বাজ্‌লো ভেরী।
কখন আমার খুল্‌বে দুয়ার
নাইকো দেরি, নাইকো দেরি।

তোমার তো নয় ঘরের মেলা
কোণের খেলা নয়,
তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে
জগৎ জুড়ে ফেরাফিরি ॥
মরণ তোমার পারের তরী,
কাঁদন তোমার পালের হাওয়া,
তোমার বীণা বাজায় প্রাণে
বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া।
ভাঙ্‌লো যাহা প'ড়্‌লো ধূলায়
যাক্ না চুলায় গো,
ভ'র্‌লো যা তাই দেখ্ না রে ভাই,
বাতাস ঘেরি' আকাশ ঘেরি'।

আমার অভিমানের বদলে আজ নেবো
তোমার মালা।
আজ নিশি-শেষে শেষ ক'রে দিই চোখের
জলের পালা ॥
আমার কঠিন হৃদয়টারে
ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তা'রে মধুর
পরশ পাষাণ-গলা ॥
ছিল আমার আঁধারখানি,
তা'রে তুমিই নিলে টানি',
তোমার প্রেম এলো-যে আগুন হ'য়ে
ক'র্‌লো তা'রে আলা।

সেই-যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামী
তা'রে উজাড় ক'রে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণ-ডালা ॥

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে-বীণা আজি উঠিল বাজি' হৃদয়-মাঝে।
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥
হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁধন,
গেল কেটে আজ সফল হ'লো সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে-যাওয়া
সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে ॥

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরৎ মেঘে।
কেমনে আজ্‌কে ভোরে
গেল গো গেল সরে'
তোমার ঐ আঁচলখানি
শিশিরের ছোঁওয়া লেগে ॥
কী-যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।

সে-যে ঐ শিউলিদলে
ছড়ালো কাননতলে,
সে-যে ঐ ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে ॥

যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি ;
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
স্বপ্নে শোনা সে-সুর এ কি,
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি' ॥
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির 'পরে।
এ-যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ-যে মাটির কোলে মাণিক-খসা হাসিরাশি ॥

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা-যে ডাকতে জানে।
আশ্বিনে ঐ শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেলো-যে,
আপন মনে রইলো ম'জে।

হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন ক'রে
খবর-যে তা'র পৌঁছলো রে,
ঘরছাড়া ঐ মেঘের কানে ॥

কেন-যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তা'রে মানা করে কে, আমার মন মানে না।
কেউ বোঝে না তা'রে,
সে-যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না ॥
তা'র খেয়া গেল পারে
সে-যে রইলো নদীর ধারে।
কাজ ক'রে সব সারা
(ঐ) এগিয়ে গেল কা'রা
আনমনা-মন সে-দিক্‌পানে দৃষ্টি হানে না ॥

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া
তোমায় আমায়
জনম জনম এই চ'লেছে
মরণ কভু তা'রে থামায় ?
যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি',
আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায়।

ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা
তা'র ধারি ধার,
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে
শোধ করি তা'র।
আমার শরৎ রাতের শেফালি বন
সৌরভেতে মাতে যখন,
তখন পাল্‌টা সে-তান লাগে তব
শ্রাবণ রাতের প্রেম-বরিষায়।

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর,
জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর,
শঙ্কর শঙ্কর!
জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট সংহর
শঙ্কর শঙ্কর!
তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান সঞ্চর,
শঙ্কর শঙ্কর!
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর
শঙ্কর শঙ্কর!

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র !
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ
ধ্বংস-বিকট দন্ত !
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচল চলন মন্ত্র ॥
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টক দৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ—
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র ॥

ও তো আর ফির্‌বে না রে, ফির্‌বে না আর, ফির্‌বে না রে।
ঝড়ের মুখে ভাস্‌লো তরী
কূলে আর ভিড়্‌বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে,
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘির্‌বে না রে ॥

আমি মারের সাগর পাড়ি দেবো

বিষম ঝড়ের বায়ে

আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।

মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে

ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে

তোমার ঐ পারেতেই যাবে তরী

ছায়াবটের ছায়ে॥

পথ আমারে সেই দেখাবে

যে আমারে চায়—

আমি অভয় মনে ছাড়্‌বো তরী

এই শুধু মোর দায়।

দিন ফুরালে জানি জানি

পৌঁছে ঘাটে দেবো আনি'

আমার দুঃখদিনের রক্তকমল

তোমার করুণ পায়ে॥

ভুলে যাই থেকে থেকে

তোমার আসন 'পরে বসাতে চাও

নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

দ্বারী মোদের চেনে না-যে,

বাধা দেয় পথের মাঝে,

বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,

লও ভিতরে ডেকে ডেকে॥

মোদের প্রাণ দিয়েছো আপন হাতে

মান দিয়েছো তারি সাথে।

থেকেও সে-মান থাকে না-যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধুলাতে ঢেকে ঢেকে ॥

তোর শিকল আমায় বিকল ক'র্‌বে না।
তোর মারে মরম ম'র্‌বে না।
তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই-যে,
আমার মনের ভিতর র'য়েছে এই-যে,
তোদের ধরা আমায় ধ'র্‌বে না ॥
যে-পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তা'র খোঁজ পাবে কী বল্‌?
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে?
তোর ডরে পরাণ ড'র্‌বে না ॥

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,
গুণী মোর, ও গুণী?
বাঁধা-বীণা রইবে প'ড়ে এম্‌নি ভাবে,
গুণী মোর, ও গুণী?
তাহ'লে হার হ'লো-যে হার হ'লো
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হ'লো
গুণী মোর, ও গুণী!

বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে,
তাহ'লেই সুর জাগে,
গুণী মোর, ও গুণী!
না হ'লে ধূলায় প'ড়ে লাজ কুড়াবে ॥

ফেলে রাখ্‌লেই কি প'ড়ে র'বে? (ও অবোধ)
যে তা'র দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)
ও-যে কোন্ রতন তা দেখ্ না ভাবি',
ওর পরে কি ধূলোর দাবী?
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার
হার গাঁথা-যে ব্যর্থ হবে ॥
ওর খোঁজ প'ড়েছে জানিস্ নে তা?
তাই দূত বের'লো হেথা সেথা।
যারে ক'র্‌লি হেলা সবাই মিলি,
আদর-যে তা'র বাড়িয়ে দিলি,
যারে দরদ দিলি, তা'র ব্যথা কি
সেই দরদীর প্রাণে স'বে?

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।
নাচে রে নাচে চরণ নাচে,
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে,
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।
মরমে মরমে বেদনা ফুটে,
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে॥

দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে।
রজনী নিদ্রাহীন,
দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আরাম নাহি-যে জানে।
শুষ্ক কানন শাখে
ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে॥
ভয় নাহি, ভয় নাহি।
গগনে র'য়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে॥

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কলকল ছলছল!
এসো এসো উৎস-স্রোতে গূঢ় অন্ধকার হ'তে
এসো হে নির্মল,
কলকল ছলছল॥

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়।
তুমি-যে খেলার সাথী
সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান
তোমাতে জাগায় গান,
এসো হে উজ্জ্বল,
কলকল ছলছল॥
হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয়, আয়, আয়"! সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে
করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল,
কলকল ছলছল॥
মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে ক'রেছে বন্দী পাষাণ-শৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা
এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল,
কলকল ছলছল॥

ঐ-যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে
আঁচলখানি দোলে।
ওরি গানের তালে তালে
আমে জামে শিরীষ শালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায়
আকুল কল্লোলে।

আমার দুই আঁখি ঐ সুরে
যায় হারিয়ে সজল ধারায়
ঐ ছায়াময় দূরে।
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে
কোন্ সাথী মোর যায়-যে ডেকে,
একলা দিনের বুকের ভিতর
ব্যথার তুফান তোলে॥

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর
বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে।
তোমার মোহন এলো ভীষণ বেশে
আকাশ ঢাকা জটিল কেশে,
বুঝি এলো তোমার সাধন ধন
চরম সর্ব্বনাশে॥
বাতাসে তোর সুর ছিল না
ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর
শুষ্ক কঠিন ধরা।
এবার জাগ্ রে হতাশ আয় রে ছুটে'
অবসাদের বাঁধন টুটে',
বুঝি এলো তোমার পথের সাথী
বিপুল অট্টহাসে॥

কখন্ বাদল ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে।
ঐ ঘাসের ঘনঘোরে
ধরণীতল হ'লো শীতল
চিকণ আভায় ভ'রে ;
ওরা হঠাৎ-গাওয়া গানের মতো
এলো প্রাণের বেগে ॥
ওরা-যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা।
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি'
ওদের খেলা-ঘরে।
ওদের দোল দেখে আজ প্রাণে আমার
দোলা ওঠে জেগে ॥

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে
আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হ'লো
অকারণে।
কেমন ক'রে যায়-যে ডেকে
বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে
ক্ষণে ক্ষণে ॥
বাঁধন-হারা জলধারার
কলরোলে

আমারে কোন্ পথের বাণী
যায়-যে ব'লে।
সে-পথ গেছে নিরুদ্দেশে
মানস-লোকে গানের শেষে,
চিরদিনের বিরহিণীর
কুঞ্জবনে ॥

আজ আকাশের মনের কথা ঝরঝর বাজে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে।
দিঘির কালো জলের 'পরে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা-যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সনে।
ম্লান স্মৃতির বাণী যত
পল্লব মর্ম্মরের মতো
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে,
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে।
ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁদা রে।

ছায়ার   তলে তলে জলের ধারা ঐ
হেরো   দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।
মন-যে আমার পথ-হারানো সুরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে॥

পূব সাগরের পার হ'তে কোন্
এলো পরবাসী।
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সনসন
সাপ খেলাবার বাঁশি।
সহসা তাই কোথা হ'তে
কুলুকুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা
ছুটেছে উল্লাসি'॥
আজ দিগন্তে ঘন ঘন
গভীর গুরু গুরু
ডমরু-রব হ'য়েছে ঐ সুরু।
তাই শুনে আজ গগনতলে
পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরণ নাগনাগিনী
ছুটেছে উদাসী॥

আজি   বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ আলো মেশে।

বেণুবনের মাথায় মাথায়
রং লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধরায় হৃদয় হারায়
কোথা-যে যায় ভেসে ॥
এই ঘাসের ঝিলিমিলি
তা'র সাথে মোর প্রাণের কাঁপন
একতালে যায় মিলি'।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে
রক্তে আমার পুলক লাগে,
বনের সাথে মন-যে মাতে
ওঠে আকুল হেসে ॥

———

শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা।
ঐ-যে পূরব গগন জুড়ে'
উত্তরী তা'র যায় রে উড়ে'
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা ॥
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে
ঐ তো আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা সুরের ঢেউ-তোলা ॥

———

বহুযুগের ওপার হ'তে আষাঢ় এলো আমার মনে,
কোন সে কবির ছন্দ বাজে ঝরঝর বরিষণে।

যে-মিলনের মালাগুলি
ধূলায় মিশে' হ'লো ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে
আজি সজল সমীরণে ॥
সেদিন এম্‌নি মেঘের ঘটা রেবা নদীর তীরে
এমনি বারি ঝ'রেছিলো শ্যামল শৈল-শিরে।
মালবিকা অনিমিখে
চেয়েছিলো পথের দিকে
সেই চাহনি এলো ভেসে
কালো মেঘের ছায়ার সনে ॥

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা
সারা বেলা ধ'রে ঝরঝরঝর ধারা।
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হ'লো সারা ॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হ'য়ে বেড়ায় ঘুরে
পূবে হাওয়া গৃহহারা ॥

এ কী গভীর বাণী এলো
ঘন মেঘের আড়াল ধ'রে
সকল আকাশ আকুল ক'রে।

সেই বাণীর পরশ লাগে,
নবীন প্রাণের বাণী জাগে,
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে
ধরার হৃদয় ওঠে ভ'রে ॥
সে কে বাঁশি বাজিয়েছিলো
কবে প্রথম সুরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিলো
সুদূর আঁধার আদিকালে।
তা'র বাঁশির ধ্বনিখানি
আজ আষাঢ় দিল আনি',
সেই অগোচরের তরে
আমার হৃদয় নিল হ'রে ॥

আমার হৃদয় আজি যায়-যে ভেসে
যার পায়নি দেখা তা'র উদ্দেশে।
বাঁধন ভোলে হাওয়ায় দোলে
যায় সে বাদল মেঘের কোলে রে,
কোন্-যে অসম্ভবের দেশে ॥
সেথায় বিজন সাগর কূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে।
রাজার পুরে তমাল গাছে
নূপুর শুনে' ময়ূর নাচে রে,
সুদূর তেপান্তরের শেষে ॥

ভোর হ'লো যেই শ্রাবণ-শর্ব্বরী
তোমার বেড়ায় উঠ্‌লো ফুটে
হেনার মঞ্জরী।
গন্ধ তারি রহি' রহি'
বাদল বাতাস আনে বহি',
আমার মনের কোণে কোণে
বেড়ায় সঞ্চরি'॥
বেড়া দিলে কবে তুমি
তোমার ফুল-বাগানে,
আড়াল ক'রে রেখেছিলে
আমার বনের পানে।
কখন্ গোপন অন্ধকারে
বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হ'য়ে
ডাকে মর্ম্মরি'॥

বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে
বইছে ধীরে ধীরে।
গুঞ্জরিয়া কেন বেড়ায় ও-যে
বুকের শিরে শিরে।
অলখ্ তারে বাঁধা অচিন্ বীণা
ধরার বক্ষে রহে নিত্য লীনা, এই হাওয়া,
কত যুগের কত মনের কথা
বাজায় ফিরে ফিরে॥
ঋতুর পরে ঋতু ফিরে আসে
বসুন্ধরার কূলে।

চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে
ফুলের পরে ফুলে।
গানের পরে গানে তারি সাথে
কত সুরের কত-যে হার গাঁথে, এই হাওয়া,
ধরার কণ্ঠ বাণীর বরণ-মালায়
সাজায় ঘিরে ঘিরে ॥

বাদল ধারা হ'লো সারা বাজে বিদায় সুর
গানের পালা শেষ ক'রে দে, যাবি অনেক দূর।
ছাড়্‌লো খেয়া ও-পার হ'তে
ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে,
দুল্‌ছে তরী নদীর পথে তরঙ্গ-বন্ধুর ॥
কদম-কেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি'।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া,
আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া,
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস
বৃষ্টির বিন্দুর ॥

মাধবী, হঠাৎ কোথা হ'তে
এলো ফাগুন দিনের স্রোতে
এসে হেসেই বলে, "যাই যাই যাই"।
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তা'রে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই।

আকাশে তারা বলে তা'রে
"তুমি এসো গগন-পারে
তোমায় চাই চাই চাই !"
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তা'রে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই ॥
বাতাস দখিন হ'তে আসে
ফেরে তারি পাশে পাশে
বলে "আয় আয় আয় !"
বলে "নীল অতলের কূলে
সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যায় যায় যায় !"
বলে "পূর্ণ শশির রাতি
ক্রমে হবে মলিন ভাতি
সময় নাই নাই নাই ।"
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তা'রে কানে কানে বলে
"না না না"
নাচে তাই তাই তাই ॥

নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগ্‌লো।
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগ্‌লো।
আকাশের লাগে ধাঁদা
রবির আলো ঐ কি বাঁধা ?
বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগ্‌লো।
শর্ষে ক্ষেতে ফুল হ'য়ে তাই জাগ্‌লো ॥

নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগ্‌লো।
অনেক কালের মনে কথা জাগ্‌লো।
এলো আমার হারিয়ে-যাওয়া
কোন্ ফাগুনের পাগল হাওয়া!
বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগ্‌লো?
শর্ষে ক্ষেতে ঢেউ হ'য়ে তাই জাগ্‌লো॥

আজ তালের বনের করতালি
কিসের তালে
পূর্ণিমা চাঁদ মাঠের পারে
ওঠার কালে।
না-দেখা কোন্ বীণা বাজে
আকাশ মাঝে,
না-শোনা কোন্ রাগ রাগিণী
শূন্যে ঢালে!
ওর খুসীর সাথে কোন খুসীর আজ
মেলা মেশা,
কোন্ বিশ্ব-মাতন গানের নেশায়
লাগ্‌লো নেশা!
তারায় কাঁপে রিনিঝিনি
যে-কিঙ্কিনী
তারি কাঁপন লাগ্‌লো কি ওর
মুগ্ধ ভালে!

আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে'
চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে'।
তা'র গন্ধ কোথায় গন্ধ কোথায় রে ?
গন্ধ আমার গভীর ব্যথায়
হৃদয় মাঝে লুটে।
ও কখন যাবে স'রে
আকাশ হ'তে প'ড়্‌বে ঝ'রে !
ওরে রাখ্‌বো কোথায় রাখ্‌বো কোথায় রে ?
রাখ্‌বো ওরে আমার ব্যথায়
গানের পত্রপুটে !

বাদল মেঘে মাদল বাজে
গুরু গুরু গগন মাঝে।
তারি গভীর রোলে
আমার হৃদয় দোলে
আপন সুরে আপ্‌নি ভোলে।
কোথায় ছিল গহন প্রাণে
গোপন ব্যথা গোপন গানে,—
আজি সজল বায়ে
শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকল খানে
গানে গানে ॥

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চ'লে বকের পাঁতি।
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি' গাঁথি'।
সুদূরের বীণার স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,

দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগ্‌লামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি' ॥
ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে,
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের,—পিছন পানে তাকায় না রে।
যে-বাসা ছিল জানা
সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাইরে মানা;
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি ॥

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ-যে
আমার চোখের 'পরে নাচে।
ও তা'র শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে
দিক্ হ'তে ঐ দিগন্তরে,
তা'র কালো আভার কাঁপন দেখো
তালবনের ঐ গাছে গাছে ॥
বাদল হাওয়া পাগল হ'লো
সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তা'র বাজিয়ে বেড়ায়
মাঠ হ'তে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে সেই আগুনের পুলক ফুটে
কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ
আমার গানের পাখায় পাছে ॥

ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়াতরীর মাঝি,
অশ্রুভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে' দাও আজি।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়
বোঝা তাহার নয় ভারি নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি॥
ভোরবেলা যে খেলার সাথী ছিল আমার কাছে
মনে ভাবি তা'র ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারি গানে
সেই আঁখি তা'র মনে আনে,
আকাশভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি'॥

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি'
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী।
আজি সঘন শর্ব্বরী মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝরি' ঝরিছে জলধারা,
তমাল বন মর্ম্মরি' পবন চলে হাঁকি'।
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী॥
যে-কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি'
জানি না কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী।
র'য়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাবো বাটে,
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে!
কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি,
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী॥

হায়গো,

ব্যথায় কথা যায় ডুবে' যায় যায় গো,

সুর হারালেম অশ্রুধারে।

তরী তোমার সাগর নীরে

আমি ফিরি তীরে তীরে,

ঠাঁই হ'লো না তোমার সোনার নায় গো,

পথ কোথা পাই অন্ধকারে॥

হায়গো,

নয়ন আমার মরে দুরাশায় গো,

চেয়ে থাকি দাঁড়িয়ে দ্বারে।

যে-ঘরে ঐ প্রদীপ জ্বলে

তা'র ঠিকানা কেউ না বলে,

ব'সে থাকি পথের নিরালায় গো

চির-রাতের পাথার পারে।

একী সুধারস আনে

আজি মম মনে প্রাণে।

সে-যে চিরদিবসেরি

নূতন তাহারে হেরি,

বাতাস সে-মুখ ঘেরি'

মাতে গুঞ্জন গানে॥

পুরাতন বীণাখানি

ফিরে পেলো হারা বাণী।

নীলাকাশ শ্যাম-ধরা

পরশে তাহারি ভরা,

ধরা দিল অগোচরা

নব নব সুরে তানে॥

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও
কে আমারে কী-যে বলে ভোলাও ভোলাও।
ওরা কেবল কথার পাকে
নিত্য আমায় বেঁধে রাখে,
বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও॥
মনে পড়ে কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথী।
আজ্‌কে তুমি তেমনি ক'রে
সাম্‌নে তোমার রাখো ধ'রে,
আমার প্রাণে খেলার সে-ঢেউ তোলাও॥

আমার মনের কোণের বাইরে
জান্‌লা খুলে' ক্ষণে ক্ষণে চাই রে।
কোন্ অনেক দূরে
উদাস সুরে
আভাস-যে কার পাই রে
আছে আছে নাই রে॥
আমার দুই আঁখি হ'লো হারা
কোন্ গগনে খোঁজে কোন্ সন্ধ্যাতারা।
কার ছায়া আমায়
ছুঁয়ে-যে যায়
কাঁপে হৃদয় তাই রে,
গুন্ গুনিয়ে গাই রে॥

আমার সুরে লাগে তোমার হাসি।
যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ
দোলে আসি'।
দিবানিশি আমিও-যে
ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,
হঠাৎ এ-মন ভোলায় কখন্
তোমার বাঁশি॥
আমার সকল কাজই রইলো বাকি
সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি।
আমার গানে তোমায় ধ'র্‌বো ব'লে
উদাস হ'য়ে যাই-যে চ'লে,
তোমার গানে ধরা দিতে
ভালোবাসি॥

আমার দোসর যে-জন ওগো তা'রে
কে জানে।
একতারা তা'র দেয় কি সাড়া
আমার গানে,
কে জানে।
আমার নদীর যে ঢেউ
ওগো জানে কি কেউ
যায় ব'হে যায় কাহার পানে,
কে জানে॥
যখন বকুল ঝ'রে
আমার কাননতল যায় গো ভ'রে,

তখন কে আসে যায়
সেই বন-ছায়ায়,
কে সাজি তা'র ভ'রে আনে,
কে জানে।

বসন্ত তা'র গান লিখে' যায় ধূলির 'পরে
কী আদরে।
তাই সে-ধূলা ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপের সাজি আপনি ভরে
কী আদরে॥
তেম্‌নি পরশ লেগেছে মোর হৃদয়-তলে
সে-যে তাই ধন্য হ'লো মন্ত্রবলে।
তাই প্রাণে কোন্ মায়া জাগে,
বারে বারে পুলক লাগে,
বারে বারে গানের মুকুল আপনি ধরে
কী আদরে॥

পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আজি
ভাব্‌না আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখী তা'রা
যায় যায় যায় চ'লে।
আলোছায়ার সুরে
অনেককালের সে কোন্ দূরে
ডাকে আয় আয় আয় ব'লে।

যেথায় চ'লে গেছে আমার
হারা ফাগুন রাতি
সেথায় তা'রা ফিরে' ফিরে'
খোঁজে আপন সাথী।
আলোছায়ায় যেথা
অনেক দিনের সে কোন্ ব্যথা
কাঁদে হায় হায় হায় ব'লে ॥

———

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথ সমীরে
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে'।
এ পথে যখন যাবে
আঁধারে চিনিতে পাবে
রজনীগন্ধার গন্ধ ভ'রেছে মন্দিরে ॥
আমারে পড়িবে মনে কখন্ সে লাগি'
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাছে শেষ রাতে
ঘুম আসে আঁখিপাতে
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর স্বর ফুরায় যদি রে ॥

———

রজনীর শেষ তারা গোপনে আঁধারে আধো-ঘুমে
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুসুমে।
সেই মতো যিনি এই জীবনের আনন্দরূপিণী
শেষক্ষণে দেন যেন তিনি
নবজীবনের মুখ চুমে'।

এই নিশীথের স্বপ্নরাজি
নব-জাগরণ-ক্ষণে নব গানে উঠে যেন বাজি'।
বিরহিনী যে ছিল রে মোর হৃদয়ের মর্ম্মমাঝে
বধূবেশে সেই যেন সাজে
নব দিনে চন্দনে কুঙ্কুমে ॥

আমার যদিই বেলা যায় গো ব'য়ে,
জেনো জেনো
আমার মন র'য়েছে তোমায় ল'য়ে।
পথের ধারে আসন পাতি,
তোমায় দেবার মালা গাঁথি,
জেনো জেনো তাইতে আছি মগন হ'য়ে ॥
চ'লে গেল যাত্রী সবে
নানান্ পথে কলরবে।
আমার চলা এমনি ক'রে
আপন হাতে সাজি ভ'রে,
জেনো জেনো আপন মনে গোপন র'য়ে ॥

আমি এলেম তারি দ্বারে
ডাক দিলেম অন্ধকারে।
আগল ধ'রে দিলেম নাড়া
প্রহর গেল পাইনি সাড়া,
দেখ্‌তে পেলেম না-যে তা'রে ॥
তবে যাবার আগে এখান থেকে
এই লিখনখানি যাবো রেখে।

দেখা তোমার পাই বা না পাই
দেখ্‌তে এলেম জেনো গো তাই,
ফিরে যাই সুদূরের পারে ॥

আমায় দাও গো ব'লে
সে কি তুমি
আমায় দাও দোলা অশান্তি দোলে।
দেখ্‌তে না পাই পিছে থেকে
আঘাত দিয়ে হৃদয়ে কে
ঢেউ-যে তোলে ॥
মুখ দেখিনে তাই লাগে ভয়
জানি না-যে এ কিছু নয়।
মুছ্‌বো আঁখি উঠ্‌বো হেসে
দোলা যে দেয় যখন এসে
ধ'র্‌বে কোলে ॥

খেলার ছলে সাজিয়ে আমার
গানের বাণী
দিনে দিনে ভাসাই দিনের
তরীখানি।
স্রোতের লীলায় ভেসে ভেসে
সুদূরে কোন্ অচিন্ দেশে
কোনো ঘাটে ঠেক্‌বে কিনা
নাহি জানি ॥

না হয় ডুবে' গেলই না-হয়
গেলই বা।
না-হয় তুলে' লও গো না-হয়
ফেলোই বা।
হে অজানা, মরি মরি
উদ্দেশে এই খেলা করি,—
এই খেলাতেই আপন মনে
ধন্য মানি॥

বুঝেছি কি বুঝি নাইবা
সে-তর্কে কাজ নাই,
ভালো আমার লেগেছে-যে
রইলো সেই কথাই।
ভোরের আলোয় নয়ন ভ'রে
নিত্যকে পাই নূতন ক'রে,
কাহার মুখে চাই॥
প্রতিদিনের কাজের পথে
ক'র্‌তে আনাগোনা
কানে আমার লেগেছে গান
ক'রেছে আন্‌মনা।
হৃদয়ে মোর কখন জানি
প'ড্‌লো পায়ের চিহ্নখানি
চেয়ে দেখি তাই॥

দিন অবসান হোলো।
আমার আঁখি হ'তে অস্ত-রবির
আলোর আড়াল তোলো।
অন্ধকারের বুকের কাছে,
নিত্য-আলোর আসন আছে,
সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো ॥
সব কথা সব কথার শেষে
এক হ'য়ে যাক্ মিলিয়ে এসে।
স্তব্ধ বাণীর হৃদয় মাঝে
গভীর বাণী আপনি বাজে,
সেই বাণীটি আমার কানে বোলো ॥

কোথা হ'তে শুন্‌তে যেন পাই
আকাশে আকাশে বলে, যাই।
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে
হায়, তা'রা নাই, তা'রা নাই ॥
কতদিনের কত ব্যথা
হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা।
চ'লে যাওয়ার পথ যে-দিকে
সে-দিক্ পানে অনিমিখে
আজ ফিরে চাই ফিরে চাই ॥

তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার
লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা যায় ব'য়ে, কেমন
বিনা কারণে।
এই পাগল হাওয়া
কী গান গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি
শরৎ গগনে॥
সে-গান আমার লাগ্‌লো-যে গো
লাগ্‌লো মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই
ভ্রমর গুঞ্জনে।
ঐ আকাশ-ছাওয়া
কাহার চাওয়া
এমন ক'রে লাগে আজি
আমার নয়নে।

আমার মনের মাঝে যে-গান বাজে
শুন্‌তে কি পাও গো;
আমার চোখের 'পরে আভাস দিয়ে
যখনি যাও গো!
রবির কিরণ নেয়-যে টানি'
ফুলের বুকের শিশির খানি
আমার প্রাণের সে-গান তুমি
তেম্‌নি কি নাও গো!

আমার উদাস হৃদয় যখন আসে
বাহির পানে
আপনাকে-যে দেয় ধরা সে
সকলখানে।
কচিপাতা প্রথম প্রাতে
কী কথা কয় আলোর সাথে,
আমার মনের আপন কথা
বলে-যে তাও গো॥

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া।
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি',
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া॥
কোন্ ফাগুনে যে-ফুল ফোটা হ'লো সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তা'রা।
বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভ'রে ফিরে আসে সে গান-গাওয়া॥

হেমন্তে কোন্ বসন্তেরি বাণী
পূর্ণ শশী ঐ-যে দিল আনি'।
বকুল ডালের আগায়
জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়।
কোন্ গোপন কানাকানি
পূর্ণ শশী ঐ-যে দিল আনি'॥

আবেশ লাগে বনে
শ্বেত করবীর অকাল-জাগরণে।
ডাক্‌ছে থাকি' থাকি'
ঘুমহারা কোন্ নাম-না জানা পাখী।
কার মধুর স্মরণখানি
পূর্ণ শশী ঐ-যে দিল আনি'॥

শীতের হাওয়ার লাগ্‌লো নাচন্
আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তা'রে ক'র্‌লো শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইলো না আর অন্তরালে॥
শূন্য ক'রে ভ'রে-দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি' রইনু ব'সে সকল বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোয়াবার সময় আমার
হবে কখন কোন্ সকালে।

এই কথাটি মনে রেখো
তোমাদের এই হাসি খেলায়।
আমি-যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

শুক্‌নো ঘাসে শূন্য বনে, আপন মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে-গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥
দিনের পথিক মনে রেখো
আমি চ'লেছিলেম রাতে
সন্ধ্যা-প্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ওপার থেকে গেল ডেকে
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়।
আমি যে-গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায় ॥

ফির্‌বে না তা জানি
আহা তবু তোমার পথ চেয়ে
জ্বলুক্ প্রদীপ খানি।
গাঁথবে না মালা জানি মনে
আহা তবু ধরুক্ মুকুল আমার বকুল বনে,
প্রাণে ঐ পরশের পিয়াস আনি' ॥
কোথায় তুমি পথ-ভোলা,
তবু থাক্ না আমার দুয়ার খোলা।
রাত্রি আমার গীতহীনা
আহা তবু বাঁধুক্ সুরে বাঁধুক্ তোমার বীণা,
তা'রে ঘিরে' ফিরুক্ কাঙাল বাণী।

শিউলি-ফোটা ফুরোলো যেই
শীতের বনে
এলে-যে সেই শূন্যক্ষণে।

তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
দুখের সুরে বরণ মালা
গাঁথি মনে মনে
শূন্যক্ষণে ॥
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে-যে রইবে হৃদয়তলে।
রাতের তারা উঠ্‌বে যবে
সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে
মনে মনে ॥

পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়—
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয়।
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন
পুণ্য লগন
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়,
পাছে বিনা গানেই মিলন বেলা ক্ষয় হয় ॥
যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে
পাছে তা'র তালে মোর তাল না মেলে
সেই ঝড়ে।
যখন মরণ এসে ডাক্‌বে শেষে বরণ গানে,
পাছে প্রাণে
মোর বাণী সব লয় হয়,
পাছে বিনা গানেই বিদায় বেলা লয় হয় ॥

সেদিন আমায় ব'লেছিলে
আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চ'লে গেলে তাই।
তখনো খেলার বেলা
বনে মল্লিকার মেলা
পল্লবে পল্লবে বায়ু উতলা সদাই॥
আজি এলো হেমন্তের দিন
কুহেলি বিলীন ভূষণ বিহীন।
বেলা আর নাই বাকি
সময় হ'য়েছে নাকি,
দিন-শেষে দ্বারে ব'সে পথপানে চাই॥

———

সময় কারো-যে নাই,
ওরা চলে দলে দলে,
গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে।
পাষাণে রচিছে কত কীর্ত্তি ওরা সবে
বিপুল গরবে
যায় আর বাঁশি পানে চায় হাসি ছলে।
বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি
তুমি শোনো মোর গান খানি।
আঁধার মথন করি' যবে লও তুলি'
গ্রহতারাগুলি,
শোনো-যে নীরবে তব নীলাম্বর-তলে॥

———

এলো-যে শীতের বেলা বরষ পরে,
এবার ফসল কাটো লও গো ঘরে।
করো ত্বরা করো ত্বরা
কাজ আছে মাঠ ভরা,
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে॥
বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যা-তারা—
আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
যে-সাথী আসিবে রাতে তাহারি তরে॥

ফাগুনের সুরু হ'তেই শুক্‌নো পাতা ঝ'র্‌লো যত
তা'রা আজ কেঁদে শুধায়
"সেই ডালে ফুল ফুট্‌লো কি গো?
ওগো কও ফুট্‌লো কত?"
তা'রা কয়, "হঠাৎ হাওয়ায় এলো ভাসি'
মধুরের সুদূর হাসি—হায়!
ক্ষ্যাপা হাওয়ায় আকুল হ'য়ে ঝ'রে গেলেম শত শত॥
তা'রা কয়, "আজ কি তবে এসেছে সে
নবীন বেশে?
আজ কি তবে এতক্ষণে জাগ্‌লো বনে
যে-গান ছিল মনে মনে?
সেই বারতা কানে নিয়ে
যাই চ'লে এই বারের মতো॥"

তা'র বিদায়-বেলার মালাখানি
আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে
পলে পলে রে।
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে
জাগে ফাগুন সমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে॥
দিনের শেষে যেতে যেতে
পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল
বনান্তরে,
সেই ছায়া এই আমার মনে,
সেই ছায়া ঐ কাঁপে বনে
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে॥

ফাগুনের পূর্ণিমা এলো কার লিপি হাতে?
বাণী তা'র বুঝি না রে, ভরে মন বেদনাতে!
উদয়-শৈল-মূলে জীবনের কোন্ কূলে
এই বাণী জেগেছিলো কবে কোন্ মধুরাতে॥
মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে
বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পরপারে।
সমীরণে কোন্ মায়া ফিরিছে স্বপন-কায়া
বেণুবনে কাঁপে ছায়া অলখ চরণ-পাতে।

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায়
একটি ধারে।
আমি শুন্‌বো ধ্বনি কানে
আমি ভ'র্‌বো ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্ত-বীণায়
তার বাঁধিব বারে বারে॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি
সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো
উঠ্‌বে পূরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা
উঠ্‌বে ফুটে সারে সারে॥

অনেক দিনের মনের মানুষ এলে কে
কোন্ ভুলে-যাওয়া বসন্ত থেকে?
যা-কিছু সব গেছো ফেলে
খুঁজ্‌তে এলে (হৃদয়ে)।
পথ চিনেছো চেনা ফুলের
চিহ্ন দেখে॥
বুঝি মনে তোমার আছে আশা
আমার ব্যথায় তোমার মিল্‌বে বাসা।

দেখ্‌তে এলে সেই-যে বীণা
বাজে কিনা (হৃদয়ে)
তারগুলি তা'র ধূলায় ধূলায়
গেছে কি ঢেকে ?

রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে
ঘরের কোণে আসন মেলে।
বুঝি সময় হ'লো এবার
আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার
পূর্ণিমা চাঁদ তুমি এলে ॥
এতদিন সে ছিল তোমার পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তা'রে যেই পরশিবে
যাক্ সে নিবে যাক্ সে নিবে,
যা আছে সব দিক্ সে ঢেলে ॥

এনেছো ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল
সাজিখানি হাতে ক'রে।
কবে-যে সব ফুরিয়ে দেবে
চ'লে যাবে দিগন্তরে !
পথিক, তোমায় আছে জানা, কর্‌বো না গো তোমায় মানা,
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়-মালা মাথায় প'রে ॥
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হ'য়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভ'র্‌বে গানে,
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভ'রে ॥

✓ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী,
আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হ'য়ে
প'ড়ছে কি ঝরি' ?
আমার গান-যে তোমার গন্ধে মিশে
দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি' ॥
পূর্ণিমা চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ সাথে আপন আলো মাখায়,
ঐ দখিন বাতাস গন্ধে পাগল
ভাঙ্‌লো আগল
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি' ॥

পুরাতনকে বিদায় দিলে না-যে,
ওগো নবীন রাজা।
শুধু বাঁশি তোমার বাজালে তা'র
পরাণ মাঝে।
মন্ত্র-যে তা'র লাগ্‌লো প্রাণে
মোহন গানে, হায়,
বিকশিয়া উঠ্‌লো হিয়া নবীন সাজে,
ওগো নবীন রাজা ॥
তোমার রঙে দিলে তুমি রাঙিয়া
তা'র আঙিয়া,
ওগো নবীন রাজা।

তোমার মালা, দিলে গলে
খেলাব ছলে, হায়,
তোমার সুরে সুরে তাহার বীণা বাজে,
ওগো নবীন রাজা ॥

ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরে রঙের ঝর্‌না।
আয় আয় আয় সে-রসের সুধায় হৃদয় ভর্‌ না!
সেই মুক্ত বন্যাধারায় ধারায়
চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়,
সেই রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্য নবীন বর্ণা ॥
তা'র কলধ্বনি দখিন হাওয়ায় ছড়ায় গগনময়,
মর্ম্মরিয়া আসে ছুটি' নবীন কিশলয়।
বনের বীণায় বীণায় ছন্দ জাগে
বসন্ত পঞ্চমের রাগে,
সেই সুরে সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দ গান ধর্‌ না ॥

ফিরে চল্ মাটির টানে ;
যে-মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে
মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল-যে গানে গানে ॥
দিক্ হ'তে ঐ দিগন্তরে
কোল র'য়েছে পাতা,

জন্মমরণ ওরি হাতের
অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা
সাগর পানে আত্মহারা রে,
প্রাণের বাণী ব'য়ে আনে॥

কার যেন এই মনের বেদন
চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়;
ঝুম্‌কো লতার চিকন পাতা
কাঁপে রে কার চম্‌কে-চাওয়ায়।
হারিয়ে যাওয়া কার সে-বাণী,
কার সোহাগের স্মরণখানি,
আমের বোলের গন্ধে মিশে
কাননকে আজ কান্না পাওয়ায়॥
কাঁকন দুটির রিনিঝিনি
কার বা এখন মনে আছে?
সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি
পিয়াল বনের শাখায় নাচে।
যার চোখের ঐ আভাস দোলে
নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে
তা'র সাথে মোর দেখা ছিল
সেই সে-কালের তরী-বাওয়ায়॥

নিদ্রাহারা রাতের এ গান
বাঁধ্‌বো আমি কেমন সুরে ?
কোন্‌ রজনীগন্ধা হ'তে
আন্‌বো সে-তান কণ্ঠে পূরে ।
সুরের কাঙাল আমার ব্যথা—
ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা,—
সাঁঝ সকালে বনের পথে
উদাস হ'য়ে বেড়ায় ঘুরে ॥
ওগো সে কোন্‌ বিহান বেলায়
এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম
শিউরেছিলো শিশির জলে ।
অলকে তা'র একটি গুচ্ছ
করবীফুল রক্তরুচি ,
নয়ন করে কী ফুল চয়ন
নীল গগনে দূরে দূরে ॥

এক ফাগুনের গান সে আমার
আর ফাগুনের কূলে কূলে
কার খোঁজে আজ পথ হারালো
নতুন কালের ফুলে ফুলে ?
শুধায় তা'রে বকুল, হেনা
"কেউ আছে কি তোমার চেনা ?"
সে বলে, "হায়, আছে কি নাই
না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে ।"

এক ফাগুনের মনের কথা
আর ফাগুনের কানে কানে
গুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায়
"মোর ভাষা আজ কেউ কি জানে ?"
আকাশ বলে, "কে জানে সে
কোন্ ভাষা-যে বেড়ায় ভেসে !"
"হয়তো জানি, হয়তো জানি",
বাতাস বলে দুলে দুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে ॥

আসা-যাওয়ার পথের ধারে
গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।
যাবার বেলায় দেবো কারে
বুকের কাছে বাজ্‌লো যে-বীণ ?
সুরগুলি তা'র নানাভাগে
রেখে যাবো পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তা'র মেঘের রেখায়
স্বর্ণলেখায় কর্‌বো বিলীন ॥
কিছু বা সে মিলন-মালায়
যুগল গলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে
দুই চাহনির চোখের পাতা।
কিছুবা কোন্ চৈত্র মাসে
বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুক্‌রো আমার
কুড়িয়ে পাবে কোন্ উদাসীন ॥

পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই
অস্তাচলের ধারে আসি'।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই
তা'র লাগি আজ বাজাই বাঁশি।
যখন এ কূল যাবো ছাড়ি',
পারের খেয়ায় দেবো পাড়ি,
মোর ফাগুনের গানের বোঝা
বাঁশির সাথে যাবে ভাসি'॥
সেই-যে আমার বনের গলি
রঙীন ফুলে ছিল আঁকা,
সেই ফুলেরি ছিন্ন দলে
চিহ্ন যে তা'র প'ড়্লো ঢাকা।
মাঝে মাঝে কোন্ বাতাসে
চেনা দিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বুকে চমক লাগায়
আধ্-ভোলা সেই কান্না হাসি॥

ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী
বাজে শেষের রাতে।
শুক্নো ফুলের মালা এখন
দাও তুলে মোর হাতে।
সুরখানি ঐ নিয়ে কানে
পাল তুলে দিই পারের পানে,
চৈত্র রাতের মলিন মালা
রইবে আমার সাথে।

পথিক আমি এসেছিলেম
তোমার বকুলতলে,
পথ আমারে ডাক দিয়েছে
এখন যাবো চ'লে।
ঝরা যূথীর পাতায় ঢেকে
আমার বেদন গেলেম রেখে,
কোন ফাগুনে মিল্‌বে সে-যে
তোমার বেদনাতে॥

প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘপথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে
খোলো খোলো খোলো দ্বার!
বাহির হ'য়েছি কবে
কার আহ্বান রবে,
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার।
খোলো খোলো খোলো দ্বার!
বুকে বাজে আশাহীনা
ক্ষীণ-মর্ম্মর বীণা,
জানি না কে আছে কিনা, সাড়া তো না পাই তা'র।
আজি সারাদিন ধ'রে
প্রাণে সুর ওঠে ভ'রে,
একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার!
খোলো খোলো খোলো দ্বার!

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া
আসে মৃদু মন্দ।
আনে আমার মনের কোণে
সেই চরণের ছন্দ।
স্বপ্নশেষের বাতায়নে
হঠাৎ-আসা ক্ষণে ক্ষণে
আধো-ঘুমের প্রান্ত-ছোঁওয়া
বকুলমালার গন্ধ।
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া
বহে কিসের হর্ষ!
যেন রে সেই উড়ে-পড়া
এলোকেশের স্পর্শ।
চাঁপা-বনের কাঁপন ছলে
লাগে আমার বুকের তলে
আরেকদিনের প্রভাত হ'তে
হৃদয়-দোলার স্পন্দ॥

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে?
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি' মন্থর মেঘখানি
এলো গভীর ছায়া ফেলে।
রুদ্রতপের সিদ্ধি এ কি ঐ-যে তোমার বক্ষে দেখি?
ওরি লাগি আসন পাতো হোমহুতাশন জ্বেলে?
নিঠুর তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো
তোমার রক্তনয়ন মেলে।

ভীষণ তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাঁধন যত
যেন হান্‌বে অবহেলে।
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ-যে আশার ভাষা উঠ্‌লো বেজে,
দিলে তরুণ শ্যামলরূপে করুণ সুধা ঢেলে॥

অনেক কথা ব'লেছিলেম কবে তোমার কানে কানে,
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে।
সে কি তোমার মনে আছে
তাই শুধাতে এলেম কাছে,
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে॥
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদল হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে,
বৃষ্টি-ধারার ঝরঝরে
ঝাউ-বাগানের মরমরে
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে
কত নিশীথ অন্ধকারে কত গোপন গানে গানে॥

আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।
ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ,
আমার লাগ্‌লো না মন লাগ্‌লো না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চ'লে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে।

হেথায় মন্দমধুর কানাকানি জলেস্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙীন ফুলের আলিম্পন
বনের পথে আঁধার আলোয় আলিঙ্গন,
হেথা লাগ্‌লো রে মন লাগ্‌লো রে,
তাই এইখানেতেই দিন কাটে মোর খেলার ছলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে॥

যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখো বাহির বাটে
ততখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে।
শুনি শুভক্ষণে ডাক পড়ে সেই ভিতর সভার মাঝে
এ গান লাগ্‌বে বুঝি কাজে,
তোমার সুরের রঙের রঙীন নাটে॥
তোমার ফাগুন দিনের বকুল চাঁপা, শ্রাবণ দিনের কেয়া
তাই দেখে তো শুনি তোমার কেমন-যে তান দেয়া।
আমি উতল প্রাণে আকাশ পানে হৃদয়খানি তুলি'
বীণায় বেঁধেছি গানগুলি
তোমার সাঁঝ-সকালের সুরের ঠাটে॥

বারে বারে পেয়েছি-যে তা'রে
চেনায় চেনায় অচেনারে।
যারে দেখা গেল তারি মাঝে
না দেখারি কোন্ বাঁশি বাজে,
যে আছে বুকের কাছে কাছে
চ'লেছি তাহারি অভিসারে।

অপরূপ সে-যে রূপে রূপে
কী খেলা খেলিছে চুপে চুপে।
কানে কানে কথা উঠে পূরে'
কোন্ সুদূরের সুরে সুরে,
চোখে চোখে চাওয়া নিয়ে চলে
কোন্ অজানারি পথপারে ॥

আমি কান পেতে রই আমার আপন
হৃদয় গহন দ্বারে ;
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির
গোপন কথা শুনিবারে।
ভ্রমর সেথায় হয় বিরাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি'-যে
কোন্ রাতের পাখী গায় একাকী সঙ্গিবিহীন অন্ধকারে ॥
কে সে মোর কেই বা জানে
কিছু তা'র দেখি আভা।
কিছু পাই অনুমানে
কিছু তা'র বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তা'র বারতা
আমার ভাষায় পায় কি কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী
গানের তানে লুকিয়ে তা'রে ॥

আসা-যাওয়ার মাঝখানে
একলা আছ চেয়ে কাহার পথপানে।
আকাশে ঐ কালোয় সোনায়
শ্রাবণ মেঘের কোণায় কোণায়

আঁধার আলোয় কোন্ খেলা-যে কে জানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥
শুকনো পাতা ধূলায় ঝরে,
নবীন পাতায় শাখা ভরে।
মাঝে তুমি আপন-হারা,
পায়ের কাছে জলের ধারা
যায় চ'লে ঐ অশ্রুভরা কোন্ গানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥

একলা ব'সে একে একে অন্যমনে
পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।
হায়রে বুঝি কখন্ তুমি গেছো ভুলে'
ও-যে আমি এনেছিলেম আপনি তুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ঐ চরণ মূলে
অকারণে,
কখন্ তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে
অন্যমনে ॥
দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়
এম্নি তোমার আলসভরা অবহেলায়,
হয়তো তখন বাজ্‌বে ব্যথা সন্ধ্যেবেলায়
অকারণে,
চোখের জলের লাগ্‌বে আভাস নয়ন কোণে
অন্যমনে ॥

শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে ব'লে
রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে।
সাত সমুদ্র পারের থেকে বজ্রস্বরে এলে হেঁকে
দুন্দুভি-যে উঠ্‌লো বেজে বিষম কলরোলে।
রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে॥
বীরের পদপরশ পেয়ে মূর্চ্ছা হ'তে জাগে,
বসুন্ধরার তপ্তপ্রাণে বিপুল পুলক লাগে।
মরকত-মণির থালা সাজিয়ে, গাঁথে বরণ মালা,
উতলা তা'র হিয়া আজি সজল হাওয়ায় দোলে।
রাজপুত্র, কোথা হ'তে হঠাৎ এলে চ'লে॥

কত-যে তুমি মনোহর
মনই তাহা জানে,
হৃদয় মম থরথর
কাঁপে তোমার গানে।
আজিকে এই প্রভাত বেলা
মেঘের সাথে রোদের খেলা,
জলে নয়ন ভরভর
চাহি তোমার পানে॥
আলোর অধীর ঝিলিমিলি
নদীর ঢেউয়ে ওঠে,
বনের হাসি খিলিখিলি
পাতায় পাতায় ছোটে।
আকাশে ওই দেখি কী-যে,
তোমার চোখের চাহনি-যে,
সুনীল সুধা ঝরঝর
ঝরে আমার প্রাণে॥

আমার কণ্ঠ হ'তে গান কে নিল
ভুলায়ে,
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের
কুলায়ে।
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে
যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার প্রাণে সে দেয় পাথার ছায়া
বুলায়ে॥
যখন শরৎ কাঁপে শিউলি ফুলের
হরষে
নয়ন ভরে-যে সেই গোপন গানের
পরশে।
গভীর রাতে কী সুর লাগায়
আধো ঘুমে আধো জাগায়,
আমার স্বপন মাঝে দেয়-যে কী দোল
দুলায়ে॥

মনের মধ্যে নিরবধি
শিকল-গড়ার কারখানা।
একটা বাঁধন কাটে যদি
বেড়ে ওঠে চারখানা।
কেমন ক'রে নাম্‌বে বোঝা
তোমার আপদ নয়-যে সোজা,
অন্তরেতে আছে যখন
ভয়ের ভীষণ ভারখানা।

রাতের আঁধার ঘোচে বটে
বাতির আলো যেই জ্বালো।
মূর্চ্ছাতে যে আঁধার ঘটে
রাতের চেয়ে ঘোর কালো।
ঝড় তুফানে ঢেউয়েব মাঝে
তবু তরী বাঁচ্‌তে পারে,
সবার বড়ো মার-যে তোমার
ছিদ্রটার ঐ মাঝখানা॥
পর তো আছে লাখে লাখে
কে তাড়াবে নিঃশেষে?
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে
পর ক'রে দেয় বিশ্বে সে।
কারাগারের দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভিতর থেকে
চেপে আছ দ্বারখানা॥
শূন্য ঝুলির নিয়ে দাবী
রাগ ক'রে রোস্‌ কার 'পরে?
দিতে জানিস্‌ তবেই পাবি
পাবিনে তো ধার ক'রে।
লোভে ক্ষোভে উঠিস্‌ মাতি',
ফল পেতে চাস্‌ রাতারাতি,
আপন মুঠো ক'র্‌লে ফুটো
আপন খাঁড়ার ধারখানা॥

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময়।
এসো অপরাজিত বাণী,
অসত্য হানি'
অপহৃত শঙ্কা অপগত সংশয়॥
এসো নব জাগ্রত প্রাণ,
চির যৌবন জয়গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা,
জড়ত্বনাশা
ক্রন্দন দূর হোক্ বন্ধন হোক্ ক্ষয়॥

সব দিবি কে, সব দিবি পায়!
আয় আয় আয়!
ডাক প'ড়েছে ঐ শোনা যায়,
আয় আয় আয়!
আস্‌বে-যে সে স্বর্ণরথে,
জাগবি কা'রা রিক্ত পথে
পৌষ রজনী, তাহার আশায়।
আয় আয় আয়!
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা;
হায় হায় হায়!
তা'র পরে তা'র যাবার বেলা;
হায় হায় হায়!
চ'লে গেলে জাগ্‌বি যবে
ধন-রতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে-যে দায়।
হায় হায় হায়!

বাকি আমি রাখ্‌বো না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেবো ভুঁই।
ওগো মোহন তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভ'রে নিয়ো,
উজাড় ক'রে দেবো পায়ে
বকুল বেলা জুঁই ॥
দখিন সাগর পার হ'য়ে-যে
এলে পথিক তুমি
আমার সকল দেবো অতিথিরে
আমি বনভূমি।
আমার কুলায় ভরা র'য়েছে গান
সব তোমারেই ক'রেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই ॥

ফল ফলাবার আশা আমি
মনেই রাখিনিরে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই
দক্ষিণ সমীরে।
বসন্ত গান পাখিরা গায়,
বাতাসে তা'র সুর ঝ'রে যায়,
মুকুল-ঝরার ব্যাকুল খেলা
আমারি সেই রাগিণীরে ॥

জানিনে ভাই, ভাবিনে তাই
কী হবে মোর দশা,
যখন আমার সারা হবে
সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্যডালে
বাজ্‌বে সেদিন তালে তালে,
"চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধু যামিনীরে॥"

যদি তারে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে?
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানিনে জানিনে)
সে কি আমার কুঁড়ির কানে
ক'বে কথা গানে গানে
পরাণ তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানিনে জানিনে)
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে?
সে কি মর্ম্মে এসে ঘুম ভাঙাবে?
ঘোমটা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার?
গোপন কথা নেবে জিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানিনে জানিনে)

ধীরে ধীরে ধীরে বও,
ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথ রাতের বাঁশি বাজে
শান্ত হও গো শান্ত হও!
আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি'
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে
মৃদু মৃদু কও॥
তোমার দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেহ' আনি'॥
আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও॥

দখিন হাওয়া, জাগো, জাগো,
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু আমার শাখায়
নীরব-যে হায় কত না গান।
পথের ধারে আমার কারা
ওগো পথিক, বাঁধন-হারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তি দোলা করে-যে দান॥
গানের পাখা যখন খুলি
বাধা-বেদন তখন ভুলি।

তখন আমার বুকের মাঝে
তোমার পথের বাঁশি বাজে,
বন্ধ-ভাঙার ছন্দে আমার
মৌন কাঁদন হয় অবসান ॥

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে !
(ও চাঁপা ও করবী)
কারে তুই দেখ্‌তে পেলি
আকাশ মাঝে
জানি না-যে ।
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কার নাচনের নূপুর বাজে
জানি না-যে ।
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে ।
কোন অজানার ধেয়ান তোমার
মনে জাগে ?
কোন্ রঙের মাতন উঠ্‌লো দুলে'
ফুলে ফুলে
কে সাজালে রঙীন সাজে
জানি না-যে ॥

সে কি ভাবে গোপন র'বে
লুকিয়ে হৃদয় কাড়া ?
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা
সে-যে সৃষ্টিছাড়া !

হিয়ায় হিয়ায় জাগ্‌লো বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
"ঐ এলো-যে", "ঐ এলো-যে"
পরাণ দিল সাড়া ॥
এই তো আমার আপনারি এই
ফুল ফোটানোর মাঝে
তা'রে দেখি নয়ন ভ'রে
নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখীর গানে গানে
চরণধ্বনি ব'য়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই তো দিল নাড়া ॥

ভাঙ্‌লো হাসির বাঁধ।
অধীর হ'য়ে মাত্‌লো কেন
পূর্ণিমার ঐ চাঁদ।
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
মুকুল-ছাওয়া বকুল বনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ ॥
ঘুমের আঁচল আকুল হ'লো
কী উল্লাসের ভরে!
স্বপন যত ছড়িয়ে প'লো
দিকে দিগন্তরে!

আজ রাতের এই পাগ্‌লামিরে
বাঁধবে ব'লে কে ঐ ফিরে,
শাল-বীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ ॥

ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছো-যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে-গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,
মোর আঙিনায় বাজ্‌লো সে-সুর
আমার প্রাণের তালে তালে ॥
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইসারাতে।
দখিন হাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি ক'র্‌লে বিলোল
আমার প্রাণে রঙের হিলোল,
মর্ম্মরিত মর্ম্ম আমার
জড়ায় তোমার হাসির জালে ॥ ৭

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা?
আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়

বনে বনে দোল জাগালো
ঐ চাহনি তুফান তোলা ॥
আজ মানসের সরোবরে
কোন মাধুরীর কমল কানন
দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে
উঠ্‌লো জেগে আমার গানের
কল্লোলিনী কলরোলা ॥

শুকনো পাতা কে-যে ছড়ায় ঐ দূরে
উদাস-করা কোন্ সুরে ?
ঘর-ছাড়া ঐ কে বৈরাগী
জানি না-যে কাহার লাগি'
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে ॥
চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেলো,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো,
প্রকাশ করো চির নূতন বন্ধুরে ॥

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ-যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল !
ওরা কেনই আসে যায় বা চ'লে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে
পায়না কোনো ফল ॥

ওদের সাধন তো নাই
কিছু সাধন তো নাই,
ওদের বাঁধন তো নাই
কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে যাওয়ার স্রোতের 'পরে
করে টলমল।"

"তোমার বাস কোথা-যে, পথিক, ওগো
দেশে কি বিদেশে ?
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্ব্বনেশে।"
"আমার বাস কোথা-যে জানো না কি
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী ও মালতী ?"
"হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানিনে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে ?"
"মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বলো, বলো, বলো, পথিক,
বলো তুমি কার ?"
"আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে
ও মাধবী, ও মালতী !"
"হয়তো চিনি হয়তো চিনি, হয়তো চিনিনে,
মোদের ব'লে দেবে কে সে !"

আজ দখিন বাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল
ফুট্‌লো বনের ঘাসে।
ও মোর পথের সাথী পথে পথে
গোপনে যায় আসে॥
কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,
শিরীষ তোমার ভ'রবে সাজি
ফুটেছে সেই আশে।
এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে॥
ওরে দেখো বা নাই দেখো, ওরে
যাও বা না যাও ভুলে'।
ওরে নাই বা দিলে দোলা, ওরে
নাই বা নিলে তুলে'।
সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
র'য়েছে এক পাশে।
ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে॥

এখন আমার সময় হ'লো,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হ'লো দেখা, হ'লো মেলা
আলো ছায়ায় হ'লো খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো।

আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ ব'লে দাও পরাণ-বঁধুর,
সব আবরণ তোলো, তোলো॥

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণ সমীরে
তোমায় ডাক্‌বো না তো ফিরে'।
ক'র্‌বো তোমায় কী সম্ভাষণ?
কোথায় তোমার পাত্‌বো আসন
পাতা-ঝরা কুসুম-ঝরা নিকুঞ্জ-কুটীরে?
তুমি আপনি যখন আসো তখন
আপনি করো ঠাঁই,
আপনি কুসুম ফোটাও মোরা
তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও চ'লে যাও
সব আয়োজন হয়-যে উধাও,
গান ঘুচে যায়, রং মুছে যায়
তাকাই অশ্রু-নীরে॥"

এ-বেলা ডাক্ প'ড়েছে কোন্ খানে
ফাগুনের ক্লান্তক্ষণের শেষ গানে।
সেখানে স্তব্ধবীণার তারে তারে
সুরের খেলা ডুব-সাঁতারে,
সেখানে চোখ মেলে যার পাইনে দেখা
তাহারে মন জানে গো মন জানে॥

এ-বেলা মন যেতে চায় কোন্-খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলন-দিনের ভোলা হাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে-কথাটি হয় না বলা
সে-কথা রয় কানে গো রয় কানে ॥

না যেয়ো না যেয়ো নাকো।
মিলন পিয়াসী মোরা
কথা রাখো, কথা রাখো।
আজো বকুল আপনহারা, হায়রে,
ফুল-ফোটানো হয়নি সারা,
সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো ॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তা'র আলো গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্ বেদনায়, হায়রে
মল্লিকা ঐ যায় চ'লে যায়
অভিমানিনী!
পথিক, তা'রে ডাকো ডাকো ॥

এবার বিদায় বেলার সুর ধরো ধরো
(ও চাঁপা ও করবী)
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো ॥
যাবার পথে আকাশ তলে
মেঘ রাঙা হ'লো চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝর ঝর ॥

হেরো হেরো ঐ রুদ্র রবি
স্বপ্ন ভাঙায় রক্ত ছবি।
খেয়া তরীর রাঙা পালে
আজ লাগ্‌লো হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থর থর॥

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেল্‌বি আয়
সুখের বাসা ভেঙে ফেল্‌বি আয়!
মিলন-মালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুন দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে,
উধাও মনের পাখা মেল্‌বি আয়॥
অস্ত-গিরির ঐ শিখর-চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কাল-বৈশাখীর হবে-যে নাচন
সাথে নাচুক্ তোর মরণ বাঁচন,
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেল্‌বি আয়॥

ভয় ক'র্‌বো না রে
বিদায়-বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে
ভ'রে দেবো তা'রে॥
চোখের জলে সে-যে নবীন র'বে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
প'র্‌বো বুকের হারে॥

নয়ন হ'তে তুমি আস্‌বে প্রাণে,
মিল্‌বে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহ ব্যথায় বিধুর দিনে
দুখের আলোয় তোমায় নেবো চিনে
এ মোর সাধনা রে ॥ ৭

———

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে !
আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ঐ তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণী লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝঙ্কারিয়া উঠ্‌লো আকাশ ঝঞ্ঝা-রবে।
আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে।
ভাঙন ধরার ছিন্ন করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তি-পাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেম-সাধনার হোম হুতাশন জ্ব'ল্‌বে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশা জাল যায় রে যখন উড়ে' পুড়ে'
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে',
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা ক'বে ॥
আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে ॥ ৮

———

পরিশিষ্ট

আকাশ হ'তে আকাশ পথে হাজার স্রোতে
ঝ'র্‌ছে জগৎ ঝর্‌না ধারার মতো।
আমার শরীর মনের অধীর ধারা তারি সাথে বইছে অবিরত।
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠ্‌তেছে গান দিনে রাতে,
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত!
আমার তটে চূর্ণ সে-গান ছড়ায় শত শত।
ঐ আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় দুলি অবিরত॥
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরাণে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে শান্তি না মানে।
চিরদিনের কান্নাহাসি উঠ্‌ছে ভেসে রাশি রাশি
এ সব দেখ্‌তেছে কোন্ নিদ্রাহারা নয়ন অবনত।
ওগো সেই নয়নে নয়ন আমার হোক্ না নিমেষ-হত।
ঐ আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখ্‌বো অবিরত॥

(গীত-পঞ্চাশিকা)

পাঠ-পরিচয়

কৈশোরক পর্য্যায়ের গান হইতে বাং ১৩৩০ সালের "বসন্ত" গীতিনাট্য অবধি, মোট ১১২৮টি গান লইয়া গীত-বিতান ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। কবির নির্দ্দেশমতো এই সংগ্রহ হইতে ১৪৮টি গান বাদ পড়িল। ইহার গোড়ার দিকের অনেকগুলি গান বাং ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীর ক্রম-অনুসারে সাজানো হইয়াছে। ঐ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত পুস্তকগুলি পরে পরে যে-তারিখে প্রকাশিত হয় তাহা এখন জানা গিয়াছে। গীত পঞ্চাশিকার ১টি গান যথাস্থানে বাদ পড়িয়া যাওয়ায়, পরিশিষ্টে ছাপা হইল। বর্ণানুক্রমিক সূচীতে স্বরলিপি-পুস্তকগুলির যে-নাম-সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার পাঠ-পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

নাম-সঙ্কেত	নাম	সম্পাদক বা স্বরলিপিকারক
আ-স-প	আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা	৺প্রতিভা দেবী ও শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী সম্পাদিত।
কা-গী	কাব্যগীতি	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কে	কেতকী	ঐ
গী-প	গীত-পঞ্চাশিকা	ঐ
গী-বী	গীত-বীথিকা	ঐ
গী-লে	গীতলেখা (১ম-৩য় খণ্ড)	ঐ
গী-লি	গীত-লিপি (১ম ৬ষ্ঠ খণ্ড)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন-গী	নবগীতিকা (১ম-২য় ভাগ)	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রা-স্ব	"প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত স্বরলিপি	
ব	বসন্ত	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বা-প্র	বাল্মীকি-প্রতিভা	ঐ
বৈ	বৈতালিক	ঐ

ব্র-স—ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)	৺কাঙ্গালীচরণ সেন
মা-খে—মায়ার খেলা	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ-গা—শতগান	শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী
শে—শেফালি	শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্ব-গী-মা—স্বরলিপি-গীতিমালা	৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

"গীতলিপি", "ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি" এবং নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত কবির পুরাতন গানের দুষ্প্রাপ্য স্বরলিপিগুলি একত্র চয়ন করিয়া একটি নূতন সংগ্রহ শীঘ্রই বিশ্বভারতী পুস্তকালয় হইতে বাহির করা হইবে।

শান্তিনিকেতন
২১শে আশ্বিন, ১৩৩৮। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

অ

বিষয় — পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ই

উ

বিষয় | পত্রাঙ্ক

এ

বিষয়		পত্রাঙ্ক
এক হাতে ওর কৃপাণ আছে	...	৪৮২
এ কি স্বপ্ন, এ কি মায়া (মা-খে)	...	৭৫
এ কী আকুলতা ভুবনে,	...	১০৮
এ কী এ, এ কী এ, (বা-প্র)	...	৩১
এ কী এ ঘোর বন (বা-প্র)	...	১৮
এ কী এ সুন্দর শোভা (ব্র-স ৩য়)	...	১২৮
এ কী করুণা করুণাময় (ব্র-স ১ম)	.	১৮২
এ কী গভীর বাণী এলো (ন-গী ২য়)	...	৬১২
এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ	...	১৭৩
এ কী সুগন্ধ হিল্লোল বহিল (ব্র-স ৩য়)	...	১৩১
এ কী সুধারস আনে (ন-গী ১ম)	...	৬২১
এ কেমন হ'লো মন আমার (বা-প্র)	..	২০
এখন আমার সময় হ'লো (ব)	...	৬৬৪
এখন ক'র্‌বো কী বল্‌ (বা-প্র)	...	১৬
এখনো আঁধার র'য়েছে হে নাথ,	...	১৩১
এখনো গেল না আঁধার	...	৫৯৪
এখনো ঘোর ভাঙে না তোর-যে (গী-লে ১ম)	...	৪১৪
এখনো তা'রে চোখে দেখিনি (স্ব-গী-মা)	...	১১২
এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায় (ব্র-স ৬ষ্ঠ)	...	১৪৮
এত আলো জ্বালিয়েছো এই গগনে (বৈ, গী-লে ১ম)		৪৪২
এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে (মা-খে)	.	৭৭
এতদিন-যে ব'সেছিলেম	...	৫৩০
এত রঙ্গ শিখেছো কোথা মুণ্ডমালিনী (বা-প্র)	...	২৩
এ তো খেলা নয় খেলা নয় (মা-খে)	...	৬৫
এ দিন আজি কোন্‌ ঘরে গো	...	৫১২
এনেছো ঐ শিরীষ বকুল আমের মুকুল (ন-গী ২য়)		৬৩৯
এনেছি মোরা এনেছি মোরা (বা-প্র)	...	১৫
এ পথ গেছে কোন্‌খানে	...	৩৮১
এ পরবাসে র'বে কে হায়	...	১৩২
এবার আমায় ডাকলে দূরে	...	৪৮৮
এবার তো যৌবনের কাছে	...	৫২৯
এবার তোর মরা গাঙে বান	...	২৮২
এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে	...	৪১৭

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ঐ

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ও

ক

বিষয় পত্রাঙ্ক

চ

ছ

জ

বিষয়		পত্রাঙ্ক

ঝ

ড

ত

বিষয়		পত্রাঙ্ক
তবে শেষ ক'রে দাও শেষ গান	...	১১৩
তবে সুখে থাকো (মা-খে)	...	৬৮
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়	...	২২৩
তরীতে পা দিইনি আমি (গী-প)	...	৫৬৩
তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ (গী-প)	...	৫৩৬
তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে	...	১৩৭
(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন (বৈ, ব্র-স ২য়)		১৩৭
তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর (গী-লি ৪র্থ)	...	৩৪৪
তা'র অন্ত নাই গো (গী-লে ৩য়)	...	৪৬২
তা'র বিদায়-বেলার মালাখানি (ন-গী ২য়)	...	৬৩৭
তা'রে কেমনে ধরিব সখী (মা-খে)	...	৬৭
তা'রে দেখাতে পারিনে কেন (মা-খে, শ-গা)	...	৫৭
তার' তার' হরি, দীনজনে (ব্র-স ৫ম)	...	১৫৫
তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি' (ন-গী ১ম)	...	৬২০
তিমির-দুয়ার খোলো এসো (বৈ, গী-লি ২য়)	...	২৯৬
তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে (গী-লি ৫ম)	...	৫৩৮
তিমিরময় নিবিড় নিশা (গী-লি ১ম)	...	৪০৩
তুই ফেলে এসেছিস্ কারে	...	৫৩০
তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা-পরশে (ব্র-স ২য়)		১৬৬
তুমি আমাদের পিতা (গী-লি ১ম)	...	৪০৪
তুমি একটু কেবল ব'সতে দিয়ো কাছে (গী-লে ১ম, গী-লি ৬ষ্ঠ)		৪১৬
তুমি একলা ঘরে ব'সে ব'সে (গী-প)	...	৫৫৮
তুমি এপার ওপার করো কে গো	...	২৫৬
তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ (গী-লি ৩য়)	...	৩৪৫
তুমি কে গো, সখীরে কেন (মা-খে)	...	৬৮
তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী	...	২৯৬
তুমি কোন্ কাননের ফুল (স্ব-গী-মা)	...	৪৭
তুমি কোন্ পথে-যে এলে (গী-প)	...	৫৫৫
তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে ব'লে	...	১৩৬
তুমি জাগিছ কে (ব্র-স ৬ষ্ঠ)	...	১৫২
তুমি জানো ওগো অন্তর্যামী (গী-লে ১ম)	...	৪৩৮
তুমি ডাক দিয়েছো কোন্ সকালে	...	৩৮০
তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম (ব্র-স ১ম)	...	১৩৬

বিষয়		পত্রাঙ্ক
পুষ্প দিয়ে মারো যারে	...	৫০৭
পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে (গী লি ১ম)	...	৩৭৫
পুষ্প-বনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে	...	৯৬
পূব সাগরের পার হ'তে (ন-গী ২য়)	...	৬১০
পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো (ব্র-স ২য়)		১৬৯
পূর্ণ চাঁদের মায়ায় (ন-গী ১ম)	...	৬২৪
পূর্ব্বাচলের পানে তাকাই (ন-গী ২য়)	...	৬৪৫
পেয়েছি অভয়-পদ আর ভয় কারে (ব্র-স ৩য়)	...	১৬০
পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই (গী-লি ৬ষ্ঠ, গী-লে ২য়)		৪২০
পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্য্যামী (ব্র-স ৪র্থ)	...	১৫৯
পোহালো পোহালো বিভাবরী (গী-প)	...	৫৪৬
প্রখর তপন তাপে (ন-গী ২য়)	...	৬৪৬
প্রচণ্ড গর্জ্জনে আসিল এ কী দুর্দ্দিন (ব্র-স ৫ম)	...	৩০১
প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী (ব্র-স ৪র্থ)	...	১৯৭
প্রতিদিন তব গাথা গাবো আমি (ব্র-স ৩য়)	...	২০৬
প্রথম আদি তব শক্তি (গী-লি ৪র্থ)	..	৪০৫
প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে' (মা-খে)	...	৭৩
প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে (ব্র স ৩য়)		১৬০
প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত (গী-লি ২য়)	...	৩৫২
প্রভু আমার, প্রিয় আমার (গী-লি ৪র্থ)	...	৪০২
প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা (ব্র-স ২য়)	...	২৩১
প্রভু, তোমার বীণা যেম্নি বাজে (গী-লে ২য়)	...	৪৩৪
প্রভু, তোমা লাগি' আঁখি জাগে (গী-লি ২য়)	...	৩০২
প্রাণ চায়, চক্ষু না চায় (কা-গী)	...	৩৯৬
প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে (বা-প্র)	...	২৭
প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে (গী-লে ৩য়)	...	৪২১
প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে (গী-লে ১ম)	...	৪২৫
প্রাণে গান নাই, মিছে তাই (গী-লে ৩য়)	...	৪৫৯
প্রাণের প্রাণ জাগিছে (গী-লি ৫ম)	...	৫৩৭
প্রেম-পাশে ধরা প'ড়েছে দু-জনে (মা-খে)	...	৬১
প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ (ব্র-স ৩য়)	.	২৩১
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে (ব্র-স ৬ষ্ঠ)	...	৩০৩
প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে (মা-খে, স্ব-গী মা)	...	৫৪

বিষয় | পত্রাঙ্ক

ফ

ব

বিষয় | পত্রাঙ্ক

বিষয় পত্রাঙ্ক

র

ল

শ

বিষয় ... পত্রাঙ্ক

স

বিষয় — পত্রাঙ্ক

হ